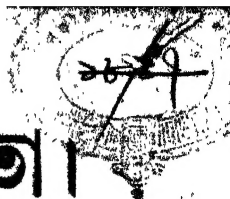


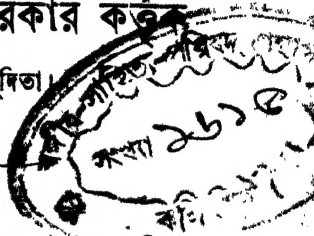
ব. সা. প. গু.
উপহৃত তাং..... ১৩১৭



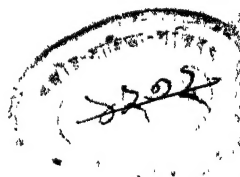
বেদসংহিতা।

শ্রীমধুসূদন সরকার কর্তৃক

পণ্ডে অনূদিত।



মূল ও বাঙ্গালা টীকা সহ প্রকাশিত।



কলিকাতা।

৬৪ নং অখিল মিস্ত্রির লেন, হিন্দু মেসিন যন্ত্রে

শ্রীহেমচন্দ্র বসু দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৯ সাল।

ভূমিকা ।

বেদসংহিতা হিন্দুর মহাগ্রন্থ। হিন্দুর পক্ষে এতদপেক্ষা অধিকতর নমস্কৃত গ্রন্থ আর নাই। অন্তান্ত জাতির ও ধর্মতত্ত্বের অনেক মূলগ্রন্থ বেদ-সংহিতায় নিহিত আছে। সুতরাং বেদ-সংহিতায় পূজনীয়ত্ব ও প্রাচীনত্ব এত অধিক যে, ইহার সর্দিষ্ট ভগতে আর নাই।

মহানুভব শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই, তদীয় হিন্দু শাস্ত্র নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বেদের সংহিতাভাগ হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তন্মধ্যে অথর্ববেদীয় অংশ ভিন্ন অন্য সকল অংশই আমি পরারাদি প্রচলিত ছন্দে, অনুদিত করিয়াছি। তন্নিম্ন ঋগ্বেদ হইতে আরও ১০টি সূক্ত গ্রহণ করিয়া ঋগ্বেদীয় ভাগে ৫০টি সূক্ত সন্নিবেশিত করিয়াছি। শুক্ল যজুর্বেদ হইতেও রুদ্রাধ্যায়ের ১৬টি মন্ত্র অতিরিক্ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অথর্ব বেদের ৫টি সূক্তের Griffith's অনুবাদ আমাকে রমেশ বাবু ইংলণ্ড হইতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহা আমি এখানে মূলের সহিত ঐক্য করিয়া পক্ষে পরিণত করিয়া এই গ্রন্থে সংযুক্ত করিয়াছি। /

প্রায় ২০০ মন্ত্র সংশোধনার্থে আমি মহাবশা রমেশ বাবুর নিকট ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু তিনি তখন হৃর্তিক সশব্দীয় বিবরণ সংগ্রহে ব্যস্ত থাকায় সংশোধন করিবার সময় না পাইয়া

আমাকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি।

“My dear Madhu Sudan,—I am sorry that I shall have not time to revise your translation but I think your idea is very good and hope your work will be acceptable to the public. I will give you one advice—don't use any single hard or Vedic word in your Bengali translation—that practice spoils all translation from Sanscrit and makes the Bengali more difficult than the original. Omit such words as রত্নধাতম, অধ্বর and কবিক্রতু and make the translation intellegible to ordinary Bengali readers.”

মহাশক্তিশালী রমেশ বাবুর অননুক্রমণীয় লেখনী যে রূপ প্রাঞ্জলভাবে মহাভারত ও রামায়ণকে ইংরেজী পণ্ডে পরিণত করিয়াছে সে শক্তি আমি কোথায় পাইব ? তবে তাঁহার উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আমি পুনর্বার প্রত্যেক মন্ত্রের অনুবাদ সংশোধন ও সরল করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর সফলকাম হইয়াছি বলিতে পারি না। পূর্বে হইতেই মূল সহ অনুবাদ প্রকাশ আমার অভিপ্রায় ছিল, সুতরাং আমার স্বাধীনতার ব্যবহার অত্যন্তই হইয়াছে।

বেদবর্ণিত হিন্দুজীবন কি নবীনতাময়, উৎসাহপূর্ণ, ও

কর্মপ্রাণ! পরবর্ত্তিকালের সামাজিক কুপ্রথাগুলি বাহাতে জাতিকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছে তাহার লেশ মাত্র বেদমন্ত্রে দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ এই মন্ত্রগুলি হিন্দুর সাধারণ সম্পত্তি এবং উহার রচয়িতা বা দ্রষ্টা ঋষিগণ হিন্দু জাতিসাধারণের পূর্ব পুরুষ। সুতরাং সর্ব সাধারণ হিন্দুর পক্ষে এতদপেক্ষা স্বীয় ও মূল্যবান্ জিনিষ আর নাই। একত্ৰ আশা করি উদীয়মান্ হিন্দু জাতি সংহিতাংশের যে সারাংশ সঙ্কলিত হইল তাহা একবার শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়া অনুবাদককে অনুগৃহীত করিবেন।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, যদিও সাগণের টীকা আমি পাঠ করিয়াছি তথাচ রমেশ বাবুর বঙ্গানুবাদ এবং অধর্ম বেদ সম্বন্ধে Griffith সাহেবের ইংরেজী অনুবাদ আমার প্রধান সম্বল ছিল। পড়ে বাক্ত করাই আমার উদ্দেশ্য, পাণ্ডিত্য-প্রকাশ আমার শাক্তর বহির্ভূত।

বেদসংহিতা সম্বন্ধে রমেশবাবু যে অতি সুন্দর ও সরল উপক্রমণিকা তাঁহার হিন্দুশাস্ত্রের সংহিতাভাগের সহিত সংলগ্ন করিয়াছেন আমি তাহা, তাঁহার অনুমতিক্রমে, এই পুস্তকের উপক্রমণিকা রূপে গ্রহণ করিলাম। বাঙ্গালা টীকা প্রায়শঃ রমেশবাবুর পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই রমেশ বাবুর নিকট আমি বহুবিধ কারণে কৃতজ্ঞ ; তাহার পর, এই অনুবাদ মূদ্রণে অনুমতি দিয়া উৎসাহ দিয়া এবং নানা প্রকারে সহায়তা করিয়া আমাকে তিনি আরও কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। এ জন্ত এই পুস্তক তাঁহার

মহম্মদ নামে উৎসর্গীকৃত হইল। তাঁহার কথা তাবিলেই আমার
মনে কবিশ্রেষ্ঠ বাইকেন্দ্র মধুসূদন দত্তের এই কথা স্মরণ হইল;—

“রাজেন্দ্র সময়ে

দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।”

রঘুনাথগঙ্গ, মুরশিদাবাদ }
১লা বৈশাখ, ১৩০২। }

শ্রীমধুসূদন সরকার।

উৎসর্গপত্র ।

জীবনের প্রতি দণ্ড অব্যাহত য়াঁর ;
কর্তব্যের পথে য়াঁর গতি অনিবার ;
কথা কার্যে য়াঁহার প্রভেদ অতি অল্প ;
বিশুদ্ধ জীবন য়াঁর আদর্শানুকল্প ;
বেদের উদ্ধার সাধি, শাস্ত্রের উদ্ধার,
ভারতবাসীকে দিয়ে সর্বশাস্ত্র-সার ;—
যাহাই সুন্দর, যাহা অতি স্বাস্থ্যকর,
যাহাতেই দেয় প্রাণ, যাহাতে ঈশ্বর ;—
তাহার সংগ্রহ করি নবীন জীবন
ভারতে আনিতে য়াঁর কত প্রাণপণ !
বিশুদ্ধ হিন্দুত্ব দেশে করিতে স্থাপন
সংগৃহীত য়াঁর হস্তে সর্বোপকরণ ;
প্রকৃত সত্যের আলো য়াঁহার সহিত
আসিয়া ভারতবর্ষ করেছে প্লাবিত ;
ব্যাসতুল্য মহাপ্রমী কায়স্থ-প্রধান
সেই দত্ত চন্দ্রবুদ্ধ রমেশ শ্রীমান—
তঁাহার নামেতে এই তাঁহার সংহিতা
পদ্যে পরিণত হয়ে হ'ল সমর্পিতা ।

শুদ্ধিপত্র ।

সংস্কৃতভাংশ ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
২	৪	বধমানঃ	বর্ধমানঃ
৭	৫	ভগ	ভগঃ
৮	২	বিমোমোক্ত	বিমূমোক্ত
৯	১৯	আসাম্যা	অসাম্যা
১০	১৯	আত্ত	আত্
১১	২০	শ্রবন্তী	শ্রবন্তীঃ
১৫	৩	সেমপীতরেহংতিরিকা	সোমপীতরেহংতিরিকা
১৬	৪	মুৰো	মূৰো
১৮	১৩	দধাননমস্তমানা	দধানানমস্তমানা
২০	৫	ধা	বা
২১	৭	ভুবিদাত্র	ভুবিদাব
২২	১৬	পিপুৰীমসচ্চত্ৰং	পিপুৰীমুসচ্চত্ৰং
২২	৩	পাত্	গাত্
২৩	৭	অ	আ
২৪	১৩	চাবিঃ	জাবিঃ
২৫	১৯	রবন্তমান্	রবন্তমান্
২৬	১০	যোষণাঃ	যোষণাঃ
২৬	১৫	রাজবন্তঃ	বাজবন্তঃ
৩০	৪	তিরিত্ততঃ	তিরিত্ততঃ
৩১	৬	সংতবীত্বংপথামঃ	সংতবীত্বংপথামঃ
৩১	১৫	ধুক্	ধুক্
৩১	৭	গুহাত্	গুহাত্
৩৫	৭	হৃকর্ষ	হৃষ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৩৫	৯	ব্যানক্তি:	ব্যানক্তি
৩৭	১	শক্রমদভূ	শক্রমাদভূ
ঐ	৬	ষেষ	ষেষ:
৪০	৩	পুত্রশিক্ষা।	পুত্রশিক্ষা
৪২	১৯	নার্গুনঅর্জমু	অহুর্জনানামুগ
৪১	১৫	ব্যুৎপত্তে	ব্যুৎপত্তে
৪৪	১১	সংবিদানং	সংবিদানঃ

বাক্যলাংশ ।

/০	১	ঋক্গুলি	ঋক্গুলি
১৩	২২	সংকল্প	সংকলন
২	২	আনারয়ন	আনয়ন
৪৪	৮	গমন	আগমন
৫২	১০	পাল	পালন
৬৫	১	৬২	৬১
১০৬	৬	আসি হে	আসি হও হে
১০৯	৩	নিদ্রোক্ত	নিদ্রোক্ত
"	৪	ঐ	ঐ
"	১৭	শান্তিদাতা	শান্তিদাতা
১১০	২	সংবর্জিত	সংবর্জিত
১১৭	৬	পিতৃলোক	পিতৃলোক
১২০	৮	১২	২
১৪২	১৯	নিরুৎসাহিত	নিরুৎসাহিত
১৪৬	৪	গ্রহণ	গ্রহণ

রোগ শোক ও নানাবিধ কারণে আমি প্রফ দেখিতে না পারায় অশুদ্ধির সংখ্যা বেশী হইয়াছে। এই শুদ্ধিপত্রে পাঠকের অনেক উপকার হইবে, আশা করি।

বেদসংহিতা ।

ঋগ্বেদসংহিতা ।

হিন্দু আর্ষাদিগের প্রাচীন মন্ত্র বা ঋক্গুলির সমষ্টিকে ঋগ্বেদ সংহিতা বলে। ঋক্গুলি বহুকালের দ্রব্য, এবং বহুকালাবধি ইহা দ্বারা প্রাচীন হিন্দুগণ যাগ যজ্ঞ নিরীহ করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন ঋষি ও ঋষিবংশীয়েরা বংশানুক্রমে ভিন্ন ভিন্ন ঋক্‌সমূহ কর্তৃক রচিত করিয়া রাখিতেন এবং যজ্ঞ ব্যবহার করিতেন। অবশেষে যখন ঋক্গুলি “সংহিতা” রূপে সংকলিত হইল তখন এক একাধি ঋষিবংশের ঋক্গুলি এক এক মণ্ডলে সন্নিবিষ্ট হইল। কেবল প্রথম ও শেষ মণ্ডলে অনেক ঋষির মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

এক একটি শ্লোকের নাম ঋক্। কয়েকটি ঋক্ দ্বারা কেবল দেবের যে একটি স্তুতি রচিত হয়, সেই স্তুতিটিকে সূক্ত বলে। অনেকগুলি সূক্ত এক এক মণ্ডলে সংকলিত হইয়াছে। এই মণ্ডলটি মণ্ডলে ঋগ্বেদসংহিতা সম্পূর্ণ।

ইহার মধ্যে প্রথম মণ্ডলে ১৯১টি সূক্ত আছে, এবং সেগুলি অনেক ঋষি দ্বারা রচিত বা দ্রষ্ট। ইহার মধ্যে দীর্ঘতম ও ত

পুত্রের ৩৬টি, অন্ধিরা বংশীয়দিগের ৩২টি, কণুবংশীয়দিগের ২৭টি, অগস্ত্যের ২৭টি, গোতম ও তৎপুত্রের ২৭টি, দিবোদাস পুত্র পুরু-
ক্ষেপের ১০টি, বিশ্বামিত্র পুত্র মধুচ্ছন্দার ১১টি, শক্তিপুত্র পরাশরের
৯টি, অজীগর্তের পুত্র শুনঃসেকের ৭টি, মরীচিপুত্র কশ্যপের ১টি,
এবং অন্যান্য কয়েকজন ঋষির এক একটি,—সর্বশুদ্ধ ১২১টি
হুক্ত ।

দ্বিতীয় মণ্ডলে ৪৬টি হুক্ত, ভৃগুবংশীয় গৃৎসমদ ও তৎবংশীয়গণ
ঋষি । তৃতীয় মণ্ডলে ৬২টি হুক্ত, বিশ্বামিত্র ও তৎবংশীয়গণ ঋষি ।
চতুর্থ মণ্ডলে ৫৭টি হুক্ত, বামদেব ও তৎবংশীয়গণ ঋষি । পঞ্চম
মণ্ডলে ৮৭টি হুক্ত, অত্রি ও তৎবংশীয়গণ ঋষি । ষষ্ঠ মণ্ডলে ৭৫টি
হুক্ত, ঋষি ভরদ্বাজ ও তৎবংশীয়গণ ।

বশিষ্ট ও তৎবংশীয়গণ সপ্তম মণ্ডলের ঋষি এবং ইহাতে ১০৪টি
হুক্ত আছে । কণু ও তৎবংশীয়গণ অষ্টম মণ্ডলের ঋষি এবং
ইহাতে ১০টি হুক্ত আছে, কিন্তু ইহার মধ্যে ১১টিকে বালখিল্য
হুক্ত কহে । এই ১১টি অন্ত্র হুক্তের গ্রায় প্রাচীন কি না সে
বিষয়ে সন্দেহ আছে, এবং পণ্ডিতপ্রবর সায়ণাচার্য্য সমস্ত ঋগ্বে-
দের টীকা লিখিয়াছেন কিন্তু এই ১১টি হুক্তের টীকা লেখেন নাই ।
নবম মণ্ডলটি অন্যান্য মণ্ডলের গ্রায় নহে । অন্যান্য মণ্ডলে ভিন্ন
ভিন্ন হুক্তে অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেব আহত হইয়াছেন,
নবম মণ্ডলে ১১৪ টি হুক্ত, সকল গুলিরই দেবতা সোম । ফলতঃ
ঋগ্বেদ সংহিতার এই নবম মণ্ডলের সহিত সামবেদ সংহিতার
মনেক সামঞ্জস্য দেখা যায় ।

দশম মণ্ডলে প্রথম মণ্ডলের জ্ঞান অনেক ঋষির স্মৃতি আছে এবং সর্বশুদ্ধ ১৯১টি স্মৃতি । কিন্তু এই দশম মণ্ডলের সকল স্মৃতির ঋষি দিগের প্রকৃত নাম পাওয়া যায় না, দেবতা দিগকে স্মৃতির ঋষি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । এই দশম মণ্ডলের অনেকগুলি স্মৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া বোধ হয় এবং ইহার সহিত অথর্ব বেদসংহিতার অনেক সামঞ্জস্য দেখা যায় ।

যে সকল প্রাতঃস্মরণীয় ঋষিগণ ঋগ্বেদের সহস্রাধিক স্মৃতি কণ্ঠস্থ করিয়া পুরুষানুক্রমে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট সমস্ত হিন্দুজাতি কতদূর পর্য্যন্ত ঋণী ! তাঁহাদের বক্তৃতা, তাঁহাদের অসাধারণ ধীশক্তি ও অধ্যবসায় ও তাঁহাদের প্রগাঢ় ধর্মভক্তি বশতঃ অস্ত্র আমরা এই জগতে অতুল্য রত্নের অধিকারী । আর্য্যজগতের প্রথম গ্রন্থ, প্রথম ধর্মশিক্ষা, প্রথম সভ্যতার রত্নময় ফল আমাদের পৈতৃক ধন ।

প্রাচীন গ্রন্থগুলি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যাপক ও ছাত্রগণ বহু শতাব্দি অবধি কণ্ঠস্থ করিয়া বাধিতেন । কালক্রমে গ্রন্থগুলিতে কিছু কিছু পার্থক্য ঘটিত, অর্থাৎ এক প্রদেশে প্রচলিত গ্রন্থের সহিত অন্য প্রদেশে প্রচলিত সেই গ্রন্থের তুলনা করিলে, শব্দ-বা অক্ষরে সামান্য বিভিন্নতা লক্ষিত হইত । এইরূপে বৈদিকগ্রন্থগুলির ভিন্ন ভিন্ন শাখার উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু প্রায়ই সেই শাখা সমূহের মধ্যে বিভিন্নতা অতি সামান্য ।

যে ঋগ্বেদখানি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা শাকলদিগের

শাখা। ভিন্ন ভিন্ন ঋষিদিগের সূক্তগুলি ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলরূপে যে
সঙ্কলিত হইয়াছে সে আজ কালের কথা নহে। জনশ্রুতি আছে
যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদগুলি এইরূপে সঙ্কলন করিয়া
ছিলেন। ফলতঃ যে কালে কুরু ও পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও ষাটব
প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত জাতিগণ গঙ্গা ও যমুনার উপকূলে
নিজ নিজ রাজ্যবিস্তার করিয়া বাস করিতেন, সেই প্রাচীন
কালেই ঋগ্বেদের সঙ্কলন কার্য্য সমাধা হইয়াছিল এরূপ অনুমিত
হইতে পারে। ঐতরের আরণ্যক নামক প্রাচীন গ্রন্থে ঋগ্বেদের
মণ্ডল ও ঋষিগুলির নাম যথাক্রমে লিখিত আছে। আখ্যায়ন
এবং শাঙ্খায়নের প্রাচীন গৃহ সূত্রেও ইহার উল্লেখ পাওয়া
যায়।

ঋগ্বেদের প্রাচীনত্বের আর একটি কথা বলি। শৌনকের
নাম সকলেই জানেন। জন্মেজয়ের নিকট বৈশম্পায়ন দ্বারা যে
মহাভারত কথিত হইয়াছিল, বৈশম্পায়নের পুত্র সৌতি দ্বারা সেই
মহাভারত নৈমিষারণ্যে শৌনকের মহাযজ্ঞে পুনরায় কথিত
হইয়াছিল। সেই শৌনক বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন ঋষি ঋগ্বেদের
একখানি অনুক্রমণী লিখিয়াছেন তাহাতে প্রত্যেক সূক্তের ছন্দঃ,
দেবতা এবং ঋষির নাম উক্ত হইয়াছে। এবং এই প্রাচীন
কালেই ঋগ্বেদ সংহিতার প্রত্যেক শ্লোক, প্রত্যেক শব্দ, প্রত্যেক
অক্ষর গণনা করিয়া স্থির করা হইয়াছিল। শব্দের সংখ্যা ১,৫৩,
৮২৩, অক্ষরের সংখ্যা ৪৩২০,০০! তবে যদি এই প্রাচীন
কালেই গঙ্গা ও যমুনা তীরে ঋগ্বেদের সংকলন কার্য্য শেষ হইয়া

ধাকে, তবে তাহারও কত পূর্বে কত শতাব্দিতে সিদ্ধ ও সরস্বতী-
তীরে ঋগ্বেদের সহস্রাধিক সূক্তগুলি একে একে রচিত হইয়া-
ছিল তাহা বলা হুঃসাধ্য। প্রথম আর্ষাগণ সিদ্ধ ও সরস্বতীতীরে
আকাশ ও সূর্য্য ও অন্তরীক্ষের দিকে চাহিয়া যে ধর্ম্মজ্ঞান, যে
ঈশ্বর জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন সেই ধর্ম্মজ্ঞান, সেই ঈশ্বর
জ্ঞানই অতাবধি হিন্দুধর্ম্মের মূলস্বরূপ। সেই ঈশ্বরজ্ঞান ও ধর্ম্ম
জ্ঞান কিরূপ তাহা পাঠকগণ ঋগ্বেদের সূক্তগুলি ভক্তি ও যত্নের
সহিত পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন। আমরা ভিন্ন ভিন্ন
মণ্ডল হইতে ৪০টি সূক্ত (মূল ও অনুবাদ) এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট
করিলাম। পাঠক মাঝেই ঐ প্রাচীন সূক্তগুলি পাঠ করিয়া
নিজে নিজেই প্রাচীন ধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহণ করিবেন; সুতরাং বেদের
ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই।

তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে প্রাচীন হিন্দুগণ ঐশ কার্যা
ও ঐশ ক্রমতার ভিন্ন ভিন্ন বিকাশগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া
আহ্বান করিতে ভালবাসিতেন। কিন্তু সেই ঐশ কার্যা পর-
স্পার নিরন্তর ও প্রভু যে এক ও অদ্বিতীয়,—এ মহৎ কথা
প্রাচীন হিন্দুদিগের অবিদিত ছিল না। দশম মণ্ডলের, ৮২ সূক্তের
তৃতীয় ঋক্টি উদাহরণস্বরূপ এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

“যিনি আমাদের পিতা ও জন্মদাতা, যিনি বিধাতা,

“যিনি বিশ্বজগতের সকল ধাম অবগত আছেন,

“যিনি অনেক দেবের নাম ধারণ করিলেও এক ও অদ্বিতীয়,

এই বিশ্বভুবন তঁহাকেই জানিতে উৎসুক।”

বিশ্বজগদ্ব্যাপী এক ও অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে বিশ্বাস হিন্দু ধর্মের মূলস্বরূপ,—সেই মহৎ বিশ্বাসের মূল ও ইৎপত্তি এই ঋগ্বেদের সূক্তগুলিতে লক্ষিত হইবে ।

সামবেদ সংহিতা ।

প্রাচীন রীতি অনুসারে বজ্র সম্পাদনার্থ কোন কোন ঋক্ কেবল উচ্চারিত না হইয়া গীত হইত । এই গীত ঋক্গুলির সমষ্টিকে সামবেদসংহিতা বলে । ঋক্গুলি নূতন নহে ; সামবেদ সংহিতার প্রায় সমস্ত ঋক্গুলিই ঋগ্বেদসংহিতায় পাওয়া যায় । সুতরাং ঋগ্বেদ হইতে বেরূপ কয়েকটি সূক্ত উদ্ধৃত করা হইয়াছে, নান বেদ হইতে কোন সূক্ত উদ্ধৃত করিবার আবশ্যকতা নাই । নান বেদের বিশেষত্ব কেবল এই যে গীত ঋক্গুলি পৃথক করিয়া সঙ্কলিত হইয়া একটি সংহিতাবদ্ধ হইয়াছে ।

সামগাচার্য্য শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় বলেন,—সাম বেদের ত্রয়োদশটি মাত্র শাখার নাম অবগত হওয়া যায় । অধ্যাপকভেদে ও দেশ কালভেদে গ্রন্থের পাঠভেদ ও উচ্চারণভেদ জন্মে, এবং ইহাই ঐরূপ শাখাভেদের একমাত্র কারণ । প্রায় সকল শাখাতে একই মন্ত্র আছে, কোন কোন শাখায় মন্ত্রসংখ্যার কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক্যও আছে ।

সামবেদের ত্রয়োদশ শাখার মধ্যে কোথুমী শাখা কাশী, কাশ্মীর, গুজর ও বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে, এবং পণ্ডিতপ্রবর সায়ণাচার্য্য এই শাখারই টীকা করিয়া গিয়াছেন। রাণায়ণী শাখা দ্রাবিড়ে প্রচলিত আছে; ও অত্ৰাত্ত একাদশটি শাখা এক্ষণে দেখা যায় না।

সামবেদের কোথুমী শাখার সংহিতা দুই ভাগে বিভক্ত। ঋক্গুলিকে “আচ্চিক” বলে এবং সেই ঋত্মূলক গীতগুলিকে “গান” বলে।

আচ্চিক তিনটি। “ছন্দ” আচ্চিকে যে ঋক্গুলি আছে “গেয়” গানে সেই ঋত্মূলক গীতগুলি আছে। ফলতঃ ছন্দঃ আচ্চিকে যে ঋকের পর যে ঋক্টি আছে, গেয় গানে সেই ঋত্মূলক গানের পর সেই ঋত্মূলক গানটি আছে।

“অরণ্যক” আচ্চিকে যে ঋক্গুলি আছে, তন্মূলক গানগুলি “অরণ্য” গানে আছে, তবে ক্রমান্বয়ে সাজান নাই। এবং অরণ্যগানে কতকগুলি গান আছে যাহার মূল ঋক্ অরণ্যক আচ্চিকে নাই।

এইরূপে “উত্তরা” আচ্চিকে যে ঋক্গুলি আছে, তন্মূলক গানগুলি “উহ ও উহ” গানে পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলিও ঋকের ক্রমানুসারে সন্নিবিষ্ট হয় নাই।

যজুর্বেদসংহিতা ।

ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠানে যে বিশেষ মন্ত্রগুলি আবশ্যক হয় ও যে নিয়ম পালন করিতে হয় তাহারই সমষ্টিকে যজুর্বেদ সংহিতা বলে। ঋগ্বেদ পত্র গ্রন্থ; যজুর্বেদ গণ্ড গ্রন্থ। যজুর্বেদে যজ্ঞ সম্পাদনের বিধানগুলি অর্থাৎ কোন্ মন্ত্রের সহিত কোন্ ক্রিয়ার পর কোন্ ক্রিয়াটি সম্পাদন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হয়, তাহারই বিধান দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন ঋষিগণ যে স্তুতি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলে সঙ্কলিত হইয়া ঋগ্বেদসংহিতা দশ মণ্ডলে বিভক্ত হইয়াছে। যজুর্বেদের বিভাগ-গুলি কেবল ক্রিয়ানুলক; ইহার ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞক্রিয়ার মন্ত্র ও বিধান সংগৃহীত হইয়াছে।

যজুর্বেদের অনেক শাখা, তাহার মধ্যে ছয়টি কৃষ্ণ যজুর্বেদ ও অবশিষ্ট শুক্ল যজুর্বেদ। কৃষ্ণ যজুর্বেদ সংহিতাকে তৈত্তিরীয় সংহিতাও বলে, এবং কোন কোন তৈত্তিরীয় সংহিতায় ধৃতরাষ্ট্র ও পাক্ষালগণ ও কোন্ত্যয়গণের কথাই উল্লেখ আছে। অনেকে অনুমান করেন, প্রাচীন কুরু ও পাক্ষাল ও পাণ্ডবগণের মধ্যে কৃষ্ণ যজুর্বেদই প্রচলিত ছিল, এবং মিথিলাতে শুক্ল যজুর্বেদের প্রচলন হয়। কৃষ্ণ যজুর্বেদে মন্ত্রগুলি এবং সেই মন্ত্র সম্বন্ধীয় অর্থমীমাংসা অর্থাৎ “ব্রাহ্মণ” গুলি, অতিশয় বিমিশ্রভাবে সন্নিবিষ্ট আছে। কথিত আছে যে মিথিলা দেশের জনক রাজার রাজপুরোহিত যাজ্ঞবল্ক্য বাজসনেয় সেই মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ বিজড়িত

যজুর্বেদের পুনঃ সঙ্কলন সাধন করিয়াছিলেন । তিনি মন্ত্রগুলিকে পৃথক্ করিয়া গুরু যজুর্বেদ সংহিতারূপে সঙ্কলিত করিলেন এবং ব্রাহ্মণগুলি ক্রমে বিস্তৃতিলাভ করিয়া “শতপথ ব্রাহ্মণ” নামক গ্রন্থ হইল । এই মহৎ কার্য যাজ্ঞবল্ক্য একাকী সম্পাদন করেন নাই । ফলতঃ তাঁহার সপ্তদশ শিষ্যের অধ্যাপনভেদে গুরু যজুর্বেদের সপ্তদশ শাখা হইরাছে, সে সকল গুলিকেই বাজসনেয়ী সংহিতা কহে ।

বাজসনেয়ী সংহিতার শাখাগুলির মধ্যে মাধ্যন্দিনী শাখাই বিশেষ প্রচলিত এবং মহীধর প্রভৃতি ভাষ্যকারেরা এই শাখারই টীকা লিখিয়াছেন । এই শাখার সংহিতা সম্বন্ধে আমরা দুই চারিটি কথা বলিলেই পাঠক যজুর্বেদ কি, তাহা কতকটা বুঝিতে পারিবেন ।

মাধ্যন্দিনী শাখা ৪০ অধ্যায়ে বিভক্ত । প্রথম অধ্যায়ে দর্শ-পূর্ণমাস অর্থাৎ প্রতিপদ তিথিতে সম্পাদনীয় দর্শ-বাগের কথা আছে । দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষাংশে পিণ্ড পিতৃষজ্ঞের কথা আছে । বৈদিক যজ্ঞ সমূহের মধ্যে কেবল এইটি হিন্দুদিগের মধ্যে এখনও সাধারণতঃ প্রচলিত আছে ।

তৃতীয় অধ্যায়ে অগ্নিহোত্র অর্থাৎ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সম্পাদনীয় হোমের কথা আছে, এবং এই অগ্নিহোত্রের বিবরণেই প্রসিদ্ধ গায়ত্রীমন্ত্র (ঋগ্বেদ ৩৬২।১০) সন্নিবিষ্ট আছে । এই অধ্যায়ে চাতুর্মাশ্র যজ্ঞেরও বিবরণ আছে ।

চতুর্থ হইতে অষ্টম অধ্যায়ে অগ্নিষ্টোমের বিধান আছে । নবম অধ্যায়ে রাজসূয়, দশম অধ্যায়ে সৌত্রামণী এবং একাদশ

হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়ে অগ্নিচয়নের কথা আছে। এই অগ্নি-
চয়ন ক্রিয়াটি প্রাচীন হিন্দুদিগের জীবনের একটি প্রধান ঘটনা
ছিল। যুবকগণ অধ্যয়ন শেষ করিয়া এবং উদ্বাহ করিয়া যখন
গৃহস্থাপ্রমে প্রবেশ করিতেন তখন যে অগ্নি আধান করিতেন
সেই অগ্নি চিরকাল প্রজ্বলিত থাকিত এবং তাহাতেই গৃহস্থদিগের
সম্পাদনীয় যজ্ঞানুষ্ঠান নিষ্পন্ন হইত।

কোন কোন পণ্ডিতগণের মতে, শুক্ল যজুর্বেদের পূর্বোন্নি-
খিত অষ্টাদশ অধ্যায়ই প্রাচীনতম অংশ, এবং এই অষ্টাদশ
অধ্যায়ের মন্ত্রগুলি কৃষ্ণ যজুর্বেদেও পাওয়া যায়। উনবিংশ
অধ্যায় হইতে “পরিশিষ্ট” আরম্ভ হইয়াছে। দ্বাবিংশ হইতে
পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে অশ্বমেধযজ্ঞের বিধান আছে। ষড়্‌বিংশ হইতে
চত্বারিংশ অধ্যায়গুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং এ গুলিকে
“খিল” অংশ কহে। ইহাতে পূর্বোক্ত যজ্ঞাদির পরিশিষ্ট বিবরণ
পাওয়া যায়, এবং পুরুষমেধ, সর্ষমেধ এবং পিতৃমেধের বিবরণ
পাওয়া যায়।

পাঠক এক্ষণে বুঝিতে পারিবেন যে নানাবিধ যজ্ঞ সম্পাদনই
প্রাচীন হিন্দুদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান ছিল। এবং হিন্দুগণ নানাশাস্ত্রে
যে ক্রমশঃ উন্নতি ও জ্ঞানলাভ করেন তাহাও যজ্ঞানুষ্ঠান মূলক।
যজ্ঞ সম্পাদনার্থ সূর্য্য, চন্দ্র বা নক্ষত্রের গতি দর্শন করিয়া তাঁহারা
জ্যোতিষ শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করেন। যজ্ঞে বিত্ত্বরূপে মন্ত্র উচ্চা-
রণ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা যে নিয়ম গুলির আলোচনা করিতে
লাগিলেন তাহা হইতে ‘দেববিদ্যা’, ‘ব্রহ্মবিদ্যা’ এবং ব্যাকরণের

উৎপত্তি । এবং যজ্ঞ সম্পাদনার্থ যে চিতি প্রস্তুত করিবার
আবশ্যক হইত তাহারই নিয়ম সমূহ হইতে জগতে জ্যামিতি
শাস্ত্রের উৎপত্তি ।

নানা দেবের যজ্ঞ সম্পাদনে ব্যাপৃত থাকিয়াও হিন্দুগণ সেই
দেবসমূহের একত্ব বিস্মৃত হয়েন নাই । গুরু যজুর্বেদের চত্বা-
রিংশ অধ্যায়টি উপনিষদ্, ইহাকে ঈশা উপনিষদ্ কহে । এইরূপ
উপনিষদন্তর্গত আত্মা ও পরমাত্মার তত্ত্ব হইতে প্রাচীন হিন্দুগণ
ক্রমশঃ দর্শন শাস্ত্রে প্রতিপত্তি লাভ করিলেন ।

অথর্ববেদ সংহিতা ।

ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ হইতে অথর্ববেদ কতকটা স্বতন্ত্র । যে
সকল যাগ যজ্ঞাদিতে ঋক্, সাম ও যজুর্বেদের মন্ত্র আবশ্যক হয়
তাহাতে অথর্ববেদের মন্ত্র ব্যবহার্য্য নহে । পক্ষান্তরে অথর্ব-
বেদের যাগানুষ্ঠানে অথর্ববেদেরই মন্ত্র আবশ্যক, ঋক্ সাম ও
যজুর্বেদের মন্ত্র ব্যবহার্য্য নহে । প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীমত্যা-
ব্রত সামশ্রমী মহাশয় বলেন,—সাধারণ যাগ যজ্ঞের মন্ত্রগুলি মহর্ষি
আদি—বেদবাস কর্তৃক ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিন ভাগে সঙ্কলিত
হইয়াছে, এবং অবশিষ্ট, যাহাতে ঐহিকফলপ্রদ শক্রমারণাদির
উপযোগী যজ্ঞাদির মন্ত্রগুলি আছে, উহা সোম যজ্ঞাদিতে অব্যব-
হাৰ্য্য হেতুক ‘অথর্ব’ নাম পাইয়াছে ; অথবা অগ্নিরোবংশীয়

অথর্ক্সা ঋষিই বেদমন্ত্র সমূহের এই শ্রেণী বিভাগ কার্য্য দ্বারা ‘বাস’ পদবী লাভ করিয়াছিলেন, এবং এই মন্ত্রগুলি তাঁহার স্বনামেই অর্থাৎ ‘অথর্ক্স’ নামেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে ।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে অথর্ক্সবেদ সংহিতা অত্র তিনটি সংহিতা হইতে আধুনিক সময়ে সংকলিত । ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদ্ প্রভৃতি অনেক প্রাচীন গ্রন্থের অনেক স্থলে * কেবল ঋক্ সাম ও যজুর্বেদের উল্লেখ আছে, বেদের মধ্যে অথর্ক্সবেদের উল্লেখ নাই বরং ইতিহাস পুরাণের সহিত তাহার উল্লেখ আছে । এবং প্রাচীন ধর্ম্মসূত্রসমূহ ও মনু-সংহিতা† প্রভৃতি গ্রন্থের অনেক স্থলে কেবল তিন বেদের নাম ও উল্লেখ পাওয়া যায় ।

সামশ্রমী মহাশয়ের মতে, ঐ ঐ গ্রন্থ সমূহেও অথর্ক্সের অস্তিত্ব সূচিত আছে ; এবং তত্ত্বৎস্থানে ব্যবহৃত ঋক্, যজুঃ ও সাম শব্দগুলি সংহিতাবোধক নহে ; প্রভূত পত্র, গগ্ন ও গীতি-রূপ ত্রিবিধ রচনায় রচিত মন্ত্র সমূহের বোধক ।

সে যাহা হউক অথর্ক্সবেদের যজ্ঞ ও মন্ত্রগুলি অত্র বেদ হইতে ভিন্ন প্রকার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । শত্ৰুহিংসাই অনেক

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৫।৩২

শতপথ ব্রাহ্মণ ৪।৬।৭।১৩

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ১।৫।৫

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৩।১ এবং ৭।১

ইত্যাদি ।

+ গৌতম ১৬।২।১

বসিষ্ঠ ১৩।৩০

যোধ্যায়ন ৪।৫।২৯

মনুসংহিতা ৩।১৪৫ ;

৪।১২৪ ; ১১।২৬৩ ; ১২।১১২

ইত্যাদি ।

মন্ত্রের উদ্দেশ্য, এবং পীড়া বা হিংস্রক জন্তু বা অভিসম্পাত বা দুর্দৈব হইতে পরিভ্রাণ পাওয়াই অনেক মন্ত্রের অভিপ্রায় ।

অথর্ববেদে ২০টী কাণ্ড আছে। প্রতি কাণ্ডে সূক্তের সংখ্যা প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথম	কাণ্ডে	৩৫	সূক্ত	একাদশ	কাণ্ডে	১০	সূক্ত
দ্বিতীয়	„	৩৬	„	দ্বাদশ	„	৫	„
তৃতীয়	„	৩১	„	ত্রয়োদশ	„	৪	„
চতুর্থ	„	৪০	„	চতুর্দশ	„	২	„
পঞ্চম	„	৩১	„	পঞ্চদশ	„	১৮	„
ষষ্ঠ	„	১৪২	„	ষোড়শ	„	৯	„
সপ্তম	„	১১৮	„	সপ্তদশ	„	১	„
অষ্টম	„	১০	„	অষ্টাদশ	„	৪	„
নবম	„	১০	„	উনবিংশ	„	৭২	„
দশম	„	১০	„	বিংশ	„	১৪৩	„

ইহার মধ্যে উনবিংশ কাণ্ডটী অগ্রাগ্র কাণ্ডের পরিশিষ্টস্বরূপ ; এবং বিংশ কাণ্ড প্রায়ই ঋগ্বেদ হইতে উদ্ধৃত সূক্তে পরিপূর্ণ।

অথর্ব বেদের অল্প অংশ গল্প, অধিকাংশই পণ্ড। ঋগ্বেদের যে যে সূক্ত অথর্ববেদে দেখা যায় তাহার অধিকাংশই ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সূক্ত। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সহিত অথর্ব বেদের অনেকটা মৌসাদৃশ্য আছে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

(শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের হিন্দুশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত)

বেদসংহিতা ।

ঋগ্বেদসংহিতা ।

প্রথমং মণ্ডলং ।

॥ ১ ॥

মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্রঃ ॥ অগ্নিঃ ॥ গায়ত্রী ॥

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞশ্চ দেবমৃষিজং ।

হোতারং ব্রত্ৰধাতমং ॥ ১ ॥

অগ্নিঃ পূর্বেভির্ষাষিভিরীড়্যো নূতনৈকৃতঃ

স দেবো এহ বক্ষতি ॥ ২ ॥

অগ্নিনা ব্রহ্মমগ্নবৎ পোষমেব দিবেদিবে ।

যশসং বীরবত্তমং ॥ ৩ ॥

অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি ।

স ইন্দ্রেবেষু গচ্ছতি ॥ ৪ ॥

অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ ।

দেবো দেবেভিরা গমৎ ॥ ৫ ॥

যদংগ দাশুযে ত্রমগ্নে ভজং করিষ্যসি ।

তবেত্তৎসত্যমংগিরঃ ॥ ৬ ॥

উপ ত্বাং দিবে দিবে দোষাবস্তুর্ধিয়া বয়ং ।

নমো ভবন্ত এমসি ॥ ৭ ॥

রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্ত দীদিবিং ।

বর্ধমানং স্বে দমে ॥ ৮ ॥

স নঃ পিতেব স্নবেহগ্নেস্পায়নো ভব ।

সচশ্বা নঃ স্বস্তয়ে ॥ ৯ ॥

॥ ৭ ॥

মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্রঃ ॥ ইন্দ্রঃ ॥ গায়ত্রী ॥

ইন্দ্রমিদ্রাধিনো বৃহদিংদ্রমর্কেভিরকিণঃ ।

ইন্দ্রং বাণীন্ননুষত ॥ ১ ॥

ইন্দ্র ইক্কথোঃ স চা সংমিশ্র আ বচোগুজা ।

ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

ইন্দ্রো দীর্ঘায় চক্ষস আ সূর্য্যং রোহিত্যদিবি ।

বি গোভিরৈদ্রিমৈরয়ং ॥ ৩ ॥

ইন্দ্র বাজেষু নোহিব সহস্রপ্রধনেষু চ ।

উগ্র উগ্রাভিরুতিভিঃ ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রং বয়ং মহাধন ইন্দ্রমর্ভে হবামহে ।

যুজং বৃত্তেষু বজ্রিণং ॥ ৫ ॥

স নো বৃষন্নমুং চকুং সত্রাদাবন্নপা বৃধি ।

অস্মভ্যমপ্রতিকুতঃ ॥ ৬ ॥

তুংজে তুংজে য উত্তরে স্তোমা ইন্দ্রস্ত বজ্রিণঃ ।

নবিংধে অস্ত্র স্তুষ্টুতিং ॥ ৭ ॥

বুধা যুধেব বৎসগঃ কৃষ্টীরিষতোজস্মা ।

ঈশানো অপ্রতিকুতঃ ॥ ৮ ॥

য একশ্চৰ্ব্বণীনাং বহুনা মিরজ্যতি ।

ইন্দ্রঃ পঞ্চ ক্ষিতীনাং ॥ ৯ ॥

ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি হবামহে জনেভাঃ ।

অস্মাকমন্তু কেবলঃ ॥ ১০ ॥

॥ ১৮ ॥

মেধাতিথিঃ কাণ্ডঃ । ১—৩ ব্রহ্মণস্পতিঃ । ৪ ব্রহ্মণ-

স্পতিরিন্দ্রশ্চ সোমশ্চ । ৫ ব্রহ্মণস্পতির্দক্ষিণাচ ।

৬—৮ সদসদস্পতি । ৯ সদসস্পতি

নরাশংস বা ॥ গায়ত্রী ॥

সোমানং স্বরণং কুণ্ঠি ব্রহ্মণস্পতে ।

কক্ষাবংতং ন ঔশিজঃ ॥ ১ ॥

নো রেবান্তো অমাবহা বহুবিন্ধুপুষ্টিবর্ধনঃ ।

স নঃ সিষন্তু যন্তরঃ ॥ ২ ॥

মা নঃ শংসো অরকনো ধৃতিঃ প্রগজ্জর্ত্যস্ত ।

ব্রহ্মাণো ব্রহ্মণস্পতে ॥ ৩ ॥

স যা বীরো ন রিয্যতি যমিংদ্রো ব্রহ্মণস্পতিঃ ।

সোমো হিনোতি মর্ত্যং ॥ ৪ ॥

ত্বং তং ব্রহ্মণস্পতে সোম ইন্দ্রশ্চ মর্ত্যং ।

দক্ষিণা পাত্ৰংহসঃ ॥ ৫ ॥

সদসম্পতি মদুতং প্রিয়মিন্দ্রস্ত কাম্যং ।

সনিং মেধামবাসিষং ॥ ৬ ॥

যস্মাদৃভে ন সিধাতি যজ্ঞো বিপশ্চিতশ্চন ।

স ধীনাং যোগমিযতি ॥ ৭ ॥

আদৃপ্রোতি হবিষ্কৃতিং প্রাংচং কৃণোত্যধ্বরং ।

হোত্রা দেবেষু গচ্ছতি ॥ ৮ ॥

নরাশংসং সুপৃষ্টমপশ্রং স প্রথন্তমং ।

দিবো ন সন্নমথসং ॥ ৯ ॥

॥ ২২ ॥

মেধাতিথিঃ কাণ্ডঃ ॥ ১—৪ অশ্বিনৌ । ৫—৮ সবিতা

৯—১০ অগ্নিঃ । ১১ দেব্যঃ । ১২ ইন্দ্রাণী

বরুণান্যায়্যঃ । ১৩; ১৪ দ্যাভা পৃথিব্যৌ ।

১৫ পৃথিবী-। ১৬ বিয়ুর্দেবা বা । •

১৭—২১ বিয়ুঃ ॥ গায়ত্রী ॥

প্রাতর্বর্জা বি বোধয়্যশ্বিনাবেহ গচ্ছতাং ।

অশ্র সোমশ্র পাতয়ে ॥ ১ ॥

যা সুরণা রথীতমোভা দেবা দিবিস্পৃশা ।

অশ্বিনা ভা হবামহে ॥ ২ ॥

যা বাং কশামধুমত্যশ্বিনা স্ননুতাবতী ।

তস্মা যজ্ঞং নির্মিক্রতং ॥ ৩ ॥

নহি বামস্তি দূরকে যত্রা রণেন গচ্ছথঃ ।

অশ্বিনা সোমিনো গৃহং ॥ ৪ ॥

হিরণ্যপাণি মূতয়ে সবিতারমূপ হবয়ে ।

স চেভা দেবতা পদং ॥ ৫ ॥

অপাং নপাতমবসে সবিতারমূপস্তহি ।

তস্ত ব্রতান্যশ্মসি ॥ ৬ ॥

বিভক্তারং হবামহে বসোশ্চিত্রস্ত রাধসঃ ।

সবিতারং নৃচক্ষসং ॥ ৭ ॥

সধায় আ নি বীদত সবিতা স্তোম্যো নু নঃ ।

দাতা রাধাংসি শুভতি ॥ ৮ ॥

অগ্নে পত্নীরিহা বহু দেবানামুণতীরূপ ।

ত্বষ্টারং সোমপীতয়ে ॥ ৯ ॥

আ গ্না অগ্ন ইহাবসে হোত্রাং যবিষ্ট ভারতীং ।

বরুজীং ধিবণাং বহু ॥ ১০ ॥

অভি নো দেবীরবসা মহঃ শর্মণা নৃপত্নীঃ ।

অচ্ছিন্নপত্নাঃ সচংতাং ॥ ১১ ॥

ইহেংদ্রাণীমূপ হবয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে ।

অগ্নায়ীং সোমপীতয়ে ॥ ১২ ॥

মহী ত্বোঃ পৃথিবী চ ন ইমং যজ্ঞং মিমিক্ততাং ।

পিপৃতাং নো ভরীমভিঃ ॥ ১৩ ॥

তয়োরিক্ত তবংপয়ো বিপ্রা রিহংতি ধীতিভিঃ ।

গংধর্কস্ত ঋবে পদে ॥ ১৪ ॥

শ্রোনা পৃথিবী ভবানৃক্ষরা নিবেশনী ।

যচ্ছা নঃ শর্ম সপ্রথঃ ॥ ১৫ ॥

অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণু বিচক্রমে ।

পৃথিব্যাঃ সপ্ত ধামভিঃ ॥ ১৬ ॥

ইদং বিষ্ণুবিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং ।

সমূলহমশ্ব পাংসুরে ॥ ১৭ ॥

ত্রীণি পদা বি চক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাত্যঃ ।

অতো ধর্মাণি ধারয়ন্ ॥ ১৮ ॥

বিষ্ণোঃ কর্মাণি পশুত যতো ব্রতানি পম্পশে ।

ইংদ্রশ্ব যুজ্যঃ সথা ॥ ১৯ ॥

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশুংতি সুরয়ঃ ।

দিবীব চক্ষুরাততং ॥ ২০ ॥

তদ্বিপ্রাসো বিপত্ত্ববো জাগৃবাংসঃ সমিৎধতে ।

বিষ্ণোর্যং পরমং পদং ॥ ২১ ॥

॥২৪ ॥

শুনঃশেপ আজীগতিঃ (কুত্রিমো বৈশ্বামিত্রো দেব-
রাতঃ) ॥ ১ প্রজাপতিঃ; ২ অগ্নিঃ; ৩—৫ সবিতা

ভগো বা; ৬—১৫ বরুণঃ। ১, ২, ৬—১৫

ত্রিষ্টুপ্; ৩—৫ গায়ত্রী ।

কশ্ব নূনং কতমশ্বামৃতানাং মনামহে চাক্র দেবশ্ব নাম ।

কো নো মহা অদিতয়ে পুনর্দাং পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ ॥ ১ ॥

অগ্নের্বয়ঃ প্রথমস্তান্নানং মনামহে চাক্রদেবস্ত নাম ।

স নো মহা অদিতয়ে পুনর্দাং পিতরং চ দৃশ্যং মাতরং চ ॥ ২ ॥

অভিত্বা দেব সবিতরীশানং বার্ষাণাং ।

সদাবন্ ভাগমীমহে ॥ ৩ ॥

যশ্চিদ্ধি ত ইথা ভগ শশমানঃ পুরা নিদঃ ।

অদ্বেষো হস্তয়োর্দধে ॥ ৪ ॥

ভগভক্তস্ত তে বয়মুদেশেম তবাবসা ।

মূর্দ্ধানং রাস্ত আরভে ॥ ৫ ॥

ন হি তে ক্ষত্রং ন সহো ন মন্যং বয়শ্চনামী পতয়ন্ত আপুঃ ।

নেমা আপো অনিমিষং চরং তীর্ন যে বাতস্ত প্রমিনংত্যভবং ॥ ৬ ॥

অবুধে রাজা বরুণো বনশ্চোধ্বং স্তূপং দদতে পূতদক্ষ ।

নীচানাঃ স্কুরপরি বৃদ্ধ এষামস্মৈ অংতর্নিহিতাঃ কেতবঃ স্তূঃ ॥ ৭ ॥

উকং হি রাজা বরুণশ্চকার সূর্য্যায় পংথামস্মৈতবা উ ।

অপদে পান্না প্রতিধাতবেহককৃতাপবক্তা হৃদয়াবধিশ্চিং ॥ ৮ ॥

শতং তে রাজন্ ভিবজঃ সহস্রমূর্বা গভীরা স্তুমতিষ্টে অস্ত ।

বাধস্ব দূরে নিঋতিং পরাটৈঃ কৃতং চিদেনঃ প্রমুম্ব্যাস্তং ॥ ৯ ॥

অমী য ঋক্ষা নিহিতাস উচ্চা নক্তং দদৃশ্রে কুহ চিদ্দিবেষু ।

অদকানি বরুণস্ত ব্রতানি বিচাকশচ্চংদ্রমা নক্তমেতি ॥ ১০ ॥

তত্ত্বা ষামি ব্রহ্মণা বন্দমানস্তদা শাস্তে যজমানো হবির্ভিঃ ।

অহেলমানো বরুণেহ বোধ্যুরুশংস মা ন আয়ুঃ প্র মোর্বাঃ ॥ ১১ ॥

তদিরক্তং তদ্দিবা মহ্যমাহস্তদয়ং কেতো হৃদ আ বি চষ্টে ।

সুনঃশেপো যমহৃদগৃভীতঃ সো অস্মান্নাজা বরুণো মুমোক্ত ॥ ১২ ॥

ଶୁନଃଶେପୋ ହୃଦ୍ବଦ୍ଭୀତଦ୍ବିଷାଦିତ୍ୟଃ ଡ୍ରୁପଦେଷୁ ବଢ଼ଃ ।

ଅବୈନଂ ରାଜା ବରୁଣଃ ସମ୍ବିଦ୍ୟାଦ୍ବିଷାଂ ଅଦକ୍ଠୋ ବିମୋକ୍ତୁଃ ପାଶାନ୍ ॥ ୧୦

ଅବ ତେ ହେଲୋ ବରୁଣ ନମୋଭିରବ ଯଜ୍ଞେଭିରୀମହେ ହବିର୍ଭିଃ ।

କ୍ଷୟନସ୍ତଭ୍ୟମସୁର ପ୍ରାଚେତା ରାଜୟେନାଂସି ଶିଶ୍ରୁଃ କୃତାନି ॥ ୧୧

ଉଦ୍ରତ୍ତମଂ ବରୁଣ ପାଶମସ୍ତଦବାଧମଂ ବି ମଧ୍ୟମଂ ଅଥାୟ ।

ଅଥା ବୟମାଦିତ୍ୟ ବ୍ରତେ ତବାନାଗସୋ ଅଦିତୟେ ହ୍ବାମ ॥ ୧୨

॥ ୧୫ ॥

ଶୁନଃଶେପ ଆଜୀଗର୍ତ୍ତିଃ । ବରୁଣଃ ॥ ଗାୟତ୍ରୀ ॥

ସଚ୍ଚିଦ୍ଧି ତେ ବିଶୋ ଯଥା ଓ ଦେବ ବରୁଣ ବ୍ରତଂ ।

ମିନୀମସି ଦ୍ବିଷାଦିବି ॥ ୧ ॥

ମା ନୋ ବଧାୟ ହତ୍ବେ ଜିହ୍ଵାଲାନସ୍ତ ରୀରଧଃ ।

ମା ଜ୍ଵାଳାନସ୍ତ ମତ୍ବେ ॥ ୨ ॥

ବିମୂଳୀକାସ୍ତେ ତେ ମନୋ ରଥୀରସ୍ତଂ ନ ସଂଦିତଂ ।

ଗୀର୍ତ୍ତି ବରୁଣ ସୀମାହି ॥ ୩ ॥

ପରା ହି ମେ ବିମତ୍ବଃ ପତଂତି ବସ୍ତୁ ଇଷ୍ଟୟେ ।

ବୟୋ ନ ବସତୀରୂପ ॥ ୪ ॥

କଦା କ୍ଷତ୍ରାଶ୍ରିୟଂ ନରମା ବରୁଣଂ କରାମହେ ।

ମୂଳୀକାୟୋରୁଚକ୍ଷସଂ ॥ ୫ ॥

ঋগ্বেদসংহিতা ।

তদিংসমানমাশাতে বেনংতা ন প্র বৃচ্ছতঃ ।

ধৃতব্রতায় দাণ্ডযে ॥ ৬ ॥

বেদা যো বীনাং পদমংত্রিরিঞ্চেণ পততাং ।

বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ ॥ ৭ ॥

বেদ নাসো ধৃতব্রতো দ্বাদশ প্রজাবতঃ ।

বেদা য উপজায়তে ॥ ৮ ॥

বেদ বাতস্ত নৰ্ত্তনিমুরোঋষশ্চ বৃহতঃ ।

বেদা যে অধ্যাসতে ॥ ৯ ॥

নি বসাদ ধৃতব্রতো বরুণঃ পশুত্যান্বা ।

সাত্ৰাজ্যায় স্ক্রতুঃ ॥ ১০ ॥

অতো বিশ্বাত্তদুতা চিকিৎসাঁ অভি পশুতি ।

কৃতানি যা চ কৰ্ভা ॥ ১১ ॥

স নো বিশ্বাহা স্ক্রতুরাদিত্যঃ স্পথ্য কৰৎ ।

প্র ৭ আয়ুংবি তারিষৎ ॥ ১২ ॥

বিভ্রদ্ভ্রাপিং হিরণ্যং বরুণো বস্ত নিণিজং ।

পরি স্পশো নি বেদিরে ॥ ১৩ ॥

ন যং দিপ্সতি দিপ্সবেং ন দ্রুহ্বাণো জননাং ।

ন দেবমভিমাভয়ঃ ॥ ১৪ ॥

উত যো নানুবেদা যশচ্চক্রে আসাম্যা ।

অস্মাকমুদরেদা ॥ ১৫ ॥

পরা মে যংতি ধীতয়ো গাবো ন গব্যতীরহু ।

ইচ্ছন্তীকরুচক্ষসং ॥ ১৬ ॥

সং হু বোচাবহৈ পুনর্যতো মে মধ্বাভূতং ।

হোতেব ক্ষদসে প্রিয়ং ॥ ১৭ ॥

দর্শং হু বিশ্বদর্শতং দর্শং রথমধি ক্ষমি ।

এতা জুবত মে গিরঃ ॥ ১৮ ॥

উমং মে বরুণ শ্রধী হবমগ্নাচ মূলয় ।

ত্বামবস্তুরা চকে ॥ ১৯ ॥

স্বং বিশ্বস্ত মেধির দিবশ্চ গ্নশ্চ রাজসি ।

স যামনি প্রতি শ্রধি ॥ ২০ ॥

উহুতমং মুমুক্তি নো বি পাশং মধ্যমং চূত ।

অবাধমানি জীবসে ॥ ২১ ॥

॥ ৩২ ॥

হিরণ্যস্তূপ আংগিরসঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ ত্রিষ্টূপ ॥

ইংদ্রস্ত নু বীৰ্য্যাণি প্র বোচংস্থানি চকার প্রথমানি বজ্রী ।

মহন্নহিমন্নপস্তুতর্দ প্র বক্ষণা অভিনং পর্বতানাং ॥ ১

মহন্নহিং পর্বতে শিশ্রিয়াণং ত্বষ্টাশ্চৈ বজ্রং স্বর্ঘ্য ততক্ষ ।

গাশ্রা ইব ধেনবঃ স্তংদমানা অংজঃ সমুদ্রমব জগ্মুরাপঃ ॥ ২

স্বায়মানোহবৃণীত সোমং ত্রিকদ্রকেষপিবং স্তুতস্ত ।

মা সায়কং মষবাদন্ত বজ্রমহন্নেনং প্রথমজামহীনাং ॥ ৩

দিংদ্রাহন্ প্রথমজামহীনামান্মায়িনামমিনাঃ প্রোত মাস্রাঃ ।

মাত স্বর্ঘ্য জনয়ন্ধ্যানুধাসং তাদীহ্না শক্রং ন কিল বিবিৎসে ॥ ৪

অহন্ বৃত্রং বৃত্রতরং বাংসমিন্দ্রো বজ্রেণ মহতা বধেন ।

স্বংধাসীব কুলিশেনা বিবৃক্ণাহিঃ শয়ত উপপৃক্ পৃথিবাঃ ॥ ৫

অযোদ্ধেব দুর্মদ আ হি জুহুবে মহাবীরং তুবিবাধমৃজীষং ।

নাতারীদশ্চ সমৃতিং বধানাং সং কুজানাঃ পিপিষ ইংদ্রশত্রুঃ ॥ ৬

অপাদহস্তো অপ্তত্বদিংদ্রমাশ্চ বজ্রমধি সানৌ জঘান ।

বৃক্কো বধিঃ প্রতিমানং বভূবন্ পুরুত্রা বৃত্রো অশয়দ্ব্যস্তঃ ॥ ৭

নদং ন ভিন্নমমুয়া শরানং মনো ক্রহাণা অতি যংত্যাপঃ ।

যাশ্চিদ্রৃত্রো মহিনা পর্যাতিষ্ঠিতাসামহিঃ পৎস্তুতঃশী বভূব ॥ ৮

নীচাবয়া অভবদ্ বৃত্রপুত্রোংদ্রো অশ্রা অব বধর্জভার ।

উত্তরা সুরধরঃ পুত্র আসৌদানুঃ শয়ে সহবৎসা ন ধেহুঃ ॥ ৯

অতিষ্ঠংতীনামনিবেশনানাং কাষ্ঠানাং মধ্যে নিহিতং শরীরং ।

বৃত্রশ্চ নিণাং বি চরংত্যাপো দীর্ঘং তম আশয়দিংদ্রশত্রুঃ ॥ ১০

দাসপত্নীরহিগোপা অতিষ্ঠন্নিকৃদ্ধা আপঃ পণিনেব গাবঃ ।

অপাং বিলমপিহিতং যদাসীদ্রৃত্রং জঘন্ অপ তদ্বার ॥ ১১

আশ্বো বারো অভবন্তদিংদ্র সৃকে যদ্বা প্রত্যাহন্দেব একঃ ।

অজমো গা অজয়ঃ শূর সোমমবাসৃজঃ সতর্বে সপ্তসিংধূন্ ॥ ১২

নাঐশ্ব বিজ্ঞান তত্ত্বতুঃ সিবেধ ন বাং মিহমকিরদ্বাত্রাছনিং চ ।

ইংদ্রশ্চ যদ্বাযুধাতে অহিষ্টোতাপরীভ্যো মঘবা বি জিগ্যো ॥ ১৩

অহের্ঘাতারং কমপশ্চ ইংদ্র হৃদি যন্তে জঘ্নুবো ভীরগচ্ছত্ ।

নব চ যগ্নবতিং চ শ্রবন্তী শ্বেনো ন ভীতো অতরো রজাংসি ॥ ১৪

ইংদ্রো যাতোহবসিতশ্চ রাজা শমশ্চ চ শৃংগিনো বজ্রবাহঃ ।

সেহু রাজা ক্ষয়তি চর্ষণীনামরান নেমিঃ পরি তা বভূব ॥ ১৫

॥ ৪২ ॥

কণ্ণো ঘোরঃ ॥ পৃষা ॥ গায়ত্রী ॥

সং পৃষন্নধ্বনস্তির ব্যংহো বিমুচো নপাত্ ।

সক্ষা দেব প্র গম্পুর ॥ ১

যো নঃ পৃষন্নযো বৃকো দুঃশেব আদিদেশতি ।

অপ স্ম তং পণো জহি ॥ ২

অপ ত্যং পরিপংখিনং মুষীবাণং হরশ্চিতং ।

দূরমধি ক্ষতেরজ ॥ ৩

ত্বং তস্ত দয়াবিনোহ ঘণংসস্ত কস্তচিৎ ।

পদাভি তিষ্ঠ তপুষিৎ ॥ ৪

আ তন্তে দস্ত মংতুমঃ পৃষন্নবো বৃণীমহে ।

যেন পিতৃনচোদয়ঃ ॥ ৫

অধা নো বিশ্বসৌভগ হিরণ্যবানীমন্তম ।

ধনানি সুষণা কৃধি ॥ ৬

অতি নঃ সশ্চতো নয় সৃগা নঃ স্পথা কৃণু ।

পৃষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ ॥ ৭

অভি সৃষবসং নয় ন নবজ্জারো অধ্বনে ।

পৃষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ ॥ ৮

শক্তি পৃধি প্র ষংসি চ শিশীহি প্রাস্ত্যদয়ঃ ।

পৃষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ ॥ ৯

ন পৃষণঃ মেথামসি স্তৈকৈরভি গৃণীমসি ।

বস্তুনি দস্মামীমহে ॥ ১০

॥ ৪৩ ॥

কণ্ণো ঘোরঃ ॥ ১,২,৪—৬ রুদ্রঃ । ৩ মিত্রাবরুণো ।

৭—৯ সোমঃ । ১—৮ গায়ত্রী ৯ । অনৃকুপ্ ।

করুদ্রায় প্রচেতসে মীড়্ভষ্টমার তবাসে ।

বোচেম শংতমং হৃদে ॥ ১ ॥

যথা নো অদিতিঃ করং পশ্বে নৃভ্যো যথা গবে ।

যথা তোকায় রুদ্রিয়ং ॥ ২ ॥

যথা নো মিত্রো বরুণো যথা রুদ্রশ্চিকৈততি ।

যথা বিশ্বে সজ্জোষসঃ ॥ ৩ ॥

গাথপতিং মেধপতিং রুদ্রং জলাষভেষজং ।

তচ্ছংযো স্তন্বমীমহে ॥ ৪ ॥

যঃ শুক্র ইব স্বর্গো হিরণ্যমিব রোচতে ।

শ্রেষ্ঠো দেবানাং বহুঃ ॥ ৫ ॥

শং নঃ করত্যর্বতে স্তন্বং মেঘায় মেঘ্যে ।

নৃভ্যো নারিভ্যো গবে ॥ ৬ ॥

অস্মৈ সোম শ্রিয়মধি নি ধেহি শতশ্চ নৃণাং ।

মহি শ্রবস্ত্ববিনৃম্ণঃ ॥ ৭ ॥

মা নঃ সোম পরিবোধো যারাতরো জুহুরংত ।

আ ন ইন্দো বাজ্রেভজ ॥ ৮ ॥

যাস্তে প্রজা অমৃতশ্চ পরশ্বিক্রামন্তশ্চ ।

মূর্ধা নাভা সোম যেন আভূষংতীঃ সোম বেদঃ ॥ ৯ ॥

॥ ৪৮ ॥

প্রক্ষণুঃ কানুঃ ॥ উষাঃ ॥ প্রাগাথং বাহিতং ॥

সহ বামেন ন উষো বাচ্ছা হৃহিতদিবঃ ।

সহ ছ্যেন্নে বৃহতা বিভাবরি রায়া দেবি দাস্বতী ॥ ১

অশ্বাবতী গোমতীর্বিষ্মস্ববিদো ভূরি চ্যবন্ত বস্তুবে ।

উদীরয় প্রতি মা স্ননুতা উষশ্চোদ রাধো মঘোনাং ॥ ২

উবাসোষা উচ্ছাচ্ছ নু দেবী জীরা রথানাং ।

যে অস্ত্রা আচরণেষু দধিরে সমুদ্রে ন শ্রবন্তবঃ ॥ ৩

উষো যে তে প্র যামেষু যুজতে মনো দানায় স্বরয়ঃ ।

অত্রাহ তংকণু এষাং কণুতমো নাম গৃণাতি নৃণাং ॥ ৪

আ ধা ঘোষেব স্ননসূষা যাতি প্রভুং জতী ।

অরয়ন্তী বৃজনং পদদীয়ত উৎ পাতয়তি পক্ষিণঃ ॥ ৫

বি যা সৃজতি সমনং ব্যথিনঃ পদং ন বেত্যোদতী ।

বয়ো নকিষ্টে পপ্তিবাংস আসতে ব্যাঠৌ বাজিনীবতৌ ॥ ৬

এষা যুক্ত পরাবতঃ সূর্যশ্চোদয়নাদধি ।

শতং রথেভিঃ স্তভগোষা ইয়ং বি যাত্যতি মানুষান্ ॥ ৭

বিশ্বমস্তা নানাম চক্ষসে জগজ্জ্যোতিষ্কণোতি স্ননরী ।

অপ দেষো মঘোনী হৃহিতা দিব উষা উচ্ছদপ শ্রিধঃ ॥ ৮

উষ আ ভাহি ভানুনা চন্দ্রেণ হৃহিতদিবঃ ।

আবহন্তী ভূর্যাস্বভ্যং সোভগং ব্যুচ্ছন্তী দিবিষ্টিষু ॥ ৯

বিশ্বস্ত হি প্রাগনং জীবনং যে বি যজুচ্ছসি স্ননরি ।

সা নো রথেন বৃহতা বিভাবরি শ্রুধি চিত্রামধে হব ।

উষো বাজং হি বৎস্ব যশ্চিত্রো মানুযে জনে ।

র্তেনা বহ স্ককতো অধ্বরী উপ যে স্বা গৃণংতি বহুরঃ ॥ ১১

বিশ্বান্দেবা আ বহ সেমেপীতয়েহংতবিক্কাদ্রবস্বং ।

সান্মাস্থ ধা গোমদশ্বাবজ্জক্যাস্থবো রাজ্যং সুবীৰ্যং ॥ ১২

যশ্চা ক্রশংতো অর্চয়ঃ প্রতি ভদ্রা অদৃক্ষত ।

সা নো রয়িং বিশ্ববারং সুপেশসমূষা দদাতু সৃগ্ম্যং ॥ ১৩

যে চিকি ত্বামৃষয়ঃ পূর্ব উতয়ে জুহুবেহবসে মহি ।

সা নঃ স্তোমা অভি গৃণৌহি রাধসোষঃ শুক্রেণ শোচিষা ॥ ১৪

উষো মদন্ত ভানুনা বি দ্বারাবৃণবো দিবঃ ।

প্র নো যচ্ছতাদবৃকং পৃথু ছর্দিঃ প্র দেবী গোমতীরিষঃ ॥ ১৫

সং নো রায়্যা বৃহতা বিশ্বপেশসা মিমিক্ষা সমিলাভিরা ।

সং ছায়েন বিশ্বতুরোষা মহি সৎ বাজৈর্বাজিনীবতি ॥ ১৬

॥ ১০৩ ॥

কুংস আংগিরসঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

তত্ত ইন্দ্ৰিয়ং পরমং পরাটৈরধারয়ন্ত কবয়ঃ পুরেদং ।

ঋমেদমশ্রদ্ধিবা শুদন্ত সমী পূচ্যতে সমনেব কেতুঃ ॥ ১

স ধারয়ং পৃথিবীং পপ্রথচ্চ বজ্রেণ হস্তা নিরপঃ সসর্জ ।

অহন্নহিমভিনদ্রৌহিণং বাহন্ বাংসং মঘবা শচীভিঃ ॥ ২

স জাতৃভর্মা শ্রদ্ধধান ওজঃ পুরো বিভিৎদন্নচরদ্বি দাসীঃ ।

বিদ্যাহজ্রিদ্ধশ্রবে হেতিমস্তাবং সহো বধর্যা ছ্যাম্মাংদ্র ॥ ৩

তদূচুবে মানুযেমা যুগানি কীর্তেজ্ঞ মঘবা নাম বিভ্রং ।

উপপ্রয়ন্দ্রহত্যায় বজ্রী বদ্ধ স্ননুঃ শ্রবসে নাম দধে ॥ ৪

তদশ্বেদং পশুভ্য ভূরি পুষ্টং শ্ৰদিংদ্রশ্ব ধন্তন বীৰ্য্যায় ।

স গা অবিংদং সো অবিংদদশ্বান্ংস ওষধীঃ সো অপঃস বনানি ॥ ৫

ভূরিকর্মণে বৃষভায় বৃক্ষে সত্যশুফায় সুনবাম সোমং ।

য আদৃতা পরিপংখীব শূরোহবজ্জনো বিভজয়েতি বেদঃ ॥ ৬

তদিংদ্র প্রেব বীৰ্য্য চকর্থ যৎসসংতং বজ্জেনাবোধয়োহহিং ।

অনু হ্রা পত্নীর্হৃষিতং বয়শ্চ বিশ্বে দেবাসো অমদন্নু হ্রা ॥ ৭

শুফং পিপ্রং কুয়ব বৃত্রমিংদ্র যদাবধীর্বি পুরঃ শংবরশ্ব ।

তন্নো মিত্রো বরুণো মামহংতানদিতিঃ সিংধুঃ পৃথিবী উত জ্যোঃ ॥ ৮

॥ ১৮৫ ॥

অগস্তাঃ ॥ দ্যাবাপৃথিব্যো ॥ ত্রিঋপু ॥

কতরা পূবা কতরা পরায়োঃ কথা জাতে কবয়ঃ কো বি বেদ ।

বিশ্বং ঘৃনা বিভ্রতো যদ্ধ নাম বি বর্ত্ততে অহনী চক্রিয়েব ॥ ১

ভূরিং দে অচরংতী চরংতং পদংতং গর্ভমপদী দধাতে ।

নিভাং ন স্ননুং পিত্রোরুপশ্বে ছাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্যুং ॥ ২

অনেহো দাত্রমদিভেরনবং হবে স্বর্বাদবধং নমস্বং ।

তদ্রোদসী জনয়তং জরিত্রে ছাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্যুং ॥ ৩

অতপ্যামানে অবসাবংতী অনু ষ্যাম রোদসী দেবপুত্রে ।

উভে দেবানানুভয়েভিরহাং ছাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্যুং ॥ ৪

সংগচ্ছামানে যুবতী সমংতে স্বসারা জামী পিত্রোরুপশ্বে ।

অতিজিঘ্রংতী ভূবনশ্চ নাভিঃ ছাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্যুং ॥ ৫

উর্বা সন্ধানী বৃহতী ঋতেন হবে দেবানামবসা জনিত্রী ।

ধর্মাতে যে অমৃতং সূপ্রতীকে ছাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্যুং ॥ ৬

উর্বা পৃথ্বী বহ্নে দূরে অংতে উপক্রবে নমসা যন্তে অশ্বিন্ ।
 দধাতে যে স্তভগে স্তপ্রতূর্তী ত্বাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্যং ॥ ৭
 দেবষা যচ্চকুমা কচ্চিদাগঃ সখায়ং বা সদমিজ্জাস্পতিং বা ।
 ইয়ং ধীর্ভূ যা অবযানমেবাং ত্বাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্যং ॥ ৮
 উভা শংসা নযা মামবিষ্টানুভে মামুতী অবসা সচেতাং ।
 ভূরি চিদর্ষঃ সূদাস্তরায়েষা মদংত ইযয়েম দেবাঃ ॥ ৯
 ঋতং দিবে তদবোচং পৃথিব্যা অভিশ্রাবায় প্রথমং স্তমেধাঃ ।
 পাতামবজাদু রিতাদভীকে পিতা মাতাচ রক্ষতামবোভিঃ ॥ ১০
 ইদং ত্বাবা পৃথিবী সত্যমস্ত পিতর্মাতর্বদিহোপক্রবে বাং ।
 ভূতং দেবানামবমে অবোভির্বিজামেষং বৃজনং জীরদানুং ॥ ১১

দ্বিতীয়ং মণ্ডলং ।

॥ ১২ ॥

গৃৎসমদঃ ॥ ইংদ্রঃ ত্রিষ্টুপ্ ॥

যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্কেবো দেবান্ ক্রতুনা পর্যভূষৎ ।
 যন্ত শুভ্রাদ্রোদসী অভ্যসেতাং নৃগন্ত মজা স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ১ ॥
 যঃ পৃথিবীং ব্যপমানামদৃহতঃ পর্বতান্ প্রকুপিতা অরম্গাং ।
 যো অংত্রিষ্ণুং বিমমে বরীযো যো ত্বামস্তভ্নাৎস জনাস ইংদ্রঃ ॥ ২ ॥
 যো ইজ্জাহিমরিণাং সপ্ত সিংধুতো গা উদাজদপধা বলন্ত ।
 যো অশ্বনোরংত্রিষ্ণুং জজান সংবৃক্সমংস্ত স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ৩ ॥

যেনেমা বিশ্বা চ্যবনা কৃতানি যো দাসং বর্ণমধরং শুভাকঃ ।
 স্বয়ীব যো জিগীবাং লক্ষ্যাদদর্ঘঃ পৃষ্ঠানি স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ৪ ॥
 যঃ স্মা পৃচ্ছংতি কূহ সেতি ঘোরমুতে মাহ্নৈনেষো অস্তীত্যেনং ।
 সো অর্ঘঃ পৃষ্ঠীর্বিজ্ঞ ইবামিনাতি শ্রদশ্চৈ ধত্ত স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ৫ ॥
 যো রথশ্চ চোদিতা যঃ কৃশশ্চ যো ব্রহ্মণো নাধমানশ্চ কৌরেঃ ।
 যুক্তগ্রাব্ণো যোহবিতা অশিগ্রাঃ স্ততসোমস্য স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ৬ ॥
 বস্ত্রাশ্বাসঃ প্রদিশি যশ্চ গাব যশ্চ গ্রামা যশ্চ বিশ্বে রথাসঃ ।
 যঃ সূর্য্যং য উষসং জজ্ঞান যো অপাংনেতা স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ৭ ॥
 যঃ ক্রন্দসী সংযতী হিহ্নয়েতে পরেহবর উতয়া অমিত্রাঃ ।
 সমানং চিদ্রথমাতস্থিবাংসা নানা হবেতে স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ৮ ॥
 যশ্মান্ন ঋতে বিজয়ংতে জনাসো যঃ যুধ্যামান্য অবসে হবংতে ।
 যো বিশ্বশ্চ প্রতিমানং বভূব যো অচ্যুতচ্যুৎস জনাস ইংদ্রঃ ॥ ৯ ॥
 যঃ শশ্বতো মছেনো দধাননমত্তনানাঙ্কুরী অঘান ।
 যঃ শর্ধতে নানু দদাতি সূধ্যাং যো দস্ত্রোহঁতা স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ১০ ॥
 যঃ শংবরং পর্বতেষু ক্ষিয়ংতং চস্তারিংস্তাং শরত্ত্ববিদং ।
 ওজায়মানং যো অহিং অঘান দানুং শয়ানং স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ১১ ॥
 যঃ সপ্তরশ্মির্বৃষতস্ত্বিগ্নানবাস্তজং সতর্বে সপ্ত সিংধূন ।
 যো রৌহিগমক্ষু রথজ্জবাহুর্দ্যামারোহংতং স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ১২ ॥
 স্ত্রাবা চিদশ্চৈ পৃথিবী নমেতে শুভ্রাচ্চিদশ্চ পর্বতা ভয়ংতে ।
 যঃ সোমপা নিচিতো বজ্রবাহুর্যো বজ্রহস্তঃ স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ১৩ ॥
 যঃ স্ত্বংতমবতি যঃ পচংতং যঃ শংসংতং যঃ শশমানমুতী ।
 যশ্চ ব্রহ্ম বর্ধনং যশ্চ সোমো যশ্চৈদং রাধঃ স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ১৪ ॥

যঃ সূর্যতে পচতে তুত্র আ চিহ্নাজং দর্দর্ষি স কিলাসি সত্যঃ ।

বয়ং ত ইংত্র বিশ্বহ প্রিয়াসঃ সূবীরাসো বিদথমা বদেম ॥ ১৫ ॥

॥ ২৮ ॥

কুর্মোগাৎসমদো গৃৎসমদো বা ॥ বরুণঃ ॥

ত্রিষ্টুপ্ ॥

ইদংকবেবাদিত্যস্ত স্বরাজো বিশ্বানি সাংত্যভ্যস্ত মহা ।

অতি যো মংত্রো যজ্ঞথায় দেবঃ সূকীতিং ভিক্ষে বরুণস্য ভূরেঃ ॥ ১ ॥

তব ব্রতে স্তভগাসঃ শ্রাম স্বাধ্যো বরুণ তুষ্টুবাংসঃ ।

উপায়ন উষসাং গোমতীনামগ্নয়ো ন জরমাণা অহুদ্যন্ ॥ ২ ॥

তব শ্রাম পুরুবীরস্য শর্মন্ পুরুশংসস্ত বরুণ প্রণেতঃ ।

যুয়ং নঃ পুত্রা অদিতেরদক্কা অতি ক্ষমধ্বং বুজ্যায় দেবাঃ ॥ ৩ ॥

প্র সীমাদিত্যো অস্বজদ্বিধর্তা ঋতং সিংধবো বরুণস্ত যংতি ।

ন শ্রাম্যংতি ন বি মুচংত্যোতে বয়ো ন পশু রঘুয়া পরিজুন্ ॥ ৪ ॥

বি মচ্ছুথায় রশনামিবাগ ঋধ্যাম তে বরুণ থামৃতস্ত ।

মা তং তুশ্ছেদি বয়তো ধিয়ংমে মা মাত্রা শার্ষপসঃ পুর ঋতোঃ ॥ ৫ ॥

আপো সূমাক্ষ বরুণ ভিয়সং মৎসম্ভ্রান্তাবোহু মা গৃভায় ।

দামেব বৎসাঈ মুমৃধ্যাংহো নহি অদারে নির্মিষশ্চ নেশে ॥ ৬ ॥

মা নো বর্ধৈর্বকণ মে ত ইষ্টাবেনঃ কৃণুতমসুর ভ্রীণংতি ।

মা জ্যোতিষঃ প্রবসথানি গন্ম বি যু মুধঃ শিশ্রথো জীবসে নঃ ॥ ৭ ॥

নমঃ পুরা তে বরুণোত নুনমুতাপরং ভূবিজাত ব্রবাম ।

ত্বে হি কং পর্বতে ন শ্রিতাশ্চ প্রচ্যুতানি হ্রলভ ব্রতানি ॥ ৮ ॥

পর শ্লগা সাবীরধ মংকৃতানি নাহং রাজানশ্চ কৃতেন ভোজং ।

অবুষ্ঠা ইন্নু ভূয়সীকষাম আ নো জাঁগাবরুণ তাস্ম শাধি ॥ ৯ ॥

যো মে রাজহ্বাজ্যো ধা সখা বা স্বপ্নে ভয়ং ভীরবে মহমাহ ।

স্তেনো বা যো দিম্বতি নো বৃকো বা স্বং তস্মাদবরুণ পাহস্মান্ ॥ ১০ ॥

নাহং মঘোনো বরুণ প্রিয়শ্চ ভূবিদাবু আ বিদং শৃনমাপেঃ ।

না রাধো রাজনংসুয়মাদব স্বাং বৃহব্দেম বিদথে স্রবীরাঃ ॥ ১১ ॥

॥ ৩২ ॥

গৃৎসমদঃ ॥ ১ দ্যাবা পৃথিব্যো । ২, ৩ ইন্দ্রস্তৃতা বা ।

৪, ৫ রাকান্ ৬, ৭ সিনীবালী । ৮ লিংগোক্ত

দেবতাঃ ॥ ১—৫ অজগতী । ৬—৮ অনুষ্ঠপ্ ॥

অশ্র মে ত্বা বা পৃথিবী ঋতায়তো ভূতমবিত্রী বচসঃ সিধাসতঃ ।

যয়োরায়ু প্রতরং তে ইদং পরং উপস্তুতে বহুসুবাং মহো দধে ॥ ১

মা নো গুহ্যরিপ আয়োরহন্দভন্মা ন আত্যো রীরধো হৃচ্চুনাভাঃ ।

মা নো বিযোঃ সখ্যা বিজ্জি তশ্চ নঃ স্ত্রায়তা মনসা তত্তেমহে ॥ ২ ॥

অহেলতা মনসা ক্রষ্টিমা বহু হানাত্যং ধেনুং পিপ্যুষীমসশ্চত্বং ।

পত্ন্যভিরাশ্চ বচসা চ বাজিনং স্বাং হিনোমি পুরুহুত বিশ্ব হা ॥ ৩

রাকামহং সুহবাং সুষ্টু তী হবে শৃণোতু নঃ সূতগা বোধতু অনা ।
 সীবাস্তপঃ সূচ্যচ্ছিত্তমানয়া দদাতু বীরং শতদায়মুক্তাং ॥ ৪
 যাস্তে রাকে সূমতয়ঃ সূপেশসো যাভি র্দদাসি দাগুষে বহ্নি ।
 তাভিনো অগ্ন সূমনা উপাগহি সহস্রপোষং সূভগে ররাণা ॥ ৫
 সিনীবালি পৃথুষ্টকে যা দেবানামসি স্বসা ।
 জুবশ্ব হবামাহতং প্রজাং দেবি দিদিচ্চি নঃ ॥ ৬
 যা সুবাহঃ স্রংগুরিঃ সুষূনা বহুস্ববরী ।
 তস্মৈ বিশ্পতৈর হবিঃ সিনীবাতৈা জুহোতন ॥ ৭
 যা গুংগূষা সিনীবালী যা রাকা যা সরস্বতী ।
 ইংদ্রাগীমহব উতয়ে বরুণানীং স্বস্তরে ॥ ৮

—০—

তৃতীয়ং মণ্ডলং ।

॥ ৪ ॥

বিশ্বামিত্রঃ ॥ ॥ আপ্রিয়ঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

সমিৎসমিৎসূমনা বোধ্যগ্নে গুচাগুচা সূমতিং রাসি বহঃ ।
 আ দেব দেবাত্তজথায় বক্ষি সখা সখীস্তু সূমনা যক্ষ্যগ্নে ॥ ১
 যং দেবাসঙ্গিরহন্ন্যযজংতে দিবেদেবে বরুণো মিত্রো অগ্নিঃ ।
 সেমং যজ্ঞং মধুমংতং কুধী নস্তনূনপাদ্ ঘৃতযোনিং বিধংতং ॥ ২

প্রদীধিতিবিস্ববায়াজিগ্ৰাতি হোতারমিলঃ প্রথমং যজ্ঞৈধো ।
 অচ্ছানমোভিবৃষভং বন্দধ্যে স দেবান্যক্ষদিষিতো যজ্ঞীয়ান্ ॥ ৩
 উর্জো বাং পাতুরক্ষরে অকাযুর্ধ্বা শোচীংষি প্রস্থিতা রজাংসি ।
 দিবো বা নাতা নাসাদি হোতা স্ত্রীমহি দেবব্যচা বি বহিঃ ॥ ৪
 সপ্ত হোত্রাণি মনসা বৃণানা ইযংতো বিস্বংপ্রতি যন্নৃতেন ।
 নৃপেশসো বিদথেনু প্র জাতা অভীমং যজ্ঞং বি চরংত পূর্বাঃ ॥ ৫
 অ ভংদমানে উষসা উপাকে উত স্নয়েতে তবারিরূপে ।
 যথা নো মিত্রো বরুণো জুজোষদিংদ্রে মরুত্বা উত বা মহোভিঃ ॥ ৬
 দৈব্যা হোতারা প্রথমা ন্যাংজে সপ্ত পৃক্ষাসঃ স্বধয়া মদংতি ।
 ঋতং শংসংত ঋতমিত্ত আহরনু ব্রতং ব্রতপা দীধ্যানাঃ ॥ ৭
 আ ভারতী ভারতীভিঃ সজোবা ইসা দেবৈর্মহুষ্যোভিরগ্নিঃ ।
 সরস্বতী সারস্বতেভির্বাক্ তিস্রো দেবী বর্হিরেদং সদং তু ॥ ৮
 তন্নস্তবীপমধ পোষয়িত্ব দেব ত্বষ্ট্রি রবাণঃ স্তস্ব ।
 যতো বীরঃ কর্মণ্যঃ সূদক্ষো যুক্তগ্রাবা জায়তে দেবকামঃ ॥ ৯
 বনস্পতেহব সৃজোপ দেবানগ্নির্হবিঃ শমিতা সৃদয়াতি ।
 সেছ হোতা সত্যতবো যজ্ঞাতি যথা দেবানাং জনিমানি বেদ ॥ ১০
 আ বাহুগ্নে সমিধানো অর্বা ঙিঃ ত্রেণ দেবৈঃ সরথং তুরেভিঃ ।
 বর্হিন্ আস্তা মদিতিঃ সুপুত্রা স্বাহা দেবা অমৃতা মাদয়ংতাং ॥ ১১

॥ ৫৫ ॥

প্রজাপতিবৈশ্বামিত্রো বাচ্যো বা ॥ বিশ্বে দেবাঃ ।

১ উষাঃ । ২—১০ অগ্নিঃ । ১১ অহোরাত্রো ।

১২—১৪ রোদসী । ১৫ রোদসী ছ্যনি-

শৌ বা । ১৬ দিশঃ । ১৭—২২ ইন্দ্রঃ

পর্জন্যাত্মা ত্বষ্টা বাগ্নিশ্চ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

উষসঃ পূর্বা অধ যদ্যুর্মহদ্বি জজ্ঞে অক্ষরং পদে গোঃ ।

ব্রতা দেবানামুপ হু প্রভুষন্নহদেবানামস্বরত্বমেকং ॥ ১ ॥

মো যু গো অত্র জুহুরংত দেবা মা পূর্বে অগ্নে পিতরঃ পদজ্ঞাঃ ।

পুরাণ্যোঃ সন্ননোঃ কেতুরংতর্মহদেবানামস্বরত্বমেকং ॥ ২ ॥

বি মে পুরুত্রা পতয়ংতি কামাঃ শম্যচ্ছা দীন্তে পূর্ব্যাণি ।

সমিদ্ধে অগ্নাবৃতমিদ্ধদেম মহদেবানামস্বরত্বমেকং ॥ ৩ ॥

সমানো রাজ্ঞা বিভূতঃ পুরুত্রা শয়ে শয়াসু প্রযুতো বনাসু ।

অন্তা বৎসং ভরতি ক্ষেতি মাতা মহদেবানামস্বরত্বমেকং ॥ ৪ ॥

আক্ষিৎপূর্বাস্বপরা অনুকুৎসন্তো জাতাসু তরুণীষংতঃ ।

অংতর্বতীঃ সুবতে অপ্রবীতা মহদেবানামস্বরত্বমেকং ॥ ৫ ॥

শযুঃ পরস্তাদধ হু দ্বিমাতাবংধনশ্চরতি বৎস একঃ ।

মিত্রশ্চ তা বরুণশ্চ ব্রতানি মহদেবানামস্বরত্বমেকং ॥ ৬ ॥

দ্বিমাতা হোতা বিদথেষু সম্রাণন্বগ্রং চরতি ক্ষেতি বৃধঃ ।

প্র রণ্যানি রণ্যবাচো ভরংতে মহদেবানামস্বরত্বমেকং ॥ ৭ ॥

শূরশ্চেব যুধ্যতো অংতমশ্চ প্রতীচীনঃ দদৃশে বিশ্বমায়ং ।
 অংতর্মতিশ্চরতি নিব্বিধং গোর্মহদেবানামশূরত্বমেকং ॥ ১ ॥
 নি বেবেতি পলিতো দূত আস্বংতর্মহাংশ্চরতি রোচনেন ।
 বপুংষি বিলদতি নো বি চষ্টে মহদেবানামশূরত্বমেকং ॥ ২ ॥
 বিষ্ণুর্গোপাঃ পরমং পাতি পাথঃ প্রিয়া ধামাশ্রমতা দধানঃ ।
 অগ্নিষ্ঠা বিশ্বা ভুবনানি বেদ মহদেবানামশূরত্বমেকং ॥ ১০ ॥
 নানা চক্রাতে যম্যাবপুংষি তস্মোরণ্যদ্রোচতে কৃষ্ণমশ্রুৎ ।
 শ্রাবী চ যদক্রবী চ স্বসারৌ মহদেবানামশূরত্বমেকং ॥ ১১ ॥
 মাতাচ বত্র হুহিতা চ ধেনু সবহুর্ঘে ধাপয়েতে সমীচী ।
 ঋতশ্চ তে সদসীলে অংতর্মহদেবানামশূরত্বমেকং ॥ ১২ ॥
 অশ্রুশ্রা বৎসং রিহতী মিমায় কয়া ভুবা নি দধে ধেনুরুধঃ ।
 ঋতশ্চ সা পরসাপিস্বতেলা মহদেবানামশূরত্বমেকং ॥ ১৩ ॥
 পশ্চা বস্তে পুরুরূপা বপুংষূধ্বা তস্মৌ চ্যাবিং রেরিহাণা ।
 ঋতশ্চ সন্ন বি চরামিবিদান্নমহদেবানামশূরত্বমেকং ॥ ১৪ ॥
 পদে ইব নিহিতে দশ্মে অংতস্তষোরশ্রুদগুহ্যমাবিরশ্রুৎ ।
 সশ্রীচীনা পথ্যাসা বিযুচী মহদেবানামশূরত্বমেকং ॥ ১৫ ॥
 আ ধেনবো ধুনয়ংতামশিখীঃ সবহুর্ঘাঃ শশয়া অপ্রহৃদ্ধাঃ ।
 নব্যা নব্যা যুবতয়ো ভবংতীর্মহদেবানামশূরত্বমেকং ॥ ১৬ ॥
 যদশ্রাস্থ বৃষভো রোরবীতি সো অশ্রুশ্রিনূথে নি দধাতি রেতঃ ।
 স হি ক্ষপাবাস্তস ভগঃ স রাজা মহদেবানামশূরত্বমেকং ॥ ১৭ ॥
 বীরশ্রু হু স্বস্থ্যং জনাসঃ প্র হু বোচাম বিহুরস্যা দেবাঃ ।
 ষোড়হা যুক্তাঃ পংচপংচা বহংতি মহদেবানামশূরত্বমেকং ॥ ১৮ ॥

দেবস্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ পূর্ণোষ প্রজাঃ পুরুধা জজান ।

ইমা চ বিশ্বা ভুবনান্তস্য মহদেবানামস্মরত্বমেকং ॥ ১৯ ॥

মহী সর্মৈরচ্ছা সমীচী উভে তে অশ্ব বসুনা নৃাষ্টে ।

শৃণ্ণে বীরো বিন্দমানো বসুনি মহদেবানামস্মরত্বমেকং ॥ ২০ ॥

ইমাং চ নঃ পৃথিবীং বিশ্বধায়া উপ ক্ষেতি হিতমিত্রো ন রাজা ।

পুরঃসদঃ শর্মসদো ন বীরা মহদেবানামস্মরত্বমেকং ॥ ২১ ॥

নিষ্‌ষিধ্বরীন্ত ওষধীকৃতাপো রয়িৎ ত ইংদ্র পৃথিবী বিভর্তি ।

সথায়ন্তে বামভাজঃ স্যাম মহদেবানামস্মরত্ব মেকং ॥ ২২ ॥

॥ ৬২ ॥

বিশ্বামিত্রঃ । ১৬-১৮ বিশ্বামিত্রো জমদগ্নির্বা ॥ ১-৩

ইং দ্রাবরুণো । ৪-৬ বৃহস্পতিঃ । ৭-৯ পূষা ।

১০-১২ সবিতা । ১৩-১৫ স্যোমঃ ।

১৬-১৮ মিত্রাবরুণো ॥ ১-৩

ত্রিষ্টুপ্ । ৪-১৮ গায়ত্রী ॥

ইমা উ বাং ভূময়ো মত্তমানা যুবাবতে ন তুজ্যা অভুবন্ ।

কৃতাদিংদ্রাবরুণা যশো বাং যেন স্মা সিনং ভরথঃ সখিত্যঃ ॥ ১ ॥

অয়মু বাং পুরুতমো রয়ীষজ্জন্তমমবসে জোহবীতি ।

সজোষাবিংদ্রাবরুণা মরুভির্দিবা পৃথিব্যা শৃণুতং হবংমে ॥ ২ ॥

অস্মৈ তদিংদ্রাবরুণা বসু ষ্যাদস্মৈ রয়ির্মরুতঃ সর্ববীরঃ ।

অস্মায়ক্রত্বীঃ শরণৈরবহং স্মান্‌হোত্রা ভারতী দক্ষিণাতিঃ ॥ ৩ ॥

বৃহস্পতে জুষস্ব নো হব্যানি বিশ্বদেব্য ।
 রাস্ব রত্নানি দাশুযে ॥ ৪ ॥
 শুচিমর্কৈবৃহস্পতিমধ্বরেষু নমস্তত ।
 অনাম্যোজ্জ আ চকে ॥ ৫ ॥
 বৃষভং চর্ষণীনাং বিশ্বরূপমদাভ্যং ।
 বৃহস্পতিং বরেণ্যং ॥ ৬ ॥
 ইয়ংতে পুষ্পাঘ্ণে সৃষ্টুতির্দেব নব্যসী ।
 অশ্মাভিস্তভ্যং শস্ততে ॥ ৭ ॥
 তাং জুষস্ব গিরং মম বাজয়ং তীমবা ধিয়ং ।
 বধূয়ুরিব ঘোষণাং ॥ ৮ ॥
 যো বিশ্বাভি বিপশ্বতিভুবনা সং চ পশ্বতি ।
 সনঃ পূষাবিতা ভুবৎ ॥ ৯ ॥
 তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্ত ধীমহি ।
 ধিয়ো যো নৈঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ১০ ॥
 দেবস্ত সবিতুর্বয়ং রাজয়ন্তঃ পুরংধ্যা ।
 ভগস্ত রাতিমীমহে ॥ ১১ ॥
 দেবং নরঃ সবিতারং বিপ্রা যজ্ঞৈঃ স্মৃক্তিভিঃ ।
 নমস্তংতি ধিয়েষিতাঃ ॥ ১২ ॥
 সোমা জিগাতি গাতুবিদেবানামেতি নিকৃতং ।
 স্নাতস্ত যোনিমাসদং ॥ ১৩ ॥
 সোমো অশ্বভ্যং দ্বিপদে চতুষ্পদে চ পশবে ।
 অনমীবা ইষঙ্করৎ ॥ ১৪ ॥

অশ্বাকমায়ুর্বর্ধয়ন্নভিমাতীঃ সহমানঃ ।

সোমঃ সথস্থমাসদং ॥ ১৫ ॥

আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতের্গব্যুতি মুকুতং ।

মধ্বা রজাংসি সূক্রতু ॥ ১৬ ॥

উরুশংসা নমোবুধা মহা দক্ষশ্চ রাজথঃ ।

দ্রাঘিষ্ঠাভিঃ শুচিব্রতা ॥ ১৭ ॥

গৃণানা জমদগ্নিনা যোनावৃতশ্চ নীদতং ।

পাতং সোমমৃতাবুধা ॥ ১৮ ॥

চতুর্থং মণ্ডলং ॥

॥৩০ ॥

বামদেবঃ ॥ ১—৮, ১২—২৪ ইন্দ্রঃ । ৯—১১

ইন্দ্র উষাশ্চ ॥ ১—৭, ৯—২৩

গায়ত্রী । ৮, ২৪ অনুকূপ্ ॥

নকিরিংদ্র স্বহস্তরো ন জ্যায়া অস্তি ব্রতহন ।

নকিরেবা যথা স্বং ॥ ১ ॥

সত্রা তে অন্ত কৃষ্টয়ো বিশ্বা চক্রেব বাবৃতুঃ ।

সত্রা মহা অসিঋতঃ ॥ ২ ॥

বিশ্বে চনেদনা স্বা দেবাস ইন্দ্র যুষধুঃ ।

যদহা নক্তমাতিরঃ ॥ ৩ ॥

যত্রোত বাধিতেভ্যশ্চক্রং কুৎসায় যুধাতে ।

মুঘায় ইন্দ্র সূর্য্যং ॥ ৪ ॥

যত্র দেবী ঋষায়তো বিশ্বা অযুধ্যা এক ইৎ ।

ঋমিংদ্র বহু রহন ॥ ৫ ॥

যত্রোত মর্ত্যায় কমরিণা ইন্দ্র সূর্য্যং ।

প্রাবঃ শচীভিরেতশং ॥ ৬ ॥

কিমাচ্ছাসি বৃত্রহন্মঘবন্মহ্যামন্তমঃ ।

অত্রাহ দানুমাতিরঃ ॥ ৭ ॥

এতদেবহৃত বীর্যমিন্দ্র চকর্থ পোংশুঃ ।

স্ত্রিয়ং যদুর্হণায়ুং বধীচ্ছিতরং দিবঃ ॥ ৮ ॥

দিবশ্চিদবা হুহিতরং মহান্মহীন্নমানাং ।

উষাসমিন্দ্র সংপিণক্ ॥ ৯ ॥

অপোবা অনসঃ সরংসংপিষ্ঠাদহ বিভ্রাবী

নি যৎসীং শিশ্নথদৃষা ॥ ১০ ॥

এতদশ্রা অনঃ শয়ে স্ত্রুসংপিষ্ঠং বিপাশ্রা ।

সসার সীং পরাবতঃ ॥ ১১ ॥

উত সিংধুং বিবাল্যং বিতস্থানামধি ক্ষমি ।

পরি ঠা ইন্দ্র মায়য়া ॥ ১২ ॥

উত শুষ্কশ্র ধৃক্ষুয়া প্র মৃক্ষো অতি বেদনং ।

পুরো যদশ্র সংপিণক্ ॥ ১৩ ॥

উত দাসং কোলিতরং বৃহতঃ পর্বতাদধি ।

অবাহন্নিন্দ্র শংবরং ॥ ১৪ ॥

উত দাসশ্র বর্চিনঃ সহস্রাণি শতাবধীঃ ।

অধি পংচ প্রধীরিব ॥ ১৫ ॥

উত ত্যং পুত্রমগুবঃ পরাবৃক্তং শতক্রতুঃ ।

উক্বেক্ষিন্দ্র আভজং ॥ ১৬ ॥

উত ত্যা তুর্বশায়হু অন্নাতারা শচীপতিঃ ।
 ইংদ্রো বিব্বা অপারয়ৎ ॥ ১৭ ॥
 উত ত্যা সত্ত্ব আৰ্য্যা সরয়োরিঙ্গ পারতঃ ।
 অর্গাচিত্ররথাবধীঃ ॥ ১৮ ॥
 অহু দ্বা জহিতা নয়োহংধং শ্রোণং চ বৃত্রহন্ ।
 ন তন্তে স্ত্রম্মমষ্টবে ॥ ১৯ ॥
 শতমশ্বান্নয়ীনাং পুরামিংদ্রো ব্যাস্ত্ৰৎ ।
 দিবোদাসায় দান্তুষে ॥ ২০ ॥
 অশ্বাপয়দভীতয়ে সহস্রা ত্রিংশতং হথৈঃ ।
 দাসানামিংদ্রো মায়য়া ॥ ২১ ॥
 স ঘেহুতাসি বৃত্রহন্তু স্তমান ইংদ্র গোপতিঃ ।
 যন্তা বিশ্বানি চিচু্যষে ॥ ২২ ॥
 উত নুনং যদিং দ্রিমং করিষ্যা ইংদ্র পোংস্ত্রং ।
 অজ্ঞা নকিষ্টদা মিনৎ ॥ ২৩ ॥
 বামং বামং ত আহুরে দেবো দদাত্ত্বর্ষমা ।
 বামং পুষা বামং ভগো বামং দেবঃ কক্ললতী ॥ ২৪ ॥

॥ ৪০ ॥

বামদেবঃ ॥ ১—৪ দধিক্রাঃ । ৫ সূর্য্যঃ ॥

১ ত্রিষ্টুপ্ । ২-৫ জগতী ॥

দধিক্রাব্ণ ইহু হু চর্কিরাম বিশ্বা ইন্মামুযসঃ স্তদয়ংতু ।
 অপামগ্নৈরুযসঃ সূর্য্যস্ত বৃহস্পতেরাংগিরসস্য জিহ্বোঃ ॥ ১ ॥

সত্বা ভরিষো গবিষো হুবন্তসচ্চ বস্যাদিষ উষসন্তরন্তসং ।
 সত্যো দ্রবো দ্রবরঃ পতংগরো দধিক্রাবেষমূর্জং স্বর্জনং ॥ ২ ॥
 উত স্যাস্য দ্রবতন্তরন্যতঃ পর্ণং ন বেরনু বাতি প্রগর্ধিনঃ ।
 শ্রেনসোব ঞ্জতো অংকসং পরি দধিক্রাব্ণঃ সহোর্জা তরিত্রীতঃ ॥ ৩ ॥
 উত শ্র বাজী ক্ষিপণিং তুরন্যতি গ্রীবায়াং বদ্ধো অপিকক্ষ আসনি
 ক্রতুং দধিক্রা অনু সংতবীজ্ঞং পথামং কাংসান্বাপনীফণং ॥ ৪ ॥
 হংসঃ শুচিষহ্নরং তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্হরৌণসং
 নৃষহ্নরসদৃতসদ্যোমসদজা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং ॥ ৫ ॥

॥ ৫৭ ॥

বামদেবঃ ॥ ১-৩ ক্ষেত্রপতিঃ । ৪ শুভঃ । ৫, ৮
 শুভাসীরো । ৬, ৭ সীতা ॥ ১, ৪, ৬, ৭

অনুষ্ঠ প্ । ২, ৩, ৮ ত্রিষ্ঠ প্

৫ পুরউষিক্ ॥

ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ং হিতনেব জয়ামসি ।
 গাম্ভঃ পোষয়িত্বা স নো মৃলাতীদশে ॥ ১ ॥
 ক্ষেত্রস্য পতে মধুমন্তর্মিঃ ধেনুরিব পয়ো অশ্বান্ধুধ্বিঃ ।
 মধুশ্চ তং যতমিব স্পৃতমৃতস্য
 নঃ পতয়ো মূলয়ন্তু ॥ ২ ॥
 মধুমতীরোষধীর্দ্যাব আপো মধুম্নো ভবন্তং তরিক্ষং ।
 ক্ষেত্রস্যপতির্মধুম্নো অস্তরিষ্যন্তো অশ্বেনং চরেম ॥ ৩ ॥

শুনং বাহাঃ শুনং নরঃ শুনং কুবতু লাংগলং ।
 শুনং বরজা বধ্যংতাং শুনমষ্ট্র্যামুদিংগয় ॥ ৪ ॥
 শুনাসীরাবিমাং বাচং জুষেথাং ষদ্বিবি চক্রথুঃ পয়ঃ ।
 তেনেমামুপসিংচতং ॥ ৫ ॥
 অর্বাচী স্তভগে ভব সীতে বংদামহে ত্বা
 যথা নঃ স্তভগাসসি যথা নঃ স্তফলাসসি ॥ ৬ ॥
 ইন্দ্রঃ সীতাং নি গৃহ্লাতু তাং পৃষানু যচ্ছতু ।
 সা নঃ পয়স্বতী হুহামুত্তরামুত্তরাং সমাং ॥ ৭ ॥
 শুনং নঃ ফালা বি কুষং তু ভূমিং শুনং
 কীনাশা অভি যং তু বাহৈঃ ।
 শুনং পর্জন্তো মধুনা পয়োভিঃ
 শুনাসীরা শুনমস্মাস্তু ধত্তং ॥ ৮ ॥

পঞ্চমং মণ্ডলং ।

॥ ২৩ ॥

দ্যুম্নো বিশ্বচর্যগিঃ ॥ অগ্নিঃ ॥ ১—৩ অনুষ্কৃপ্ ।

৪ পংক্তিঃ ॥

অগ্নে সহংতমা ভর তু ব্লশ্ত প্রাসহা রয়িং ।
 বিশ্বা যশ্চর্যগীরভ্যাসা বাজেষু সাসহং ॥ ১ ॥
 তমগ্নে পৃতনাষহং রয়িং সহস্ব আ ভর ।
 ঙ্গং হি সত্যো অদ্ভুতো দাতা বাজশ্চ গোমতঃ ॥ ২ ॥

বিশ্বে হি ঐ সজোষসো জনাসো বৃক্কবর্হিষঃ ।

হোতারং সন্নস্তু প্রিয়ং বাংতি বার্যা পুরু ॥ ৩ ॥

স হি ঐ বিশ্বচর্ষণিরভিমাতি সহো দধে ।

অথ এষু ক্ষয়েয়া রেবরঃ শুক্র দীদিহি

তু মৎপাবকদীদিহি ॥ ৪ ॥

॥ ২৮ ॥

বিশ্ববারাভ্রৈয়ী ॥ অগ্নিঃ ॥ ১, ৩ ত্রিষ্টুপ্ । ২

জগতী । ৪ অনুষ্টুপ্ ৫, ৬ গায়ত্রী ॥

সমিক্কো অগ্নির্দিবি শোচিরশ্রেং প্রত্যঙ্গুঘসমুর্বিয়া বিভাতি ।

এতি প্রাচী বিশ্ববারা নমেভির্দেবী ঙ্গলানা হবিষা ঘৃতাচী ॥ ১ ॥

সমিধ্যামানো অমৃতস্ত রাজসি হবিষ্কণ্ডংতং সচসে স্বস্তয়ে ।

বিশ্বং স ধত্তে দ্রবিণং যমিস্বস্তাতিথ্যামগ্নে নি চ ধত্ত ইৎপুরুঃ ॥ ২ ॥

অগ্নে শর্ধ মহতে সৌভর্গায় তব তুম্নান্নাত্তমানি সং তু ।

সং জাম্পাত্যং সুঘমসা কৃণুষ শত্রুয়তামভি তিষ্ঠা মহাংসি ॥ ৩ ॥

সমিক্কস্ত প্রমহসোহগ্নে বংন্দে তব শ্রিয়ং

বৃষভো তুম্নবী অসি সমধ্বরেষিধ্যাসে ॥ ৪ ॥

সমিক্কো অথ আহত দেবাত্তক্ষি স্বধবর ।

ঐং হি হব্য বাগসি ॥ ৫ ॥

আ জুহোতা হবস্ততাগ্নিং প্রয়ত্যাধ্বরে ।

বৃণীধ্বং হব্যশাহনং ॥ ৬ ॥

॥ ৬১ ॥

শ্রাবাশ্ব আত্রেয়ঃ ॥ ১-৪, ১১-১৬, মরুতঃ । ৫-৮ শশী-

য়সী তরংতমহিবী । ৯ পুরুমীড়্‌হো বৈদদশ্বিঃ ।

১০ তরংতোবৈদদশ্বিঃ । ১৭-১৯ রথবীতি

দাল্ভ্যঃ ॥ ১-৪, ৬-৮, ১০-১৯ গায়ত্রী ।

৫ অনুষ্ঠুপ্ । ৯ সতোরুহতী ॥

কে ঠা নরঃ শ্রেষ্ঠতমা য এক এক আয়য় ।

পরমস্তাঃ পরাবতঃ ॥ ১ ॥

কবোহ্‌শ্বাঃ কাভীশবঃ কথং শেক কথা যয় ।

পৃষ্ঠে সদো নসোর্যমঃ ॥ ২ ॥

জঘনে চোদ এষাং বি স্কুথানি নরো যয়ুঃ ।

পুত্রকুথে ন জনয়ঃ ॥ ৩ ॥

পরা বীরাস এতন মৰ্যাসো ভদ্রজানয়ঃ ।

অগ্নিতপো যথাসথ ॥ ৪ ॥

সনৎসাশ্বাং পশুমুত গবাং শতাবয়ঃ ।

শ্রাবাশ্বস্ততায় য দোবীরায়োপববৃহৎ ॥ ৫ ॥

উত স্বা স্ত্রী শশীয়সী পুংসো ভবতি বশ্সসী ।

অদেবত্রাদরাধসঃ ॥ ৬ ॥

বি যা জানাতি জস্মরিং বি তৃষাং তং বি কামিনং ।

দেবত্রা কৃণুতে মনঃ ॥ ৭ ॥

উত ষা নেমো অস্ততঃ পূম্য ইতি ক্রবে পণিঃ ।

ন বৈরদেয় ইৎসমঃ ॥ ৮ ॥

উত মেহরপহ্যবতির্মমংদুযী প্রতি শ্রাবায় বর্তনিং ।

বি রোহিতা পুরুমীড়হায় যেমতুর্বিপ্রায় দীর্ঘযশসে ॥ ৯ ॥

যো মে ধেনুনাং শতং বৈদদশ্বির্ঘণা দদৎ ।

তরংত ইব মংহনা ॥ ১০ ॥

য ঙ্গং বহংত আশুভিঃ পিবংতো মদিরং মধু ।

অত্র শ্রবাংসি দধিরে ॥ ১১ ॥

যেযাং শ্রিয়াধি রোদসী বিভ্রাজংতে রথেষা ।

দিবি রুদ্র ইবোপরি ॥ ১২ ॥

যুবঃ স মারুতো গগন্দ্বেষরথো অনেতঃ ।

শুভংয়াবা প্রতিকুতঃ ॥ ১৩ ॥

কো বেদ নুনমেঘাং যত্রা মদংতি ধুতয়ঃ ।

ঋতজাতা অরপসঃ ॥ ১৪ ॥

যুয়ং মর্তং বিপত্ন্যবঃ প্রণেতার ইথা ধিয়া ।

প্রোতারো যামহুতিষু ॥ ১৫ ॥

তে নো বহ্নি কাম্যা পুরুশ্চংদ্রা রিশাদসঃ ।

আ যজ্ঞিয়ারসো ববুন্তন ॥ ১৬ ॥

এতং মে স্তোমমূর্মো দার্ড্যায় পরা বহ ।

গিরো দেবি রথীরিব ॥ ১৭ ॥

উত মে বীচতাদিতি স্মৃতসোমে রথবীর্তো ।

ন কামো অপ বেতি মে ॥ ১৮ ॥

এষ ক্ষেতি রথবীতির্মধবা গোমতীরহু ।

পর্বতেষ্পশ্রিতঃ ॥ ১২ ॥

॥ ৮৫ ॥

অত্রিঃ ॥ বরুণঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

প্র সত্রাজে বৃহদ্রা গভীরং ব্রহ্ম প্রিয়ং বরুণায় শ্রুতায় ।

বি যো জঘান শমিতেব চর্মোপস্তিরে পৃথিবীং সূর্যায় ॥ ১ ॥

বনেষু ব্যংত্রিষ্কং ততান বাজমর্বৎসু পন্ন উশ্রিয়াসু ।

হুংসু ক্রতুং বরুণো অঙ্গুগ্নিং দিবি সূক্ষ্মমদধাৎ সোমমজ্রৌ ॥ ২ ॥

নীচীনবারং বরুণঃ কবংধং প্র সসর্জ রোদসী অংত্রিষ্কং ।

তেন বিশ্বস্ত ভুবনস্ত রাজা যবং ন বৃষ্টিবু্যনন্তিঃভূম ॥ ৩ ॥

উনন্তি ভূমিং পৃথিবীমুত ত্বাং যদা দুহং বরুণো বষ্ঠাদিং ।

সমভ্রেণ বসত পর্বতাসন্তবিশীয়ংতঃশ্রথয়ংত বীরাঃ ॥ ৪ ॥

ইমাম্ স্বাস্ত্ররস্ত শ্রুতস্ত মহীং মায়াং বরুণস্ত প্র বোচং ।

মানেনেব তস্থি বা অংত্রিষ্কে বি যো মমে পৃথিবীং সূর্যেণ ॥ ৫ ॥

ইমাম্ হু কবিতমস্ত মায়াং মহীং দেবস্ত নকিরা দধর্ষ ।

একং যদুদ্রা ন পৃণংতোনীরাসিংচং তীরবনয়ঃ সমুদ্রং ॥ ৬ ॥

অর্থমাং বরুণ মিত্রাং বা সখ্যায়ং বা সদমিদ্রাতরং বা ।

বেশং বা নিত্যং বরুণারণং বা যৎসীমাগশ্চ কুমা শিশ্রথন্তং ॥ ৭ ॥

কিতবাসো যদ্রিপিপূর্ণ দীবি বহা ঘা সত্যমুত যন্ন বিদ্র ।

সর্বা তা বি যা শিথিরেব দেবাধা তে শ্রাম বরুণ প্রিয়াসঃ ॥ ৮ ॥

ষষ্ঠং মণ্ডলং ।

॥ ৪৬ ॥

শংযুর্বার্হস্পত্যঃ ॥ ইন্দ্রঃ ॥ প্রাগাথং ॥

তামিদ্ধিহবামহে সাতা বাজশ্চ কারবঃ ।

তাং বৃত্তেধিঃ সৎপতিং নরজ্ঞাং কাষ্টাস্বৰ্বতঃ ॥ ১ ॥

স ত্বং নশ্চিত্র বজ্রহস্ত ধৃক্ষুরা মহঃ স্তবানো অদ্রিবঃ

গামশ্বং রথ্যামিঃ সৎ কির সত্রা বাজং ন জিগ্যাসে ॥ ২ ॥

যঃ সত্রাহা বিচর্ষণিরিঃ সৎ তং হুমহে বয়ং ।

সহস্রমুক্ষ তুবিনৃমণ সৎপতে ভবা সমংস্র নো বৃধে ॥ ৩ ॥

বাধসে জন্মাসৃষভেব মন্তুনা ঘৃষৌ মীড়্হ ঋচীষম

অশ্বাকং বোধাবিতা মহাধনে তনুষ্পু সৃষ্যো ॥ ৪ ॥

ইন্দ্র জ্যোষ্ঠং ন আ ভরং ও জিষ্ঠং পপুরি শ্রবঃ

যেনেমে চিত্র বজ্রহস্ত রৌদসী ওভে স্রশিপ্র প্রাঃ ॥ ৫ ॥

স্বামুগ্রমবসে চর্ষণীসহং রাজন্দ্বেবেষু হুমহে ।

বিশ্বা স্র নো বিথুরা পিঙ্গনা বসোহমিত্রাস্ত্ৰহহান্ কৃধি ॥ ৬ ॥

যদিংদ্র নাহ্বীষা ওজো নৃমণং চ কৃষ্টিষু ।

যদ্বা পংচ ক্ষিতীনাং দ্ব্যশ্রমা ভর সত্রা বিশ্বানি পোঃশ্রা ॥ ৭ ॥

যদ্বা তৃক্ষে মঘবন্দ্ৰহাবা জনে যৎপূরো কচ্চ বৃক্ষাং ।

অশ্বভ্যাং তদ্রিহীহি সৎ নৃযাহেহমিত্রান্ পৃৎস্র তুর্বণে ॥ ৮ ॥

ইন্দ্র ত্রিধাতু শরণং ত্রিবরুথং স্বস্তিমং ।

ছর্দির্যচ্ছ মঘবন্ত্যশ্চ মহং চ যাবয়া দিগ্ভুমৈভাঃ ॥ ৯ ॥

যে গব্যতা মনসা শক্রমদভুরভিপ্রস্বন্তি ধুমুয়া ।
 অধস্মা নো মঘবল্লিৎদ্র গিবণন্তূপা অংতমো ভব ॥ ১০ ॥
 অধ স্মা নো বৃধে ভবেৎদ্র নায়মবা যুধি ।
 তদংতরিক্ষে পতংয়তি পণিনো দিগ্ধবস্তিগ্ধমূর্ধানঃ ॥ ১১ ॥
 যত্র শূরাসন্তমো বিতম্বতে প্রিয়া শর্ম পিতৃণাং ।
 অধ স্মা যচ্ছ তম্বেহতনে চ ছদিরচিত্তং যাবয় ঘেষ ॥ ১২ ॥
 যদিৎদ্র সর্গে অবতশ্চোদয়াসে মহাধনে ।
 অসমনে অধ্বনি ব্রজিনে পথি শ্চোনাঁ ইব শ্রবন্ততঃ ॥ ১৩ ॥
 সিংধুঁরিব প্রবণ আশ্রয়া যতো যদি ক্রোশমহু স্বণি ।
 অা যে বয়ো ন ববুঁতত্যাযিষি গৃভীতা বাহোঁর্গবি ॥ ১৪ ॥

॥ ৩১ ॥

ভরদ্বাজো বাহঁস্পত্যঃ ॥ সরস্বতী ॥ ১—৩, ১৩,
 জগতী । ৪-১২ গায়ত্রী । ১৪ ত্রিষ্টুপ্ ॥

ইয়মদদাদ্রভসম্গচ্যাতং দিবোদাসং বধ্যাশ্বার দাশুঘে ।
 যা শশ্বংতমাচখাদাবসং পণিং তা তে দাত্রাণি তবিষা সরস্বতি ॥ ১ ॥
 ইয়ং শুশ্বেতিবিসথা ইবারুজৎসাহু গিরীণাং তবিষেভির্কর্মিভিঃ ।
 পারাবতল্লীমবসে সুরক্তিভিঃ সরস্বতীমা বিবাসেম ধীতিভিঃ ॥ ২ ॥
 সরস্বতি দেবনিদো নি বহঁয় প্রজাং বিশ্বশ্চ বৃসয়শ্চ মায়িনঃ ।
 উত ক্রিতিভ্যোহবনীরবিংদো বিষমেভ্যো অশ্রবো বাজিনীবতি ॥ ৩ ॥
 প্র গো দেবী সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী । ধীনামবিদ্র্যাবতু ॥ ৪ ॥

যস্মা দেবি সরস্বত্যা পক্রতে ধনে হিতে ।

ইংদ্রং ন বৃত্রতূর্যে ॥ ৫ ॥

ঋং দেবি সরস্বত্যা বাজেষু বাজিনি ।

রদা পুষেব নঃ সনিং ॥ ৬ ॥

উত শ্রা নঃ সরস্বতী ঘোরা হিরণ্য বর্তনিঃ ।

বৃত্রয়ী বষ্টি স্তুষ্টুতিং ॥ ৭ ॥

যস্মা অনংতো অহৃতশ্বেষশ্চরিশ্চুর্ণবঃ ।

অমশ্চরতি রোরুবৎ ॥ ৮ ॥

সা নো বিশ্বা অতি দিবঃ স্বসূরতা ঋতাবরী ।

অতন্নহেব সূর্য্যঃ ॥ ৯ ॥

উত নঃ প্রিমা প্রিয়ান্স সপ্তস্বসা স্তুজুষ্টা ।

সরস্বতী স্তোম্যা ভূৎ ॥ ১০ ॥

আপপ্রবী পার্থিবান্যরু রজো অংতরিক্ষং ।

সরস্বতী নিদম্পাতু ॥ ১১ ॥

ত্রিষধস্থা সপ্তধাতুঃ পংচ জাতা বর্ধন্নংতী ।

বাজে বাজে হব্য ভূৎ ॥ ১২ ॥

প্র যা মহিমা মহিনা স্তুচেকিতে দ্যাম্নেভিরতা অপসামপস্তুমা ।

রথ ইব বৃহতী বিভুনে কৃতোপস্তুত্যা চিকিতুবা সরস্বতী ॥ ১৩ ॥

সরস্বত্যাভি নো নেষি বস্তো মাপ ক্ষরীঃ পয়সা মা ন আ ধক্ ।

জুষস্ব নঃ সধ্যা বেষ্টা চ মা ঋৎকেন্দ্ৰাণ্যরণানি গন্ম ॥ ১৪ ॥

॥ ৭৫ ॥

পায়ুর্ভারদ্বাজঃ ॥ ১ বর্ম । ২ ধনুঃ । ৩ জ্যা । ৪
 আত্মী । ৫ ইষুধিঃ । ৬ সারথিঃ । ৬ রশ্ময়ঃ । ৭
 অশ্বাঃ । ৮ রথঃ । ৯ রথগোপাঃ । ১০ লিংগোক্ত-
 দেবতাঃ । ১১, ১২, ১৫, ১৬ ইষবঃ । ১৩
 প্রতোদঃ । ১৪ হস্তয়ঃ । ১৭-১৯ লিংগোক্ত-
 দেবতাঃ সংগ্রামাশিষঃ (১৭ যুদ্ধভূমি
 ব্রহ্মণস্পতিরদিতিশ্চ । ১৮ কবচ
 সোমবরুণাঃ । ১৯ দেবাব্রহ্ম চ) ॥
 ১-৫, ৭-৯, ১১, ১৪, ১৮ ।
 ত্রিফুপ । ৬, ১০ জগতী । ১২,
 ১৩, ১৫, ১৬, ১৯ অনু-
 ষ্টুপ্ । ১৭ পংক্তি ॥

জাম্বুতশ্চৈব ভবতি প্রতীকং যদ্বমৌ যাতি সমদামুপস্থে ।
 অনাবিক্রয়া তস্যা জয় ত্বং স ত্বা বর্মণো মহিমা পিপতু ॥ ১ ॥
 ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম ধন্বনা তীত্রাঃ সমদো জয়েম ।
 ধনুঃ শত্রোরপকামং কুণোতি ধন্বনা সর্বাঃ প্রদিশো জয়েম ॥ ২ ॥
 বক্ষ্যন্তোবেদা গণীগংতি কর্ণং প্রিয়ং সখায়াং পরিষস্বজানা ।
 যোবেব শিংক্রে বিততাধি ধন্বজ্যা ইয়ং সমনে পারয়ন্তী ॥ ৩ ॥

তে আচরন্তী সমনেব যোষা মাতেব পুত্রং বিভ্রতামুপস্থে ।

অপ শক্রম্বিধাতাং সংবিদানে অত্মী ইমে বিষ্কুরন্তী অমিত্রান্ ॥ ৪

বহ্বীনাং পিতা বহুরশ্র পুত্রধশ্চিচ্চা কুণোতি সমনাবগতা ।

ইষুধিঃ সংকাঃ পৃতনাশ্চ সর্বাঃ পৃষ্ঠে নিনক্কো জয়তি প্রসূতঃ ॥ ৫ ॥

রথে তিষ্ঠন্নয়তি বাজিনঃ পুরো যত্রযত্র কাময়তে সুষারথিঃ ।

অভীশূনাং মহিমানং পনায়ত মনঃ পশ্চাদনু যচ্ছংতি রশ্ময়ঃ ॥ ৬ ॥

তীব্রান্ঘোষান্কুণ্ডতে বৃষপাণয়োহশ্বা রথেভিঃ সহ বাজয়ন্তঃ ॥

অবক্রামন্তঃ প্রপদৈরমিত্রান্ ক্ষিণংতি শক্রূরনপব্যয়ন্তঃ ॥ ৭ ॥

রথবাহনং হবিরশ্র নাম যত্রাযুধং নিহিতমশ্র বর্ম ।

তত্রা রথমুপ শয়্যং সদেম বিশ্বাহা বয়ং স্তমনশ্রমানাঃ ॥ ৮ ॥

স্বাহৃষংসদঃ পিতরো বয়োধাঃ কৃচ্ছেশ্রিতঃ শক্রীবংতো গভীরাঃ ।

চিত্রসেনা ইষুবলা অমৃধাঃ সতোবীরা উরবো ব্রাতসাহাঃ ॥ ৯ ॥

ব্রাহ্মণাসঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ শিবে নো ত্বাবাপৃথিবী অনেহসা ।

পুষা নঃ পাতু হরিতাদৃর্তারূধোরক্ষা মাকির্নো অবশংস ঈশত ॥ ১০ ॥

স্বপর্ণং বস্ত্রে মৃগো অস্যা দংতো গোভিঃ সংনক্কা পততি প্রসূতা ।

যত্রা নরঃ সং চ বি চ দ্রবংতি তত্রাস্মাভ্যমিষবঃ শর্ম যংসন্ ॥ ১১ ॥

স্বজীতে পরি বৃদ্ধি নোহশ্মা ভবতু নস্তনুঃ ।

সোমো অধি ব্রবীতু নোহদিতিঃ শর্ম যচ্ছতু ॥ ১২ ॥

আ জংঘংতি সান্বেষাং জঘনং উপ জিঘ্রতে ।

অশ্বাজনি প্রচেতসোহশ্বাস্ত্ সমৎসু চোদয় ॥ ১৩ ॥

অহিরিব ভৌগৈঃ পৰ্যেতি বাহুং জ্যায়া হেতিং পরিবোধমানঃ ।

হস্তয়ো বিশ্বা বয়ুনানি বিহান্পূমান্পুমাংসং পরি পাতু বিশ্বতঃ ॥ ১৪ ॥

আলাক্তা যা কুরুশীর্ষ্যথো যস্য। অয়ো মুখং ।

ইদং পর্জন্তরৈতস ইঐষ দেবৈব্য বৃহন্নমঃ ॥ ১৫ ॥

অবসৃষ্টা পরা পত শরব্যো ব্রহ্মসংশিতে ।

গচ্ছামিত্রান্ প্র পত্ত্বশ্ব মামীষাং কং চনোচ্ছিবঃ ॥ ১৬ ॥

যত্র বাণাঃ সংপতংতি কুমারা বিশিখা ইব ।

তত্রা নো ব্রহ্মণস্পতিরদিতিঃ শর্ম যচ্ছতু বিশ্বাহ। শর্ম যচ্ছতু ॥ ১৭ ॥

মর্মাণি তে বর্মাণা ছাদয়ামি সোমত্বা রাজ্যামৃতেনানু বস্তাং ।

উরোর্বরীয়ো বরুণস্তে কৃণোতু জংরতং ত্বানু দেবা মদংতু ॥ ১৮ ॥

যো নঃ শ্বো অরণো যশ্চ নিষ্টো জিঘাংসতি ।

দেবাস্তং সবে ধুবংতু ব্রহ্ম বর্ম মমাংতরং ॥ ১৯ ॥

সপ্তমং মণ্ডলং ।

॥ ৩৬ ॥

বসিষ্ঠঃ ॥ বিশ্বে দেবাঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

প্র ব্রহ্মৈতু সদনাদৃতশ্চ বি রশ্মিভিঃ সসৃজে সূর্য্যো গাঃ ।

বি সানুনা পৃথিবী সস্ত উর্বা পৃথু প্রতীকমধ্যোধে অগ্নিঃ ॥ ১ ॥

ইমাং বাং মিত্রাবরুণা সূবৃক্তিমিষং ন কৃণে, অনুরা নবীষঃ ।

ইনো বামন্তঃ পদবীরদকো জনং চ মিত্রো যততি ক্রবাণঃ ॥ ২ ॥

আ বাতশ্চ ধ্রুজতো রংত ইত্য। অপীপয়ংত ধেনবো ন সূদাঃ ।

মহো দিবঃ সদনে জায়মানোহচিক্রদদৃষভঃ সশ্বিন্ন ধন্ ॥ ৩ ॥

গিরা য এতা যুনজ্জরী ত ইংদ্র প্রিয়া সুরথা শূর ধায়ু ।

প্র যো মহ্যাং রিরিক্তো মিনাত্যা স্ক্রুতভুম্যমণং ববৃতাং ॥ ৪ ॥

বজংতে অশ্রু সখ্যং বয়শ্চ নমস্বিনঃ স্ব ধাতশ্রু ধামন্ ।

বি পৃক্ষো বাবধে নৃভিঃ স্তুবান ইদং নমো রুদ্রায় প্রেষ্ঠং ॥ ৫ ॥

অা যৎসাকং যশসো বাবশানাঃ সরস্বতী সপ্তখী সিংধুমাতা ।

যাঃ সূর্য্যংত সূহৃদাঃ সূধারা অভি স্বেন পযসা পীপ্যানাঃ ॥ ৬ ॥

উত তো নো মরুতো মংদসানা ধিয়ং তোকং চ বাজিনোহবংতু ।

মা নঃ পরি থাদক্ষরা চরংত্যবীবৃধন্যজ্যাং তে রয়িং নঃ ॥ ৭ ॥

প্র বো মহীমরমতিং কনুধ্বং প্র পুষণং বিদধ্যাং ন বীরং ।

ভগং ধিয়োহদিতারং নো অশ্রাঃ সাতৌ বাজং রাতিবাচং পুরংধিং ॥ ৮ ॥

অচ্ছায়ং বো মরুতঃ শ্লোক এতচ্ছা দিকুং নিষিক্তপামবোভিঃ ।

উত প্রজায়ৈ গৃগতে বয়ো ধূর্য্যং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৯ ॥

॥ ৮৩ ॥

বসিষ্ঠ ॥ ইংদ্রাবরুণৌ ॥ জগতী ॥

দুবাং নরা পশুমানাস আপ্যং প্রাচা গব্যংতঃ গৃথুপর্শবো যযুঃ ।

দাসা চ ব্রত্ৰা হতমার্য্যানি চ সূদাসমিংদ্রাবরুণাবসাবতং ॥ ১ ॥

যত্রা নরঃ সময়ংতে কৃতধ্বজো যস্মিন্নাজা ভবতি কিং চন প্রিয়ং ।

যত্রা ভয়ংতে ভুবনা স্বর্দৃশস্তত্রা ন ইংদ্রাবরুণাধি বোচতং ॥ ২ ॥

সং ভূম্যা অংক্তা ধ্বসিরা অদৃক্ষতেংদ্রাবরুণা দিবি ঘোষ আকৃহং ।

না'পস্থনঅর্জমু মামরাতয়োহবী গবসা হবনক্রতা গতং ॥ ৩ ॥

ইন্দ্রাবরুণা বধনাভির প্রতি ভেদং বধংতা প্র সূদাসমাবতং ।
 ব্রহ্মাণোষাং শৃণুতং হবীমনি সত্যা ত্বংস্বনামভবৎপুরোহিতিঃ ॥ ৪ ॥
 ইন্দ্রাবরুণাবভ্যা তপংতি মাষান্যার্ষো বহুধামরাতয়ঃ ।
 বুবাং হি বস উভয়শ্চ রাজধোহবস্মা নোহবতং পার্ষে দিবি ॥ ৫ ॥
 বুবাং হবংত উভয়াস আজিষিৎদ্রং চ বসো বরুণং চ সাতয়ে ।
 নত্র রাজভির্দর্শভির্নিবোধিতং প্র সূদাসমাবতং ত্বংস্বভিঃ নহ ॥ ৬ ॥
 দশ রাজানঃ সমিতা অযজ্ঞাবঃ সূদাসমিৎদ্রাবরুণা ন যুষুধুঃ ।
 সত্যা নৃণামন্নসদামুপস্তুতির্দেবা এবামভবন্দেবহূতিষু ॥ ৭ ॥
 দাশরাক্তে পরিষত্য বিশ্বতঃ সূদাস ইন্দ্রাবরুণাবশিষ্ঠতং ।
 স্থিত্যাংচো যত্র নমসা কপর্দিনো ধিয়া ধীবাংতো অসপংত ত্বংসব ॥ ৮ ॥
 ব্রত্ৰাণ্যাত্তঃ সমিপেষু জিহ্মতে ব্রতাত্ততো অতি রক্ষতে সন্ম ।
 হবামহে বাং বৃষণা স্রবৃক্তিভিরশ্বে ইন্দ্রাবরুণা শর্ম যচ্ছতং ॥ ৯ ॥
 অশ্বে ইন্দ্রো বরুণো মিত্রো অর্যামা ছান্নং যচ্ছংতু মহি শর্ম সপ্রথঃ
 অবধ্বং জ্যোতিরিদিতেন্ন তাবুবো দেবশ্চ শ্লোকং সবিতুর্মনামহে ॥ ১০ ॥

॥ ৮৬ ॥

বসিষ্ঠ ঃ ॥ বরুণঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ।

ধীরা ত্ৰিশ্র মহিনা জনুংষি বি যন্তস্তংভ রোদসী চিহবী ।
 প্র নাকমুষং হুহুদে বৃহংতং দ্বিতা নক্ষত্রং প প্রথচ্চ ভুম ॥ ১ ॥
 উত স্বয়া তস্মাসং বদে তৎকদা যন্তর্বরুণে ভুবানি ।
 কিং মে হব্যমজ্ঞানো জুবেত কদা মূলীকং সূমনা অভি খ্যং ॥ ২ ॥

পৃচ্ছে তদেনো বরুণ দিদৃক্ষুপো এমি চিকিত্বযো বিপৃচ্ছং ।
 সমানমিন্মে কবয়শ্চিদাহরয়ং হ তুভ্যং বরুণো হনীতে ॥ ১ ॥
 কিমাগ আস বরুণ জ্যোষ্ঠং যৎস্তোতারং জিঘাংসসি সখায়ং ।
 প্র তন্মে বোচো দূলভ স্বধাবোহব ত্বানেনা নমসা তুর ইয়াং ॥ ৪ ॥
 অব ক্রগ্ধানি পিত্র্যা সৃজা নোহব যা বয়ং চকুমা তনুভিঃ ।
 অব রাজন্ পশুতৃপং ন তায়ং সৃজা বৎসং ন দান্নো বসিষ্ঠং ॥ ৫ ॥
 ন স শ্বোদক্ষো বরুণ ক্রতিঃ সা সুরা মন্যুর্বিভীদকো অচিন্তিঃ
 অস্তি জ্যায়ান্ কনীয়স উপারে স্বপ্নশ্চনেদনৃতন্ত প্রয়োতা ॥ ৬ ॥
 অরং দাসো ন মীড়হ্ষে করাণ্যহং দেবায় ভূর্ণয়েহনাগাঃ ।
 অচেতয়দচিতো দেবো অর্যো গৃৎসং রায়ে কবিতরো জুনাতি ॥ ৭ ॥
 অয়ং সু তুভ্যং বরুণ স্বধাবো হৃদি স্তোম উপশ্রিতশ্চিদন্ত ।
 শং নঃ ক্ষেমে শমু যোগে নো অস্ত যুয়ং পাত অস্তিভিঃ সদা নঃ ৮ ॥

॥ ৮৭ ॥

বসিষ্ঠঃ ॥ বরুণঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

রদংপথো বরুণঃ সূর্যায় প্রার্ণাংসি সমুদ্রিয়া নদীনাং ।
 সর্গো ন সৃষ্টো অবতীর্ষ্যতায়ঞ্চকার মহীরবনীরহভাঃ ॥ ১ ॥
 আত্মা তে বাতো রজ আ নবীনোৎপশুন ভূনির্ঘবসে সসবান্ ।
 অংতর্মহী বৃহতী রোদসীমে বিশ্বা তে ধাম বরুণ প্রিয়াণি ॥ ২ ॥
 পরি স্পশো বরুণশ্চ অদিষ্টা উভে পশ্যন্তি রোদসী স্রমেকে ।
 ঋতাবানঃ কবয়ো যজ্ঞধীরাঃ প্রচেতসো ব ইষয়ংত মন্য ॥ ৩ ॥

উবাচ মে বরুণো মেধিরায় ত্রিঃ সপ্ত নামায়া বিভতি ।
 বিদ্বান্‌পদস্ত গুহ্য ন বোচহ্যগায় বিপ্র উপরায় শিক্ষন্ ॥ ৪ ॥
 তিস্রো দ্যাবো নিহিতা অন্তরশ্চিস্তিস্রো ভূমীরুপরাঃ ষড়্‌ধানাঃ ।
 গৃৎসৌ রাজা বরুণশ্চক্র এতং দিবি প্রেংথং হিরণ্যয়ং শুভে কং ॥ ৫ ॥
 অব সিংধুং বরুণো তোরিব স্বাদ্‌দ্রপ্সো ন শ্বেতো মৃগস্তবিদ্বান্ ।
 গংভীরশংসো রজসো বিমানঃ সুপারক্ষত্রঃ সতো অশ্র রাজা ॥ ৬ ॥
 যো মূলয়াতি চক্রুষে চিদাগো বয়ং শ্রাম বরুণে অনাগাঃ ।
 অনু ব্রতাত্তদিতৈর্ধ্বংতো যুয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭ ॥

॥ ৮৮ ॥

বসিষ্ঠঃ ॥ বরুণঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

প্র গুংধুবাং বরুণায় প্রেষ্ঠাং মতিং বসিষ্ঠ মীড়্‌হ্ষে ভরশ্ব ।
 য ঙ্গমবাঞং করতে যজত্রং সহস্রামঘং বৃষণং বৃহংতং ॥ ১ ॥
 অধা নশ্র সংদৃশং জগদ্বানগ্নেরনীকং বরুণশ্র মংসি ।
 স্বর্যদশ্মগ্নধিপা উ অংধোহতি মা বপুর্দৃশয়ে নিনীয়াৎ ॥ ২ ॥
 আ যজ্রহাব বরুণশ্চ নাবং প্র যৎসমুদ্রমীরয়াব মধ্যং ।
 অধি বদপাং স্মুভিশ্চরাব প্র প্রেংথ ঙ্গংথয়াবহৈ শুভে কং ॥ ৩ ॥
 বসিষ্ঠং হ বরুণো নাব্যাধাদৃষিঃ চকার স্বপা মহোভিঃ ।
 স্তোতারং বিপ্রঃ স্তুদিনস্তে অহাং যান্নু দ্যাবস্তনত্নাছ্যাসঃ ॥ ৪ ॥
 কৃত্যানি নৌ সখ্যা বভূবুঃ সচাবহে যদ্বকং পুরা চিৎ ।
 বৃহংতং মানং বরুণ স্বধাবঃ সহস্রদ্বারং জগমা গৃহং তে ॥ ৫ ॥

য আপিনিতো বরুণ প্রিয়ঃ সস্ত্রামাগংসি কৃণবৎসখা তে ।
 মা ত এনস্বংতো যক্ষিন্ভূজেম যংধি আ বিপ্রঃ স্তবতে বরুণং ॥ ৬ ॥
 ঋবাস্ত্ব ত্বাস্ত্ব ক্ষিতিসু ক্ষিয়ংতো ব্যস্রৎপাশং বরুণো মুমোচৎ ।
 অবো বহ্নানা অদিতেকৃপস্তাদ্যায়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭ ॥

॥ ৮৯ ॥

বসিষ্ঠঃ ॥ বরুণঃ ॥ ১-৪ গায়ত্রী । ৬ জগতী ॥

মো যু বরুণ মৃগয়ং গৃহং রাজন্নহং গমং । মূলা স্তুক্ষত্র মূলয় ॥ ১ ॥
 যদেমি প্রক্ষুরগ্নিব দৃতিন্ধাতো অদ্রিবঃ । মূলা স্তুক্ষত্র মূলয় ॥ ২ ॥
 ক্রত্বঃ সম্ভ দীনতা প্রতীপং জগমা শুচে । মূলা স্তুক্ষত্র মূলয় ॥ ৩ ॥
 অপাং মধ্যে তৃষ্ণিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারং । মূলা স্তুক্ষত্র মূলয় ॥ ৪ ॥
 যং কিং চেদং বরুণ দৈবো জনেহভিদ্রোহং মনুবাশ্চরামসি ।
 অচিভী যত্তব ধর্মা যুবোপিম মা নস্তস্মাদেনসো দেব রৌরিষঃ ॥ ৫ ॥

॥ ৯৫ ॥

বসিষ্ঠঃ ॥ ১, ২, ৪-৬ সরস্বতী । ৩ স্বরস্বান্ ॥

ত্রিষ্টুপ্ ॥

প্র ক্লেদসা ধায়সা সস্র এষা সরস্বতী ধরুণমায়সী পূঃ ।
 প্রবাবধানা রথ্যেব ষাতি বিশ্বা অপো মহিনা সিংধুরত্নাঃ ॥ ১ ॥
 একাচেতং সরস্বতী নদীনাং শুচির্যতী গিরিভ্য আ সমুদ্রাং ।
 রায়াশ্চেতংতী ভুবনস্ত ভূরেষ্বতং পয়ো হ্রহে নাহবায় ॥ ২ ॥

স বারধে নর্যো যোষণাস্থ বৃষা শিশুর্বষভো যজ্ঞিয়াস্তু ।
 স বাজিনং মঘবদ্যো দধাতি বি সাতয়ে তবং মামুজীত ॥ ৩ ॥
 উত স্মা নঃ সরস্বতী জুষণোপ শ্রবৎসুভগা যজ্ঞে অগ্নিন্ ।
 মিতঞ্জু ভিনর্মশ্ঠৈরিয়ানা রায়্য বৃজা চিহ্নতরা সখিভাঃ ॥ ৪ ॥
 ইমা জুহ্বানা যুস্মদা নমোভিঃ প্রতি স্তোমং সরস্বতী জুষস্ব ।
 তব শর্মন্ প্রিয়তমে দধানা উপ স্বেয়াম শরণং ন বৃক্ষং ॥ ৫ ॥
 অন্নমু তে সরস্বতি বসিষ্ঠো দারারতশ্চ সূভগে ব্যাবঃ ।
 বর্ধ শুভ্রে স্তবতে রাসি বাজান্যায়ং পাত স্তুতিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬ ॥

অষ্টমং মণ্ডলং !

॥ ১০ ॥

মনুর্বৈবস্বতঃ ॥ বিশ্বে দেবাঃ ॥ ১ গায়ত্রী । ২ পুর-
 উষিক্ । ৩ বৃহতী । ৪ অনুক্ষুপ্ ॥
 নহি বো অন্ত্যর্ভকো দেবাসো ন কুমারকঃ ।
 বিশ্বে সতো মহাংত ইৎ ॥ ১ ॥
 ইতি স্তুতাসো অসথা রিশাদসো যে স্থ ত্রয়শ্চ ত্রিংশচ্চ ।
 মনোর্দেবা যজ্ঞিয়াসঃ ॥ ২ ॥
 তে নস্ত্রাধ্বংতেহবত ত উ নো অধি বোচত ।
 মা নঃ পথঃ পিত্র্যান্নানবাদধি দূরং নৈষ্ট পরাবতঃ ॥ ৩ ॥
 যে দেবাস ইহ স্থন বিশ্বে বৈশ্বানরা উত ।
 অশ্বভ্যাং শর্ম সপ্রথো গবেহস্বায় যচ্ছত ॥ ৪ ॥

॥ ৫৮ ॥

মেধ্যঃ কাণ্ডঃ ॥ ১ বিশ্বে দেবা ঋত্বিজো বা । ২, ৩
বিশ্বেদেবাঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

যম্বজ্বিজো বহুধা কল্পয়ন্তঃ সচেতসো যজ্ঞমিমং বহন্তি ।
যো অনুচানো ব্রাহ্মণো যুক্ত আসীৎকান্বিত্তত্র যজমানস্ত সংবিৎ ॥ ১ ॥
এক এবাগ্নির্বহুধা সমিদ্ধ একঃ সূর্য্যো বিশ্বমনু প্রভূতঃ ।
একৈবোষাঃ সৰ্বমিদং বি ভাতোকং বা ইদং বি বভূব সৰ্বং ॥ ২ ॥
জ্যোতিষ্মন্তং কেতুমন্তং ত্রিচক্রং স্মৃৎ রথং স্মৃদং ভূরিবারং ।
চিত্রা মষা যশু যোগেহধিজজ্ঞে তং বাং হবে অতি রিক্তং পিনঠো ॥ ৩ ॥

॥ ২৬ ॥

তিরশ্চীদ্যতানো বা মরুতঃ ॥ ১-১৪, ১৬-২১
ইন্দ্রঃ । ১৪ মরুতঃ । ১৫ ইন্দ্রাবহম্পতী ॥
১-৩, ৫-২১ ত্রিষ্টুপ্ । ৪ বিরাট্ ॥

অস্মা উষাস আতিরন্ত যামমিঃদ্রায় নক্তমূর্যাঃ সূবাচঃ ।
অস্মা আপো মাতরঃ সপ্ত তন্তুনু ভ্যস্তরায় সিংধবঃ সূপারাঃ ॥ ১ ॥
অতিবিদ্ধা বিধুরেণা চিদজ্ঞা ত্রিঃ সপ্ত সানু সংহিতা গিরীণাং ।
ন তদেবো ন মর্ত্যাস্তু তুৰ্য্যাণ্যনি প্রবুদ্ধো বৃষভশ্চকার ॥ ২ ॥
ইন্দ্রস্ত বজ্র আয়সো নিমিল্ল ইন্দ্রস্ত বাহ্বো ভূয়িষ্ঠমোজঃ ।
শীৰ্ষগ্নিঃ ইন্দ্রস্ত ক্রতবো নিরেক আসন্নেষন্ত ক্রত্যা উপাকে ॥ ৩ ॥

মত্তে স্বা যজ্ঞিয়ং যজ্ঞিয়ানাং মত্তে স্বা চ্যবনমচ্যুতানাং ।
 মত্তে স্বা সত্বনামিঃ কেতুং মত্তে স্বা বৃষভং চর্ষণীনাং ॥ ৪ ॥
 অা বৃষজং বাহোবরিংদ্র ধৎসে মদচ্যুতমহয়ে হংতবা উ ।
 প্র পর্বতা অনবংত প্র গাবঃ প্র ব্রহ্মাণো অভিনক্ষংত ইংদ্রং ॥ ৫ ॥
 তমু ষ্টবাম য ইমা জজান বিশ্বা জাতাত্তবরাণ্যস্মাৎ ।
 ইংদ্রেণ মিত্রং দিধিষেম গীর্ভিরূপো নমোভিবৃষভং বিশেম ॥ ৬ ॥
 বৃত্তশ্ব স্বা শ্বসখাদৌষমাণা বিশ্বে দেবা অজহর্যে সখায়ঃ ।
 মরুত্তিরিঃদ্র সখ্যং তে অস্বথেনা বিশ্বাঃ পৃতনা জয়াসি ॥ ৭ ॥
 ত্রিঃ যষ্টিস্বা মরুতো বাবৃধানা উস্রা ইব রাশয়ো যজ্ঞিয়াসঃ ।
 উপ ত্বমঃ কৃধি নো ভাগধেয়ং শুশ্রং ত এনা হবিষা বিধেম ॥ ৮ ॥
 তিগ্নমায়ুধং মরুতামনীকং কস্ত ইংদ্র প্রতি বজ্রং দধ্ষ ।
 অনায়ুধাসো অশুরা অদেবাচ্চক্রেণ তাঁ অপ বপ ঋজীষিন্ ॥ ৯ ॥
 মহ উগ্রায় তবসে সুরুক্তিঃ প্রেরন্ শিবতমায় পশ্বঃ ।
 গির্বাহসে গির ইংদ্রায় পূর্বীর্ধেহি তন্বে কুবিদংগ বেদৎ ॥ ১০ ॥
 উক্থ বাহসে বিভে মনৌষাং দ্রণা ন পারমীরয় নদীনাং ।
 নি স্পৃশ ধিয়া তন্নি শ্রুতশ্ব জুষ্টতরশ্ব কুবিদংগ বেদৎ ॥ ১১ ॥
 তদ্বিবিড্টি যত্ত ইংদ্রো জুজোষৎস্তুহি স্তৃষ্টুতিং নমসা বিবাস ।
 উপ ভূষ জরিতর্মা কবণ্য শ্রাবয়া বাচং কুবিদংগ বেদৎ ॥ ১২ ॥
 অব দ্রপ্সো অংশুমতীমতিষ্ঠদিয়ানঃ কৃষ্ণোদশভিঃ সহস্রৈঃ ।
 আবত্তমিঃদ্রঃ শচ্যা ধমংতমপ স্নেহিতীর্নৃমণা অধত্ত ॥ ১৩ ॥
 দ্রপ্সমপশ্রং বিষুণে চরংতমুপহ্বরে নতো অংশুমত্যাঃ ।
 নভো ন কৃষ্ণমবতস্ত্বিবাংসমিষ্যামি বো বৃষণো যুধ্যতাজৌ ॥ ১৪ ॥

অধ দ্রপো অংশুমত্যা উপস্থেহদারয়ত্ত্বং তিস্রিষাণঃ ।

বিশো অদেবীরভ্যা চরংতীবৃহস্পতিনা যুজ্জেন্দ্রঃ সমাহে ॥ ১৫

ঋং হ ত্যংসপ্তভ্যো জায়মানোহশক্রভ্যো অভবঃ শক্ররিংদ্র ।

গৃড্ধে জ্যাপাথিবী অন্নিবিংদো বিভূমন্ত্যো ভুবনেভ্যো রণং ধাঃ ॥ ১৬ ॥

ঋং হ তাদপ্রতিমানমোজো বজ্রেণ বজ্রিকৃষিতো জঘংথ ।

ঋং শুষ্কশ্রাবাতিরো বধত্রৈঋং গা ইংদ্র শচোদবিংদঃ ॥ ১৭ ॥

ঋং হ তাদৃষভ চর্যণীনাং ঘনো বৃত্রাণাং তবিষো বভূথ ।

ঋং সিংধুঁরস্বজন্তুভানান্ অমপো অজরো দাসপত্নীঃ ॥ ১৮ ॥

স স্ক্রুতু রণিতা যঃ স্মৃতেষনুত্তমন্যার্যো অহেব রেবান্ ।

য এক ইন্নর্যপাংসি কর্তা স বৃত্রহা প্রতীদত্তমাহঃ ॥ ১৯ ॥

স বৃত্রহেংদ্রচর্যণীধ্বত্তং সৃষ্টুতা হব্যং হবেম ।

স প্রাবিতা মঘবা নোহধিবক্তা স বাজশ্চ শ্রবশ্চ দাতা ॥ ২০ ॥

স বৃত্রহেংদ্র ঋতুক্ষাঃ সন্তো জজ্ঞানো হব্যো বভূব ।

কৃগ্নুপাংসি নর্যা পুরুণি ষ্যেমো ন পীতো হব্যঃ সখিভ্যঃ ॥ ২১ ॥



নবমং মণ্ডলং ।

॥ ১০ ॥

ত্র্যরুণত্রসদসূ্য ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ ১-৩ অনুষ্কু
শ্লিপীলিকমধ্যা । ৪-৯ উধ্ব' বৃহতী ।
১০-১২ বিরাট্ ॥

পর্যু' সু প্র ধন্ব বাজসাতয়ে পরি বৃত্তাণি সক্ষণিঃ ।

দ্বিবস্তুরধ্যা ঋণয়া ন ঈয়সে ॥ ১ ॥

অনু হি ত্বা স্তুতং সোম মদামসি মহে সমর্যরাজ্যে ।

বাজাঁ অভি পবমান প্র গাহসে ॥ ২ ॥

অজীজনো হি পবমান সূর্য্যং বিধারে শরুনা পয়ঃ ।

গোজীরয়া রংহমাণঃ পুরংধ্যা ॥ ৩ ॥

অজীজনো অমৃত মর্তেধ্বা ঋতস্ত ধর্ম্মমৃতস্ত চারুণঃ ।

সদাসরো বাজমচ্ছা সনিঘাদৎ ॥ ৪ ॥

অভ্যভি হি শ্রবসা ততদিথোৎসং ন কং চিজ্জন পানমক্ষিতং ।

শর্য্যভিন'ভিন্নমানো গভস্ত্যোঃ ॥ ৫ ॥

আদীং কে চিৎপশুমানাস আপাং বস্তুকটো দিব্যা অভ্যানুষত ।

বারং ন দেবঃ সবিতা ব্যাৰ্ণতে ॥ ৬ ॥

ত্বে সোম প্রথমা বৃক্কবর্হিষো মহে বাজায় শ্রবসে ধিয়ং দধুঃ ।

স ত্বং নো বীর বীর্য্যায় চোদয় ॥ ৭ ॥

দিবঃ পীযুষং পূর্বাং যজ্ঞকথাং মহো গাহাদিব আ নিরধুক্ষত ।

ইংদ্রমভি জায়মানং সমশ্বরন ॥ ৮ ॥

অধ যদি মে পবমান রোদসৌ ইমা চ বিশ্বা ভুবনাভি মজ্জুনা ।

যুধে ন নিঃষ্ঠা বৃষভো বি তিষ্ঠসে ॥ ৯ ॥

সোমঃ পুনানো অব্যয়ে বারে শিশুন ক্রীড়ৎ পবমানো অক্ষাঃ ।

সহস্রধারঃ শতবাজ ইংদ্রঃ ॥ ১০ ॥

এষঃ পুনানো মধুমা ঋতাবেংদ্রায়েংদ্রঃ পদতে স্বাহকৃশ্মিঃ ।

বাজসনির্বরিবোবিদ্বয়োবাঃ ॥ ১১ ॥

স পবস্ব সহমানঃ পৃতন্যস্ত্বেধেনুক্ষাংশ্রপ হৃগ্গহাণি ।

স্বায়ুধঃ সাসহ্বাস্ত্বে সোম শত্রূন ॥ ১২ ॥

॥ ১১৩ ॥

কশ্যপঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ পংক্তি ॥

শর্যণাবতি সোমমিংদ্রঃ পিবতু বৃত্রহা ।

বলং দধান আয়নি করিষ্যস্বীর্য্যং মহ

দিংদ্রায়েংদো পরি শ্রব ॥ ১ ॥

আ পবস্ব দিশাং পত আজীকাং সোম মৌঢ়ঃ ।

ঋতবাকেন স্ত্যোনে শ্রদ্ধয়া তপসা স্রুত

ইংদ্রায়েংদোপরি শ্রব ॥ ২ ॥

পর্জন্তবৃদ্ধং মহিষং তং সূর্য্যশ্রু হৃহিতা ভরৎ ।

তং গংধর্বাঃ প্রত্যগ্ভণ্ডং সোমে রসমাদধু

রিংদ্রায়েংদো পরি শ্রব ॥ ৩ ॥

ঋতং বদন্তু তদ্ব্যম্ সত্যং বদন্তু সত্যকর্মন্ ।
 শ্রদ্ধাং বদন্তু সোম রাজকাত্রা সোম পবিক্ত
 ইন্দ্রায়েংদো পরি শ্রব ॥ ৪ ॥
 সত্যমুগ্রস্ত বৃহতঃ সং শ্রবন্তি সংশ্রবাঃ ।
 সং যংতি রসিনো রসাঃ পুনানো ব্রহ্মণা হর
 ইন্দ্রায়েংদো পরি শ্রব ॥ ৫ ॥
 যত্র ব্রহ্মা পবমান ছন্দস্তাং বাচং বদন্ ।
 গ্রাব্ণা সোমে মহীয়তে সোমেনানন্দং জনয়
 ঋগ্বেদায়েংদো পরি শ্রব ॥ ৬ ॥
 যত্র জ্যোতিরজসং যস্মিন্লোকে স্বহিতং
 তস্মিন্মাং ধেহি পবনানামৃতে লোকে অক্ষিত
 ইন্দ্রায়েংদো পরি শ্রব ॥ ৭ ॥
 যত্র রাজা বৈবস্বতো যত্রাবরোধনং দিবঃ ।
 যত্রামূর্যাহুবতীরাপস্তত্র মামমৃতং
 কুধীংদ্রায়েং দো পরি শ্রব ॥ ৮ ॥
 যত্রানুকামং চরণং ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ ।
 লোকা যত্র জ্যোতিশ্চতস্তত্র মামমৃতং
 কুধীংদ্রায়েংদো পরি শ্রব ॥ ৯ ॥
 যত্র কামা নিকামাশ্চ যত্র ব্রহ্মস্ত বিষ্টপং ।
 স্বধা চ যত্র তৃপ্তিশ্চ তত্র মামমৃতং
 কুধীংদ্রায়েংদো পরি শ্রব ॥ ১০ ॥
 যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে ।
 কামস্ত যত্রাপ্তাঃ কামান্তত্র মামমৃতং
 কুধীংদ্রায়েংদো পরি শ্রব ॥ ১১ ॥

দশমং মণ্ডলং ।

॥ ১৪ ॥

যমঃ ॥ ১-৫, ১৩-১৬ যমঃ । ৬ লিংগোক্ত দেবতা ।

৭-৯ লিংগোক্তদেবতাঃ পিতরো বা । ১০-১২

স্থানো ॥ ১-১২ ত্রিষ্টুপ । ১৩, ১৪, ১৬

অনুষ্টুপ । ১৫ রহতী ।

পরেয়িবাংসং প্রবতো মহীরনু বহুভ্যঃ পংথামনুপস্পাশানং ।

বৈবস্বতং সংগমনং জনানাং বমং রাজানাং হবিষা হুবন্ত ॥ ১ ॥

যমো নো গাতুং প্রথমো বিবেদ নৈষা গব্যাতিরপভর্তবা উ ।

যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুরেনা জজ্ঞানাঃ পথ্যা অনু স্বাঃ ॥ ২ ॥

মাতলী কবৈর্যমো অংগিরোভিবৃহস্পতির্ধ্রুবতির্বার্বাহনঃ ।

যাংশ্চ দেবা বার্বধুর্যে চ দেবাস্ত্ স্বাহান্তে স্বধয়ান্তে মদংতি ॥ ৩ ॥

ইমং যম প্রস্তুরমা হি সীদাংগিরোভিঃ পিতৃভিঃ সংবিদানং ।

আ হ্রা মংত্রাঃ কবিশস্তা বহংত্বেনারাজনুহবিষানাদয়শ্ব ॥ ৪ ॥

অংগিরোভিরা গহি যজ্ঞিয়েভির্য়ম বৈরুপৈরিহ মাদয়শ্ব ।

বিবস্বতং হবে যঃ পিতা তেহস্মিন্ যজ্ঞে বর্হিষ্যা নিবন্ত ॥ ৫ ॥

অংগিরসো নঃ পিতরো নবগ্না অথর্বাণো ভৃগবঃ সোম্যাসঃ ।

তেষাং বয়ং স্তমতো যজ্ঞিয়ানামপি ভদ্রে সৌমনসে শ্রাম ॥ ৬ ॥

প্রেহি-প্রেহি পথিভিঃ পূর্বোভির্যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুঃ ।

উভা রাজানা স্বধয়া মদংতা যমং পশ্যাসি বরুণং চ দেবং ॥ ৭ ॥

সং গচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সং যমেনেষ্টাপূর্তেন পরমে ব্যোমন্ ।
 হিহ্মায়াবদাং পুনরন্তমেহি সং গচ্ছস্ব তন্মা শ্রবর্চাঃ ॥ ৮ ॥
 অপেত বীত বি চ সর্পতাতোহস্মা এতং পিতরো লোকমক্ৰন্ ।
 অহোভিরস্তিরক্তু ভির্ব্যক্তং যমো দদাত্যবসানমস্মৈ ॥ ৯ ॥
 অতি দ্রব সারমেয়ো ঋনো চতুরক্ষো শবলো সাধুনা পথা ।
 অথা পিতৃন্তু শ্রুবিদত্রা উপেহিযমেন যে সধমাদং মদংতি ॥ ১০ ॥
 যো তে ঋনো যম রক্ষিতারো চতুরক্ষো পথিরক্ষো নৃচক্ষসো ।
 তাভ্যামেনং পরি দেহি রাজন্তু স্বস্তি চাস্মা অনমীবং চ ধেহি ॥ ১১ ॥
 উরুগমাবন্তৃপা উভুংবলো যমস্ত দূতো চরতো জনা অহু ।
 তাবস্মভ্যং দৃশয়ে সূর্য্যায় পুনদাতামশ্রমন্তেহ ভদ্রং ॥ ১২ ॥
 যমায় সোমং শ্রুত যমায় জুহতা হবিঃ ।
 যমং হ যজ্ঞো গচ্ছত্যগ্নিদূতো অরংকৃতঃ ॥ ১৩ ॥
 যমায় স্তবন্ধবিজুহোত প্র চ তিষ্ঠত ।
 স নো দেবেষা যমদীর্ঘমাযুঃ প্র জীবসে ॥ ১৪ ॥
 যমায় মধুমন্তমং রাজ্ঞে হব্যং জুহোতন ।
 ইদং নম ঋষিভ্যঃ পূর্বজৈভ্যঃ পূর্বেভ্যঃ পথিকৃত্যঃ ॥ ১৫ ॥
 ত্রিকক্রকেভিঃ পততি বলুর্বীরেক মিহুং ।
 ত্রিষ্টুব্গায়ত্রী ছংদাংসি সর্বা তা যম আহিতা ॥ ১৬ ॥

॥ ১৫ ॥

শংখো যামায়নঃ ॥ পিতরঃ ॥ ১-১০, ১২-১৪

ত্রিষ্টুপ্ । ১১ জগতী ॥

উদীরতামবর উৎপরাস উন্মধ্যামাঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ ।

অশ্বঃ য ঙ্গয়ুব্বকা স্নাতজ্ঞাস্তে নোহবংতু পিতরো হবেষু ॥ ১ ॥

ইদং পিতৃভ্যো নমো অস্বত্ব য়ে পূবাসো য উপরাস ঙ্গয়ুঃ ।

যে পার্থিবে রজস্তা নিবস্তা যে বা নুনং স্রব্জনাশু বিক্ষু ॥ ২ ॥

আহং পিতৃস্ত স্রবিদত্রা অবিৎসি নপাতং চ বিক্রমণং চ বিষ্ণোঃ ।

বহিষদো যে স্বধয়া স্রতস্ত ভজন্ত পিতৃস্ত ইহাগমিষ্ঠাঃ ॥ ৩ ॥

বহিষদঃ পিতর উত্য বাগিমা বো হব্যা চক্ৰমা জুনধ্বং ।

ত আ গতাবসা শংতমেনাথা নঃ শং যোররপো দধাত ॥ ৪ ॥

উপহূতাঃ পিতরঃ সোম্যাসো বহিষ্যেযু নিধিযু প্রিয়েষু ।

ত আ গমংতু ত ইহ স্রবংত্রাধি ক্রবংতু তেহবংত্বশ্বান্ ॥ ৫ ॥

আচ্যা জাশু দক্ষিণতো নিষগ্নেমং যজ্ঞমাত গৃণী ত বিশ্বে ।

মা হিংসিষ্ট পিতরঃ কেন চিন্নো যদ আগঃ পুরুষতা করাম ॥ ৬ ॥

আসীনাসো অরুণীনামুপস্থে রয়িৎ ধত্ত দাশুবে মর্ত্যায় ।

পুত্রেভ্যঃ পিতরস্তস্ত বশ্বঃ প্র বচ্ছত ত ইহোজং দধাত ॥ ৭ ॥

যে নঃ পূর্বে পিতর সোম্যাসোহনুহিরে সোমপীথং বসিষ্ঠাঃ ।

তেভির্ষমঃ সংররাণো হবীষ্যশবু শক্তিঃ প্রতিকামমত্তু ॥ ৮ ॥

যে তাতৃষূর্দেবত্রা জেহমানা হোত্রাবিদঃ স্তোমতষ্ঠাসো অর্কৈঃ ।

আগ্নে বাহি স্রবিদত্রেভিরবাঙ্ সতৈঃ পিতৃভির্ষমসক্তিঃ ॥ ৯ ॥

যে সত্যাসো হবিরদো হবিষ্পা ইংদ্রেণ দেবৈঃ সরথং দধানাঃ ।
 আগ্নে যাঁহি সহস্রং দেববংশৈঃ পঠৈঃ পূৰ্বৈঃ পিতৃভিৰ্ঘর্মসন্তিঃ ॥ ১০ ॥
 অগ্নিষাত্তাঃ পিতর এহ গচ্ছত সদঃসদঃ সদত স্প্রণীতয়ঃ ।
 অত্তা হবীংষি প্রযতানি বর্হিষ্যথা রশ্মিঃ সর্ববীরং দধাতন ॥ ১১ ॥
 ত্বমগ্ন ঈলিতো জাতবেদোহবাড্চব্যানি সুরভোগি কৃত্বী ।
 প্রাদাঃ পিতৃভ্যঃ স্বধয়া তে অক্ষন্নন্ধি ত্বং দেব প্রয়তা হবীংষি ॥ ১২ ॥
 যে চেহ পিতরো যে চ নেহ যাংশ্চ বিদ্য যা উ চ ন প্রবিদ্য ।
 ত্বং বেথ যতি তে জাতবেদঃ স্বধাভিৰ্যজ্ঞং স্কুরুতং জুযস্ব ॥ ১৩ ॥
 যে অগ্নিদগ্ধা যে অনগ্নিদগ্ধা মধ্যো দিবঃ স্বধয়া মাদয়ন্তে ।
 তেভিঃ স্বরালসুনীতিমেতাং যথাবশং ত্বয় কল্পয়স্ব ॥ ১৪ ॥

॥ ১৬ ॥

দমনো যামায়নঃ ॥ অগ্নিঃ ॥ ১-১০ ত্রিষ্টুপ্ ।

১১-১৪ অনুষ্টুপ্ ॥

মৈনমগ্নে বি দহো মাভি শোচো মাত্ত ত্বচং চিক্ষিপো মা শরীরং ।
 যদা শৃতং কৃণবো জাতবেদোহথেমেনং প্র হিণুতাংপিতৃভ্যঃ ॥ ১ ॥
 শৃতং যদা করসি জাতবেদোহথেমেনং পরি দত্তাংপিতৃভ্যঃ ।
 যদা গচ্ছাতাসুনীতিমেতামথা দেবানাং বশনীর্ভবাতি ॥ ২ ॥
 সূর্য্যং চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা জ্ঞাং চ গচ্ছ পৃথিবীং চ ধর্মণা ।
 অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিতমোষধীষু প্রতি তিষ্ঠা শরীরৈঃ ॥ ৩ ॥

অজো ভাগন্তপসা তং তপস্ব তং তে শোচিস্তপতু তং তে অচিঃ ।
 যাস্তে শিবাস্তনো জাতবেদস্তাভিবহ্নৈনং স্নকৃতামু লোকং ॥ ৪ ॥
 অব সৃজ পুনরগ্নে পিতৃভ্যো যন্ত আহতশ্চরতি স্বধাভিঃ ।
 আয়ুর্বসান উপ বেতু শেষঃ সং গচ্ছতাং তবা জাতবেদঃ ॥ ৫ ॥
 যন্তে কৃষ্ণঃ শকুন আতুতোদ পিপীলঃ সর্প উত বা স্বাপদঃ ।
 অগ্নিষ্টদ্বিণাদগদং কৃণোতু সোমশ্চ যো ব্রাহ্মণা আবিবেশ ॥ ৬ ॥
 অগ্নের্বর্ম পরি গোতিব্যায়স্ব সং প্রোগৃষ পীবসা মেদসা চ ।
 নেত্বা ধৃষ্ণুর্হরসা জহ্বাণো দধৃগ্নিধক্ষ্যৎপর্যংথয়াতে ॥ ৭ ॥
 ইমমগ্নে চমসং মা বি জিহ্বরঃ প্রিয়ো দেবানামুত সোম্যানাং ।
 এষ যশ্চমসো দেবপানস্তন্মিন্দেবা অমৃতা মাদয়ংতে ॥ ৮ ॥
 ক্রবাদমগ্নিঃ প্র হিণোমি দূরং যমরাজ্ঞো গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ ।
 ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হবং বহতু প্রজানন্ ॥ ৯ ॥
 যো অগ্নিঃ ক্রব্যাংপ্রবিবেশ বো গৃহমিমং পশুগ্নিতরং জাতবেদসং ।
 তং হরামি পিতৃযজ্ঞায় ক্ষেরং স ঘর্মমিষাংপরমে সধস্থে ॥ ১০ ॥
 যো অগ্নিঃ ক্রব্যবাহনঃ পিতৃভ্যক্ষদৃতাবৃধঃ ।
 প্রেছ হব্যানি বোচতি দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্য আ ॥ ১১ ॥
 উশংতস্তা নি ধীমহ্যশংতঃ সমিধীমহি ।
 উশন্নুশত আ বহ পিতৃনৃহবিষে অন্তবে ॥ ১২ ॥
 যং স্বমগ্নে সমদহস্তমু নির্বাপয়া পুনঃ ।
 কিয়াংবত্র রোহতু পাকদূর্বা ব্যঙ্কশা ॥ ১৩ ॥
 শীতিকে শীতিকাৱতি হ্লাদিকে হ্লাদিকাৱতি ।
 ঞ্জডূক্যা স্ন সং গম ইন্নং স্বগিং হর্ষয় ॥ ১৪ ॥

॥ ১৮ ॥

সংকুস্থকো যামায়নঃ ॥ ১-৪ মৃত্যুঃ । ৫ ধাতা । ৬

ত্বষ্টা । ৯-১৩ পিতৃমেধঃ । ১৪ পিতৃমেধঃ

প্রজাপতির্বা ॥ ১-১০, ১২ ত্রিকূপ্ ।

১১ প্রস্তারপংক্তিঃ । ১৩ জগতী ।

১৪ অনুকূপ্ ॥

পরং মৃত্যো অহু পরেহি পংখাং যন্তে স্ব ইতরো দেবধানাং ।

চক্ষুষ্মতে শৃণুতে তে ত্রবৌমি মা নঃ প্রজাং রীরিষো মোত বীরান্

॥ ১ ॥

মৃত্যোঃ পদং যোপন্নতো যদৈত জাঘীয় আয়ুঃ প্রতরঃ দধানাঃ ।

আপ্যায়মানাঃ প্রজয়া ধনেন শুদ্ধাঃ পূতা ভবত যজ্ঞিগাসঃ ॥ ২ ॥

ইমে জীবা বি মৃতৈরাববৃত্রনভুত্ৱা দেবহুতির্নো অত্ৱ ।

প্রাংচো অগাম নৃতয়ে হসায় জাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ ॥ ৩ ॥

ইমং জীবৈভ্যঃ পরিধিং দধামি মৈষাং নু গাদপরো অর্থমেতং ।

শতং জীবংতু শরদঃ পুরুচীরংতমৃতাং দধতাং পর্বতেন ॥ ৪ ॥

যথাহাত্তনুপূর্বং ভবংতি যথ ঋতব ঋতুভির্বংতি সাধু ।

যথা ন পূর্বমপরো জহাত্যেবা ধাতরাযুংষি কল্পয়ৈষাং ॥ ৫ ॥

আ রোহতায়ুর্জরসং বৃণানা অনুপূর্বং যতমানা যতি ষ্ঠ ।

ইহ তৃষ্টা সৃজনিমা সজোষা দীর্ঘমায়ুঃ করতি জীবসে বঃ ॥ ৬ ॥

ইমা নারীরবিধবাঃ স্পৃহীরাংজনেন সর্পিষা সং বিশংতু ।

অনশ্রবোহনমীবাঃ সুরভা আ রোহংতু জনয়ো যোনিমগ্রে ॥ ৭ ॥

উদীৰ্ষ' নার্ষভি জীবলোকং গতানুমেতমুপ শেষ এহি ।

হস্তগ্রাভস্ত দিধিষোস্তবেদং পতুর্জনিভ্বমভি সং বভূথ ॥ ৮ ॥

ধনুর্হস্তাদাদদানো মৃতস্ত্রাস্ত্রে ক্ষত্রায় বচসে বলায় ।

অত্রৈব ত্বমিহ বয়ং সুবীরা বিশ্বাঃ স্পৃধো অভিমাতীর্জয়েম ॥ ৯ ॥

উপ সর্প মাতরং ভূমিমেতামুরুবাচসং পৃথিবীং স্রশেবাং ।

উর্গম্নদা যুৱতির্দক্ষিণাবত এষা ত্বা পাতু নিঋতৈরুপত্নাং ॥ ১০ ॥

উচ্ছৃংচস্ব পৃথিবি মা নি বাধথাঃ স্পায়নানৈশ্চ ভব স্পবংচনা ।

মাতা পুত্রং যথা সিচাত্যেনং ভূম উর্গুহি ॥ ১১ ॥

উচ্ছৃংচমানা পৃথিবী স্র তিষ্ঠতু সহস্রং মিত উপ হি শ্রয়ংতাং ।

তে গৃহাসো য়তশ্চূতো ভবংতু বিশ্বাহাষ্টৈশ্চ শরণাঃ সংত্বত্র ॥ ১২ ॥

উত্তে স্তভ্নানি পৃথিবীং ত্বৎপরীমং লোগং নিদধন্যো অহং রিষং ।

এতাং স্কৃণাং পিতরো ধারয়ন্তু তেহত্রা যমঃ সাদনা তে মিনোতু

॥ ১৩ ॥

প্রতীচীনে মামহনীষাঃ পর্ণমিবা দধুঃ ।

প্রতীচীং জগ্রভা বাচমশ্বং রশনয়া যথা ॥ ১৪ ॥

॥ ৭৫ ॥

সিংধুক্ষিৎপ্রৈয়মেধঃ ॥ নদ্যঃ ॥ জগতী ॥

প্র স্র ব আপো মহিমানমুক্তমং কারুবৌচাতি সদনে বিবস্বতঃ ।

প্র সপ্তসপ্ত ত্রেধা হি চক্রমঃ প্র স্তৱরীণামতি সিংধুরোজসা ॥ ১ ॥

প্র তেহরদর্ষকণো যতিবে পথঃ সিংধো যদ্বাজা অভ্যদ্রবস্বং ।

ভূম্যা অধি প্রবতা যাসি সানুনা যদেযামগ্রং জগতামিরজ্যাসি ॥ ২ ॥

দিবি স্বনো যততে ভূম্যোপৰ্যনংতং শুশ্রুমুদিত্যিতি ভাহুনা ।
অভ্রাদিব প্র স্তনয়ন্তি বৃষ্টয়ঃ সিংধূৰ্ঘদেতি বৃষভো ন রোকুবৎ

॥ ৩ ॥

অভি ত্বা সিংধো শিশুমিহ্ন মাতরো বাশ্রা অৰ্ষন্তি পরসেব ধেনবঃ ।
রাজেব যুধা নয়সি ত্বমিৎসিচৌ বদাসামগ্রং প্রবতামিনক্ষসি ॥ ৪ ॥
ইমং মে গংগে ষমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচতা পরুক্ষ্যা ।
অসিক্র্যা মরুদ্বধে বিতস্তয়াজীকীয়ে শৃণুহা সুধোময়া ॥ ৫ ॥
তৃষ্টাময়া প্রথমং বাতবে সজুঃ সুসর্ভা রসয়া শ্বেত্যা ত্যা ।
ত্বং সিংধো কুতয়া গোমতীং ক্রমুং মেহংয়া সরথং যাভিরীয়সে

॥ ৬ ॥

ঋজীতোনী কশতী মহিত্বা পরি জুয়াংসি ভরতে রজাংসি ।
অদক্কা সিংধুরপসামপস্তমাস্থা ন চিত্রা বপুযীব দর্শতা ॥ ৭ ॥
স্বশ্বা সিংধুঃ সুরথা সুবাসা হিরণ্যায়ী স্ককতা বাজিনীবতী ।
উর্ণাবতী সুবতিঃ সীলমাবত্যাতি বস্তে সুভগা মধুর্ধ্বং ॥ ৮ ॥
সুথং বথং যুযুজে সিংধুরশ্বিনং তেন বাজং সনিষদশ্বিন্নাজৌ ।
মহান্হস্ত মহিমা পনস্ততেহদক্কস্ত স্বযশসো বিরপ্শিনঃ ॥ ৯ ॥

॥ ৮২ ॥

বিশ্বকর্মা ভোবনঃ । বিশ্বকর্মা ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

চক্ষুঃ পিতা মনসা হি ধীরো যুতমেনে অজনন্নয়মানে ।
যদেদংতা অদদৃহন্ত পূর্ব আদিদ্যা বাপৃথিবী অপ্রধেতাং ॥ ১ ॥
বিশ্বকর্মা বিমনা আদ্বিহায়া ধাতা বিধাতা পরমোত সংদৃক্ ।
তেষামিষ্টানি সমিষা মদন্তি যত্রা সপ্তঋষীনুপর একমাহঃ ॥ ২ ॥

যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা ।

যো দেবানাং নামধা এক এব তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যংতাত্ত্বা ॥ ৩ ॥

~~তু অস্মদন্তঃ প্রবিষ্ণুঃ সমস্মা ঋষয়ঃ পূর্বে জরিতারো ন ভূনা ।~~

অশ্বর্তে শ্বর্তে রজসি নিষন্তে যে ভূতানি সমকুণ্ণিমানি ॥ ৪ ॥

পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা পরো দেবেভিরশ্বরৈর্ষদন্তি ।

কং স্বিদগর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমপশ্যন্ত বিশ্বে ॥ ৫ ॥

তমিদগর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিশ্বে ।

অজশ্র নাতাবধ্যোকমর্পিতং যস্মিষ্মিষ্মানি ভুবনানি তস্মুঃ ॥ ৬ ॥

ন তং বিদাথ য ইমা জজানাগ্ৰহাস্মাকমন্তরং বভূব ।

নীহারেণ প্রাবৃতা অল্ল্যা চাস্মতৃপ উকথশাসশ্চরন্তি ॥ ৭ ॥

॥ ৮৫ ॥

সূর্য্য সাবিত্রী ॥ ১-৫ সোমঃ । ৬-১৬ সূর্য্যবিবাহঃ ।
 ১৭ দেবাঃ । ১৮ সোমার্কৌ । ১৯ চংদ্রমাঃ ২০-২৮
 নৃণাং বিবাহমন্ত্রা আশীঃপ্রায়াঃ । ২৯, ৩০
 বধুবাসঃসংস্পর্শনিংদা । ৩১ যক্ষ্মনাশিনী
 দংপত্যোঃ । ৩২-৪৭ সূর্য্য ॥ ১-১৩,
 ১৫-১৭, ২২, ২৫, ২৮-৩৩, ৩৫,
 ৩৮-৪২, ৪৫-৪৭, অনুষ্কুপ্ । ১৪,
 ১৯-২১, ২৩, ২৪, ২৬, ৩৬, ৩৭,
 ৪৪ ত্রিষ্কুপ্ । ১৮, ২৭, ৪৩
 জগতী । ৩৪ ঊরোরুহতী ॥

সত্যেনোত্ততিতা ভূমিঃ স্বর্ষেণোত্ততিতা দ্যৌঃ ।

ঋতেনাদিত্যাস্তিষ্ঠংতি দিবি সোমো অধি শ্রিতঃ ॥ ১ ॥

সোমেনাদিত্যা বলিনঃ সোমেন পৃথিবী মহী ।

অথো নক্ষত্রাণামেষামুপস্থে সোম আহিতঃ ॥ ২ ॥

সোমং মত্ততে পপিবাভ্রৎসংপিংষংতোষধিঃ ।

সোমং যং ব্রহ্মাণো বিহ্নন তস্তান্ন তি কশ্চন ॥ ৩ ॥

আচ্ছদ্বিধানৈগুপিতো বাহ্নৈঃ সোম রক্ষিতঃ ।

গ্রাব্ণামিচ্ছুগুপ্তিষ্ঠসি ন তে অগ্নাতি পার্থিবঃ ॥ ৪ ॥

যজ্ঞা দেব প্রপিবন্তি তত আ প্যায়সে পুনঃ ।

বায়ুঃ সোমশ্চ রক্ষিতা সমানাং মাস আকৃতিঃ ॥ ৫ ॥

রৈভ্যাসীদনুদেয়ী নারাশংসী ত্রোচনী ।

সূর্য্যায় ভদ্রমিহাসো গাথয়ৈতি পরিকৃতং ॥ ৬ ॥

চিত্তিরা উপবহ্ণং চক্ষুরা অভ্যংজনং ।

শ্রোভূমিঃ কোশ আসীত্তদয়াংসূর্য্য পতিং ॥ ৭ ॥

স্তোমা আসন্প্রতিধয়ঃ কুরীরং ছন্দ ওপশঃ ।

সূর্য্যায় অশ্বিনা বরাগ্নিরাসীৎপুরোগবঃ ॥ ৮ ॥

সোমো বধুয়ুরভবদশ্বিনাস্তামুভা বরা ।

সূর্য্যং যৎপত্যে শংসংতীং মনসা সবিতাদদাৎ ॥ ৯ ॥

মনো অশ্রা তন আদীদ্যোরাসীহৃত ছদিঃ ॥

শুক্রাবনড়াহাবাস্তাং যদয়াংসূর্য্য গৃহং ॥ ১০ ॥

ঋক্সামাভ্যামভিহিতৌ গাবো তে সামনাবিতঃ ।

শ্রোত্রং তে চক্রে আস্তাং দিবি পংখাশ্চরাচরঃ ॥ ১১ ॥

শুচী তে চক্রে যাত্যা ব্যানো অক্ষ আহতঃ ।

অনো মনস্বয়ং সূর্য্যারোহৎপ্রয়তী পতিং ॥ ১২ ॥

সূর্য্যায় বহতুঃ প্রাগাৎসবিতা যমবাস্তজৎ ।

অঘাস্তু হন্তংতে গাবোহজুত্বোঃ পর্য্যহতে ॥ ১৩ ॥

বদশ্বিনা পৃচ্ছমানাবয়াতং ত্রিচক্রেণ বহতুং সূর্য্যায়ঃ ।

বিধে দেবা অনু তদ্বামজানন্পুত্রঃ পিতরাববৃণীত পুবা ॥ ১৪ ॥

যদযাতং শুভস্পতী ররেযং সূর্য্যমুপ ।

কৈকং চক্রেণ বামাসীৎক দেষ্ট্যায় তস্থথুঃ ॥ ১৫ ॥

ধে তে চক্রে সূর্যে ব্রহ্মাণ ঋতুথা বিহুঃ ।

অথৈকং চক্রং যদৃগুহা তদকাতয় ইদ্রিহুঃ ॥ ১৬ ॥

সূর্য্যায়ৈ দেবেভ্যো মিত্রায় বরুণায় চ ।

যে ভূতশ্চ প্রচেতস ইদং তেভ্যোহকরং নমঃ ॥ ১৭ ॥

পূৰ্বাপরং চরতো মায়্যৈতৌ শিশু ক্রীড়ন্তৌ পরি যাতৌ অধ্বরং ।

বিশ্বাত্তত্তো ভুবনাভিচষ্ট ঋতুঁরত্তো বিদধজ্জাষতে পুনঃ ॥ ১৮ ॥

নবোনবো ভবতি জায়মানোহহ্লাং কেতুরুষসামেতাগ্রং ।

ভাগং দেবেভ্যো বি দধাত্যায়ন্ প্র চঃদ্রমাস্তিরতে দীৰ্য্যমায়ুঃ ॥ ১৯ ॥

স্বকিংশু কং শল্ললিং বিশ্বরূপং হিরণ্যবর্ণং সূবৃতং সূচক্রং ।

আ রোহ সূর্যে অমৃতশ্চ লোকং শ্রোণং পত্যে বহতুং কৃণুষ ॥ ২০ ॥

উদীৰ্বাতঃ পতিবতী হেষা বিশ্বাবসুং নমসা গীর্ভিরীলোঃ ।

অত্রামিচ্ছ পিতৃবদং ব্যক্তাং স তে ভাগো জনুযা তশ্চ বিদ্ধি ॥ ২১ ॥

উদীৰ্বাতো বিশ্বাবসো নমসেলামহে ত্বা ।

অত্রামিচ্ছ প্রফৰ্বাং সং জায়ন্ পত্যা সৃজ ॥ ২২ ॥

অনুক্ষরা ঋজবঃ সংতু পংথা যেভি সথায়ো যংতি নো বরেষ্ময়ং ।

সমযমা সং ভগো নো নিনীয়াৎসং জাম্পতাং সুষমমস্ত দেবাঃ ॥ ২৩ ॥

প্র ত্বা মুংচামি বরুণশ্চ পাশাঞ্চে ন ত্বাবধাৎসবিতা সূশেবঃ ।

ঋত শ্চ যোনৌ স্কৃতশ্চ লোকেহরিষ্টাং ত্বা সহ পত্যা দধামি ॥ ২৪ ॥

প্রোতো মুংচামি নামুতঃ সূবদ্ধামমুতস্করং ।

যথেষ্মিৎসং মীদুঃ সূপুত্রা সূভগাসতি ॥ ২৫ ॥

পূষা ত্বোতো নয়তু হস্তগৃহ্মাশ্বিনা ত্বা প্র বহতাং রথেন ।

গৃহান্গচ্ছ গৃহপত্নী যথাসো বশিনী ত্বং বিদধমা বদাসি ॥ ২৬ ॥

ইহ প্রিয়ং প্রজয়া তে সমৃধ্যাতামশ্বিন্গৃহে গার্হপত্যায় জাগৃহি ।

এনা পত্যা তস্বং সং সৃজস্বাধা জিত্রৌ বিদথমা বদাথঃ ॥ ২৭ ॥

নীললোহিতং ভবতি কৃত্যাসক্তিব্যজ্ঞাতে ।

এধংতে অস্তা জ্ঞাতয়ঃ পতিংবৎধেষু বধ্যতে ॥ ২৮ ॥

পরা দেহি শামুলাং ব্রহ্মভ্যো বি ভজা বসু ।

কৃত্যেযা পদ্বতী ভূংব্যা জায়া বিশতে পতিং ॥ ২৯ ॥

অশ্রীয়া তনূর্ভবতি কুশতী পাপস্বামুয়া ।

পতির্বহ্নেধোবাসসা স্বমংগমভিধিৎসতে ॥ ৩০ ॥

যে বধ্বশ্চংদ্রং বহতুং বক্ষ্মা যংতি জনাদনু ।

পুনস্তাগ্রজিয়া দেবা নয়ংতু যত আগতাঃ ॥ ৩১ ॥

মা বিদন্পরিপংথিনো য আসীদংতি দংপতী ।

সুগেভিহুর্গমতীতামপ দ্রাংস্বরাতয়ঃ ॥ ৩২ ॥

স্বমংগলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশুত ।

সৌভাগ্যমশ্তৈ দহ্মায়াথাস্তং বি পরেতন ॥ ৩৩ ॥

তৃষ্টমেতংকটুকমেতদপাষ্টবদ্বিষবনৈতদন্তবে ।

সূর্যাং বো ব্রহ্মা বিজ্ঞাৎস ইদ্বাধুয়মর্হতি ॥ ৩৪ ॥

আশসনং বিশসনমথো অধিবিকর্তনং ।

সূর্যায়াঃ পশু রূপাণি তানি ব্রহ্মা তু শুংধতি ॥ ৩৫ ॥

গৃভ্ণামি তে সৌভগহ্মায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্বধাসঃ ।

ভগো অর্থমা সবিতা পুরংধর্মহং স্বাহুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ ॥ ৩৬ ॥

তাং পূবহ্বিবতম্যেরয়স্ব যস্তাং বীজং মনুষ্যা বপংতি ।

যা ন উরু উশতী বিশ্রাণতে যস্তামুশংতঃ প্রহরাম শেপং ॥ ৩৭ ॥

তুভামগ্রে পর্যবহন্ত্ সূর্যাং বহতুনা সহ ।

পুনঃ পতিভ্যো জায়াং দা অগ্নে প্রজয়া সহ ॥ ৩৮ ॥

পুনঃ পত্নীমগ্নিরদাদাযুষা সহ বচসা ।

দীর্ঘায়ুরশ্রা যঃ পতিজীবাতি শরদঃ শতং ॥ ৩৯ ॥

সোমঃ প্রথমো বিবিদে গংধর্বো বিবিদ উত্তরঃ ।

তৃতীয়ো অগ্নিষ্ঠে পতিস্তরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ ॥ ৪০ ॥

সোমো দদদগংধর্বায় গংধর্বো দদদগ্নয়ে ।

রয়িং চ পুত্রাংশ্চাদাদগ্নিমহ্মথো ইমাং ॥ ৪১ ॥

ইহৈব স্তং মা বি যৌষ্টং বিশ্বমায়ুর্বাশ্নুতং ।

ক্রীড়ন্তৌ পুত্রেন প্তৃভির্মোদমানৌ স্বে গৃহে ॥ ৪২ ॥

আ নঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিরাজরসায় সমনক্তুর্ঘমা

অহ্মংগলীঃ পতিলোকমা বিশ শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে

॥ ৪৩ ॥

অঘোরচক্ষুরপতিঘ্নোধি শিবা শশুভ্যঃ সূমনাঃ সুবচাঃ ।

বীরসুর্দেবকামা স্তোনা শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥ ৪৪ ॥

ইমাং ত্বমিন্দ্র মীঢ়ঃ সুপুত্রাং সুভগাং কৃণু ।

দশাস্ত্রাং পুত্রানা ধেহি পতিমেকাদশং কৃধি ॥ ৪৫ ॥

সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রুং ভব ।

ননাংদরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধি দেবষু ॥ ৪৬ ॥

সমংজংতু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ ।

সং মাতরিখা সং ধাতা সমু দেষ্টী দধাতু নৌ ॥ ৪৭ ॥

॥ ১২১ ॥

হিরণ্যগর্ভঃ প্রাজাপত্যঃ ॥ কঃ ॥ ত্রিঋপু ॥

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতশ্চ জাতঃ পতিরেক আসীৎ ।

স দাধার পৃথিবীং ত্বামুতেমাং কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১ ॥

য আত্মদা বলদা যশ্চ বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যশ্চ দেবাঃ ।

যশ্চ ছায়ামৃতং যশ্চ মৃত্যুঃ কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ২ ॥

যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিতৈক ইদ্রাজা জগতো বভূব ।

য ঙ্গৈশে অশ্চ দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩ ॥

যশ্চেমে হিমবন্তো মহিত্বা যশ্চ সমুদ্রং রসয়া সহাহঃ ।

যশ্চেমাঃ প্রদিশো যশ্চ বাহু কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৪ ॥

যেন ত্তোরুগ্রা পৃথিবী চ দৃড়্হা যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ ।

যো অংতিরিক্ষে রজসো বিমানঃ কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৫ ॥

যং ক্রন্দসী অবসা তন্তুভানে অভ্যাক্ষেতাং মনসা রেজ্যমানে ।

যত্রাধি সূর উদিতো বিভাতি কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৬ ॥

আপো হ যদ্বৃহতী বিশ্বমায়নৃগর্ভং দধানা জনয়ন্তীরয়িৎ ।

ততো দেবানাং সমবর্ততানুরেকঃ কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৭ ॥

যশ্চিদাপো মহিনা পর্যাপশ্চদক্ষং দধানা জনয়ন্তীর্যজং ।

যো দেবেষধি দেব এক আসীৎ কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৮ ॥

মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্মা জজান ।

যশ্চাপশ্চংদ্রা বৃহতীর্জজান কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৯ ॥

প্রজাপতে ন ত্বদেতাশ্চতো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব ।

যংকামান্তে জুহুমন্তনো অস্ত বয়ং ত্বাম পত্যো রয়ীণাং ॥ ১০ ॥

॥ ১২৯ ॥

প্রজাপতিঃ পরমেষ্ঠী ॥ ভাববৃত্তং ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

নাসদাসীন্মো সদাসীত্তদানীং নাসীজ্জো নো ব্যোমা পরো যৎ ।

কিমাবরীবঃ কুহ কশ্চ শর্ম্মন্তঃ কিমাসীদগহনং গভীরং ॥ ১ ॥

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তহি ন রাজ্যা অহু আসীৎপ্রকেতঃ ।

আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ভ্রাতৃশ্চ পরঃ কিং চনাস ॥ ২ ॥

তম আসীত্তমসা গৃড়্‌হমগ্রেহপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদং ।

তুচ্ছানাভূপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকং ॥ ৩ ॥

কামস্তদগ্রে সমবততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ ।

সতো বংধুমসতি নিরবিদন্‌হৃদি প্রতীষ্যা কবরো মনীষা ॥ ৪ ॥

তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ ।

রেতোধা আসন্মহিমান আসন্ত স্বধা অবস্তাৎপ্রযতিঃ পরস্তাৎ ॥ ৫ ॥

কো অন্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎকুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ ।

অবাগ্‌দেবা অশ্রু বিসর্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব ॥ ৬ ॥

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন ।

যো অশ্রাধাক্ষঃ পরমে ব্যোমস্তসৌ অংগ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ ৭ ॥

॥ ১২১ ॥

সংবননঃ ॥ ১ অগ্নিঃ । ২-৪ সংজ্ঞানং ॥ ১, ২, ৪

অনুষ্টুপ্ । ৩ ত্রিষ্টুপ্ ॥

সংসমিছ্যবসে বৃষন্নগ্নে রিখাত্ত্য আ ।

ইলম্পদে সমিধাসে স নো বহুত্বা ভর ॥ ১ ॥

ସଂ ଗଚ୍ଛନ୍ଧଂ ସଂ ବଦନ୍ଧଂ ସଂ ବୋ ଯନାଂସି ଜ୍ଞାନତାଂ ।

ଦେବା ଭାଗଂ ଯଥା ପୂର୍ବେ ସଂଜ୍ଞାନାନା ଉପାସତେ ॥ ୨ ॥

ସମାନୋ ଯନ୍ତ୍ରଃ ସମିତିଃ ସମାନୀ ସମାନଂ ଯନଃ ସହ ଚିନ୍ତୟେଷାଂ ।

ସମାନଂ ଯନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ରାଂ ଯନ୍ତ୍ରାଂ ବଃ ସମାନେନ ବୋ ହବିଷା ଜୁହୋମି ॥ ୩ ॥

ସମାନୀ ବ ଆକୃତିଃ ସମାନା ହୃଦୟାନି ବଃ ।

ସମାନୟନ୍ତ୍ର ବୋ ଯନୋ ଯଥା ବଃ ଅସହାୟତା ॥ ୪ ॥



শুক্লযজুৰ্বেদ সংহিতা ।

পিণ্ড পিতৃ যজ্ঞ ।

অগ্নয়ে কব্যাবাহনায় স্বাহা সোমায় পিতৃমতে স্বাহা ।

অপহতা অম্বরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ ॥ ২৯ ॥

যে রূপাণি প্রতিমূক্ষমানা অম্বরাঃ স স্তুঃ স্বধয়া চরন্তি ।

পর। পুরো নিপুরো যে ভরন্ত্যগ্নিষ্ঠান্ লোকাং প্রণুদাত্যস্মাৎ ॥ ৩০ ॥

অত্র পিতরো মাদম্বধ্বং যথা ভাগমাবৃষায়িষত্ ।

অমীমদন্ত পিতরো যথাভাগমাবৃষায়িষত ॥ ৩১ ॥

নমো বঃ পিতরো রসায় নমো বঃ পিতরঃ ৩

শোষায় নমোঃ বঃ পিতরো জীবায় ।

নমো বঃ পিতরঃ স্বধায়ৈ নমো বঃ পিতরো ঘোরায় ।

নমো বঃ পিতরো মন্তবে নমো বঃ

পিতরঃ পিতরো নমো বো গৃহায়ঃ

পিতরো দত্ত সতো বঃ পিতরো

দেঠৈ তবঃ পিতরো বাস আধত্ত ॥ ৩২ ॥

আধত্ত পিতরো গর্ভঙ্কুমারং পুঙ্কর অজম্ ।

যথে হ পুরুষো সৎ ॥ ৩ ॥

উর্জং বহন্তীরমৃতং দ্ব্যতং পরঃ কীলালং পরিস্রুতম্ ।

স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতৃন্ ॥ ৩৪ ॥

শতরুদ্রিয়ো বা রুদ্রাধ্যায়ঃ ।

নমস্তে রুদ্র মন্ত্রব উতোত ইষবে নমঃ । বাহভ্যা মূততে নমঃ ॥ ১

ষাতে রুদ্র শিবাতনুরঘোরা পাপকাশিনী ।

তরা নস্তৃষাশাস্ত ময়া গিরিশস্তাভিচাকাশীহি ॥ ২

ষামিষুঙ্গিরিশস্ত হস্তে বিভর্ষাস্তবে ।

শিবাক্সিরিত্ত তাক্কুরু মা হিংসীঃ পুরুষঞ্জগৎ ॥ ৩

শিবেন বচসা স্বাগিরিশাচ্ছাবদামসি ।

বথা নঃ সর্কমিজ্জগদ্ যক্ষ্মং স্তুমনা অসৎ ॥ ৪

অধাবোচদধি বক্তা প্রথমোদৈবো ভীষক্ ।

অহীশ্চ সর্কজ্জন্তয়ন্ত্ সর্কশ্চ যাতুধাতোধরাচীঃ পরাস্তব ॥ ৫

অসৌ যস্তাম্রোহরুণ উত বজ্র স্তুমঙ্গলঃ ।

যে চৈনং রুদ্রা অভিতো দিক্শু স্রিতাঃ সহস্রশো বৈবাং হেড়

ইমহে ॥ ৬

অসৌ ষোবসর্পতি নীলগ্রীবো বিলোহিতঃ ।

উতেনঙ্গোপা অদৃশন্নদ্রুদহার্য্যঃ স দৃষ্টো মৃড়য়াতি নঃ ॥ ৭

নমস্ত নীলগ্রীবায়া সহস্রাক্ষায় মীড়্হষে ।

অথো যে অশ্রু সত্বানো হস্তভ্যো করন্নমঃ ॥ ৮

প্রমুঞ্চ ধননস্তমুভয়োরাত্তৌ জ্যাম্ ।

ষাশ্চতে হস্ত ইষবঃ পরাতা ভগবোবপ ॥ ৯

বিজ্যাক্কুঃ কপর্জিনো বিশল্যো বাণবা উত ।

অনেশন্নশ্রু যা ইষবঃ আভুরশ্রু নিষঙ্গধিঃ ॥ ১০

যাতে হেতিশ্রীচুষ্ণুভ হস্তে বভূব তে ধমুঃ ।

তস্মান্মান্ বিশ্বতস্তমবক্ষ্যয় পরিভূজ ॥ ১১

পরিতে ধন্বনো হেতিরশ্মান্ বৃণক্তু বিশ্বতঃ ।

অথো য ইষুধিস্তবারে অশ্মনিধেহিতং ॥ ১২

অবততা ধনুষ্ঠং সহস্রাক্ষ শতেষুধে ।

নিশীর্ষা শল্যানাংমুখা শিবো নঃ স্মননা ভব ॥ ১৩

নমস্ত আয়ুধায়ানাততায় ধুমবে ।

উভাভ্যামুততে নমো বাহভ্যাস্তব ধন্বনে ॥ ১৪

মা নো মহাস্তমুতমানো অর্ভকশ্মান উক্সন্তমুতমান উক্ষিতং ।

মানো বধীঃ পিতরশ্মোতমাতরশ্মা নঃ প্রিয়ান্তবো রুদ্র রীরিষঃ

॥ ১৫

মানস্তোকে তনয়ে মান আয়ুধি মা নো গোষু মানো অশ্বেষু

রীরিষঃ ।

মানো বীরান্ রুদ্রভামিনো বধীর্হবিষ্মন্তঃ স দমিত্বা হবামহে ॥ ১৬

অথর্ববেদসংহিতা ।

প্রথমং কাণ্ডং ।

ইন্দ্রঃ । ২১ সূক্তং ।

স্বস্তিদা বিশাং পতি ব্রত্ৰহা বিমূধো বশী ।
বৃষেক্সঃ পুর এতু নঃ সোমপা অভয়ং করঃ ॥ ১
বি ন ইন্দ্র মুধো জহি নীচা যচ্ছ পৃতত্ততঃ ।
অধমং গময়া তমো যো অশ্বা অভিদাসতি ॥ ২
বি রক্ষো বি মুধো জহি বি ব্রত্ৰশু হনু ক্রজ ।
বি মনু্যমিক্স ব্রত্ৰহন্নমিত্ৰশ্চাভিদাসতঃ ॥ ৩
অপেক্স দ্বিষতো মনোহপ জিজ্যাসতোবধম্ ।
বি মহচ্ছর্ম যচ্ছ বরীয়ো নাবয়া বধম্ ॥ ৪

দ্বিতীয়ং কাণ্ডং ।

অগ্নিঃ । ১৯ সূক্তং ।

অগ্নে যন্তে তপস্তেন তংপ্রতিতপ যোহস্মান্দেষ্টি যং বয়ং দ্বিভ্যঃ ।
অগ্নে যন্তে হরস্তেন তংপ্রতি হর যোহস্মান্দেষ্টি যং বয়ং দ্বিভ্যঃ ॥ ২
অগ্নে যন্তেহর্চিস্তেন তং প্রত্যর্চ যোহস্মান্দেষ্টি যং বয়ং দ্বিভ্যঃ ॥ ৩
অগ্নে যন্তে শোচিস্তেন তংপ্রতি শোচ যোহস্মান্দেষ্টি যং বয়ং দ্বিভ্যঃ ॥ ৪
অগ্নে যন্তে তেজস্তেন তমতেজসং কৃণু যোহস্মান্দেষ্টি যং বয়ং দ্বিভ্যঃ ॥ ৫

চতুর্থং কাণ্ডং ।

বরুণং । ১৬ সূক্তং ।

বৃহন্নবামধিষ্ঠাতাস্তিকা দিব পশুতি ।

য স্তায়ন্নত্রে চরন্তু সর্বং দেবা ইদং বিদুঃ ॥ ১ ॥

যন্তিষ্ঠতি চরতি যশ্চ বঞ্চতি যো নিলায়ং চরতি যঃ প্রতঙ্কম্ ।

দ্বৌ সংনিষত্ব যন্নম্নয়েতে রাজা তদ্বেদ বরুণ স্তৃতীয়ঃ ॥ ২ ॥

উতেয়ং ভূমি বরুণস্ত রাজ্ঞ উতাসৌ দ্বৌ বৃহতী দূরে অস্তা ।

উতো সমুদ্রৌ বরুণস্ত কুক্ষৌ উতাস্মিন্নন্ন উদকে নিলীনঃ ॥ ৩ ॥

উত যো জ্বামতি সর্পাং পরস্তান্ন স মুচ্যাতৈ বরুণস্ত রাজ্ঞঃ ।

দিব স্পশঃ প্র চরন্তী দমস্ত সহস্রাক্ষা অতি পশুন্তি ভূমি ॥ ৪ ॥

সর্বং তদ্রাজা বরুণো নি চষ্টে যদন্তরা রোদসী যং পরস্তাং ।

সংখ্যাতা অস্ত নিমিষো জনানামক্ষানিব স্বয়ী নি মিনোতি তানি ॥ ৫ ॥

যে তে পাশা বরুণ সপ্ত সপ্ত ত্রেধা তিষ্ঠন্তি বিষিতা রুশন্তঃ ।

সিনন্ত সর্বে অন্তং বদন্তং যঃ সত্যবাত্ততি তং স্বজন্ত ॥ ৬ ॥

* * * * *

ষষ্ঠং কাণ্ডং ।

সূর্য্যঃ । ৩১ সূক্তং ।

আয়ং গোঃ পুশ্ণিরক্রমীদসদন্মাতরংপুরঃ ।

পিতরং চ প্রযন্তু স্বঃ ॥ ১ ॥

ଅନ୍ତଃଚରତି ରୋଚନାନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଣାଦପାନତଃ ।

ବ୍ୟାଧ୍ୟାନ୍ନାହିଷଃ ସ୍ବଃ ॥ ୨

ଦ୍ବିଂଶଦ୍ଭାମା ବି ରାଜତି ବାକ୍ପତନ୍ନୋ ଅଶିଶ୍ରିୟଂ ।

ପ୍ରତି ବନ୍ତୋରହତ୍ତୁଭିଃ ॥ ୩

ଉନବିଂଶଂ କାଣ୍ଡଂ ।

ଓଷା । ୧୨ ସୂକ୍ତଂ ।

ଓଷା ଅପ ଅମୁକ୍ତମଃ ସଂ ବର୍ତ୍ତୟତି ବର୍ତ୍ତନିଂ ସୁଜାତତା ।

ଅଗ୍ରା ବାଜଂ ଦେବହିତଂ ସନେମ ମଦେମ ଶତହିମାଃ ସୁବୀରାଃ ॥ ୧

ସମାପ୍ତା ।

বেদসংহিতা ।

(সংক্ষিপ্ত)

ঋগ্বেদসংহিতা ।

প্রথম মণ্ডল ।

১ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি ।

স্তব করি পুরোহিত (১) অগ্নি দেবতার (২),

যজ্ঞের ঋত্বিক হোতা রত্ন-প্রদাতায় । ১

প্রাচীন নবীন যত ঋষির প্রার্থিত ;—

করুন দেবতাগণে হেথা উপনীত । ২

(১) অগ্নি না হইলে যজ্ঞ হয় না এজন্ত ঋগ্বেদে অনেক স্থলে অগ্নিকে পুরোহিত বলা হইয়াছে ।

(২) অগ্নি নানা নামে প্রাচীন জাতিদিগের উপাস্ত ছিলেন । অন্তর নামে ইরানীয়দিগের মধ্যে, হেফাইষ্ট (Hephaistos), প্রমথ্ (Prometheus) এবং ভরগ্ণা (Phoroneus) নামে গ্রীকদিগের মধ্যে এবং উক্কা (Vulcan) নামে রোমকদিগের মধ্যে উপাসিত হইতেন । ল্যাটিন দিগের Ignis স্লাভ

অগ্নি দেন দিনে দিনে বর্দ্ধমান ধন ;
 তাহাতেই করে বীৰ্যা, যশ আনায়ন । ৩
 যে যজ্ঞের সৰ্ব্বদিকে অগ্নে ! তব বাস ;
 সে যজ্ঞ নিশ্চয় যায় দেবতাসন্কাশ । ৪
 অগ্নি হোতা, সিদ্ধকৰ্ম্মা, সত্য, যশোপেত ;
 আসুন সে দেব, সব দেবতা সমেত । ৫
 যজ্ঞমানে তুমি অগ্নে ! কর যে মঙ্গল ;
 হে অগ্নির ! (১) সে মঙ্গল তোমার কেবল । ৬
 দিনে দিনে দিবারাত্র মনের সহিত,
 ভবদীয় কাছে মোরা নত উপস্থিত । ৭
 অমৃতরক্ষক, দীপ্ত, প্রণমি তোমায়,
 যজ্ঞের শোভন, বৃদ্ধ যজ্ঞের শালায় ; ৮
 পিতা যথা পুত্রে তথা আমাদের প্রতি
 অধিগম্য হইও ; কর স্বস্তি, অবস্থিতি । ৯

দিগের Ogni এবং ইংরেজদের Angel শব্দ অগ্নিশব্দের রূপান্তর
 মাত্র । কোরাণোক্ত ফেরেষ্টা শব্দ বাহাতে আগ্নেয় দেহধারী এক প্রকার জীব
 বুঝায় তাহাও যবিষ্ঠ বা (Hephaistos) শব্দের সদৃশ বলিয়া অনুমিত হই-
 তেছে ।

(১) “অগ্নিরা অঙ্গারাঃ” যাক্ । এ অর্থে অঙ্গার হইতে অগ্নির উৎপত্তি
 হেতু অগ্নিকে অগ্নিরা বলা হইয়াছে বুঝায় । কিন্তু অগ্নিরা নামে একটা ঋষি-
 বংশও ছিল ; তাহারাই অগ্নিপূজা অনেকটা প্রচার করিয়াছিলেন সেহেতু
 ও অগ্নিকে অগ্নিরা বলা সম্ভব ।

৭ সূক্ত ।

ইন্দ্র (১) দেবতা । বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি ।

গাথা দ্বারা গাথিগণ, অর্কে অর্কিগণ,
বাণীতে বাণীরা করে ইন্দ্রের স্তবন(২) । ১
বাক্যের ইঙ্গিতে রথে ষুড়ি হরিদ্রয়,
মিশ্রিত সবের সাথে বজ্রী হিরণ্ময় । ২
বহুদূর দর্শনার্থে সূর্য্যকে গগনে
স্থাপিলেন, গিরি তাই জড়িত কিরণে । ৩
রক্ষা কর আমাদিগে অমোঘ রক্ষণে
রণে, উগ্র ইন্দ্র ! বহু ধনযুক্ত রণে । ৪
আমাদের মিত্র ইন্দ্র বৃত্রে বজ্রধারী,
অল্লাধিক ধন জগত স্তব করি তাঁরি । ৫
না-শব্দ কখন, সর্ব্ব ফলের প্রদাতা !
কর নাই, মেঘ-দ্বার খোল বৃষ্টিদাতা । ৬
প্রযুক্ত বিভিন্ন দেবে যে সকল স্তব,
কি স্তব করিব আমি, ইন্দ্রের সে সব । ৭

(১) ইন্দ্ৰ-ধাতু বর্ধণে । ইন্দ্র অর্থে বৃষ্টিদাতা আকাশ । প্রাচীন আখ্যোরা আকাশকে “দ্যুঃ” “বরুণ” প্রভৃতি নামে উপাসনা করিতেন ; ভারতীয় আখ্যোরাই কেবল বৃষ্টিপ্রদ আকাশকে “ইন্দ্র” নামে উপাসনা করিতেন ।

(২) গাথী—উল্লেখাতা ; অর্কী—অর্চন হেতু মন্ত্রোপেত হোতা ; বাণী—বজ্ররূপ বাক্য যুক্ত অর্থাৎ commanding priest । অর্ক—স্বাক্ বা মন্ত্র ।

বৃষ যথা যুথে গিয়া করে বলবান,
 বিনা বাক্যে তথা নরে করেন ঈশান । ৮
 একাকী যে ইন্দ্র, যত মানব ও ধন
 এবং পঞ্চ ক্ষিতি(১)'পরি করেন শাসন । ৯
 তোমাদের হিতকল্পে, সর্বজন' পরি,
 তিনি আমাদেরি, তাঁরে আবাহন করি । ১০

(১) পঞ্চক্ষিতি শব্দে চারি জাতি ও নিষাদ সারণ এইরূপ অমুভব করেন । কিন্তু পণ্ডিত রমানাথ স্বরস্বতী এই সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা এই ;—
 “প্রাচীন কালে ইদানীন্তন জাতিভেদের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না । * * * ক্ষিতিশব্দে কিরূপে জাতি বা বর্ণ বুঝাইবে ? ক্ষিতি শব্দের অর্থ স্থান, ভূভাগ । * * * আমার বোধ হয় যে পঞ্জাব দেশের পঞ্চভূভাগ যে স্থানে আধোরা প্রথম বাস করিয়াছিলেন তাহাই এইমন্ত্রে উল্লিখিত হইতেছে।”
 আচার্য্য মোক্ষমূলরের মত এই :—If then with all the documents before us we ask the question does caste as we find it now in Manu and at the present day form part of the most ancient religious teaching of the Vedas? We can answer with a decided no. There is no authority whatever in the hymns of the Veda for the complicated system of the caste, no authority for the offensive privileges claimed by the Brahmans and no authority for the degraded position of the Sudras. There is no law to prohibit the different classes of people from living together, from eating and drinking together, no law to prohibit the marriage of the people belonging to the different castes. No law to brand the offspring of such marriages with an indelible stigma. Caste as now understood is not a Vedic institution and in disregarding the rules of caste no command of the real Veda is violated.

১৮ সূক্ত ।

১—৩ ব্রাহ্মণস্পতি । ৪ ব্রাহ্মণস্পতি, ইন্দ্রও সোম । ৫ ব্রাহ্মণ-
স্পতি ও দক্ষিণা । ৬—৮ সদসস্পতি । ৯ সদসস্পতি বা নরাশংস ।

কণ্ণের পুত্র মেধাতিথি ঋষি ।

যজ্ঞমানে খ্যাত কর হে ব্রাহ্মণস্পতে !
কক্ষীবান ঔশিজ বিখ্যাত যেই মতে । ১
ধনবান, রোগহর, বস্তুপুষ্টিদাতা,
করুণা করুন ত্বরা সে ফলপ্রদাতা । ২
নিন্দুকের হিংসা নিন্দা আমাদিগে যেন,
না স্পর্শে ব্রাহ্মণস্পতে রক্ষা কর হেন । ৩
যাঁহাকে ব্রাহ্মণস্পতি, সোম, মঘবান
সদয়, সেবীর নাহি পরাভব পান । ৪
রক্ষহ ব্রাহ্মণস্পতে পাপ হ'তে তাঁহা ;
ইন্দ্র, সোম, দক্ষিণাও রক্ষুন তাঁহা । ৫
সদসস্পতিরে (২) মেধা যাচিয়াছি আমি ;—
ইন্দ্র-প্রিয়, কাম্যাদ্ভূত, তিনি ধনস্বামী । ৬
ধীর দয়া ভিন্ন যজ্ঞ না হয় সফল
বিদ্বানেরো, তিনি ব্যাপ্ত ধীশক্তি সকল । ৭

(১) ব্রহ্ম শব্দের অর্থ স্তুতি বা প্রার্থনা, হুতরাং ব্রাহ্মণসস্পতি অর্থে স্তুতি-
দেবতা ।

(২) অগ্নির নাম বিশেষ ।

হব্যাদাতা মঙ্গল, যজ্ঞের সমাপন,
 তাঁহার কৃপায় পান স্তুতি দেবগণ । ৮
 দেখিয়াছি নরাশংসে (১) আকাশের প্রায়,
 তেজোপূর্ণ, স্রবিখ্যাত বিক্রম প্রভায় । ৯

২২ সূক্ত ।

১—৪ অশ্বিদ্বয় (২) । ৫—৮ সবিতা । ৯—১০ অগ্নি । ১১ দেবীগণ ।
 ১২ ইন্দ্রাণী, বরুণানী ও আগ্নেয়ী । ১৩, ১৪ ছাবা পৃথিবী । ১৫
 পৃথিবী । ১৬ বিষ্ণু বা দেবগণ । ১৭—২১ বিষ্ণু ।

কণ্ঠের পুত্র মেধাতিথি ঋষি ।

প্রাতযুক্ত অশ্বিদ্বয়ে কর জাগরিত,
 আসিবারে যজ্ঞাগারে সোমরসপানে ; ১
 সুন্দর রথের রথী স্বর্গে অবস্থিত—
 ডাকিতেছি তাঁহাদিগে বিহিত বিধানে । ২
 মধুমতী নৃতাবতী কশার (৩) সহিত,
 এসে সিক্ত কর যজ্ঞ দেব অশ্বিদ্বয় । ৩

(১) ইহাও একটী অগ্নির রূপ অর্থ নরপ্রশংসিত । প্রাচীন ইরানীয় দিগের
 ধর্মপুস্তকে এই নরাশংস নাম নৈর্যাসজ্ঞ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় ।

(২) অশ্বিদ্বয়—অর্দ্ধরাত্রির পর ও প্রাতঃকালের পূর্বে অন্ধকারে ও
 আলোকের অবিভাজ্য যে প্রাকৃতিকরূপ তাহাই অশ্বিদ্বয় নামে পূজিত হইতেন ।

(৩) মধুমতী নৃতাবতীকশা—ঘর্ম ও শব্দযুক্ত চাবুক ।

যে সোমদ-গৃহ প্রতি রথেতে স্থরিত,
 চলিয়াছে সে গৃহ ত দূরস্থিত নয় । ৪
 আহ্বানি হিরণ্যপাণি দেব সবিতায় (১)
 রক্ষার্থে, পদের দেব করেন জ্ঞাপন । ৫
 স্তব কর সকলে সে দেব জলহায়
 তাঁহার ব্রতের মোরা করি আকিঞ্চন । ৬
 নৃচক্ষু সবিতা দেব বহুবিধ ধন
 প্রকাশিয়া ধনদাতা শোভেন শোভায় । ৭
 বস চারিভিতে তাঁর যত সথাগণ,
 আশু স্তব বাক্যে মোরা তুষিব তাঁহায় । ৮
 অগ্নে ! কাম্যা পত্নীগণে আনহ হেথায়,
 সোমপানে ত্বষ্ট্ৰদেবে কর আনায়ন ; ৯
 যবিষ্ঠ ! ভারতী, হোত্রা, ধত্বা ধিষণায়,
 আন, তাঁরা করিবেন মঙ্গল সাধন । ১০
 নৃপত্নী অচ্ছিন্নপত্রা দেবীগণ যত
 রক্ষার্থে প্রসন্ন হয়ে আসুন এখানে । ১১

(১) “যাস্ক বলেন আকাশ হইতে যখন অন্ধকার যায়, কিরণ বিস্তৃত হয়, সেই সবিতার কাল । সাধারণ বলেন সূর্যের উদয়ের পূর্বে যে মূর্ত্তি তাহাই সবিতা, উদয় হইতে অন্ত পর্য্যন্ত যে মূর্ত্তি সেই সূর্য্য । অতএব আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মতে সূর্য্য ও সবিতা একই দেব । ইউরোপীয় পণ্ডিত দিগেরও ঐসই মত এবং সূর্য্য ও সবিতা সম্বন্ধে ঋগ্বেদের সমস্ত সূক্ত পাঠ করিলে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না ।”

ইন্দ্রাণী ও বরুণানী হয়ে সমাহৃত,

আগ্নেয়ী আশ্বন হেথা সোমরস পানে । ১২

আকাশ পৃথিবী, রসে যজ্ঞাভিসিঞ্জন,

আমাদিগে পুষ্টি দ্বারা করুন পূরণ । ১৩

করেন তাঁদের মাঝে গন্ধর্ষ ভবনে(১)

মেধাবীরা ঘৃতবৎ জলাবলেহন । ১৪

পৃথিবী ! বিস্তীর্ণ হও, কণ্টক রহিতা,

বাসভূতা হও, কর স্নেহের প্রদান । ১৫

বিষ্ণু সপ্ত রশ্মিদ্বারা(২) যে ভূমি বেষ্টিতা,

তথা হ'তে স্বস্তি সবে করুন বিধান । ১৬

(১) গন্ধর্ষ ভবনে—অন্তরীক্ষ প্রদেশে । “গন্ধর্ষস্য ক্রবং পদমন্তরীক্ষ-
মিতি ।” সাধারণ ।

(২) বেদোক্ত বিষ্ণু কে এবং তাঁহার তিন পাদবিক্ষেপের অর্থই বা কি ?
নিরুক্তকারদিগের মতে “বিষ্ণুরাদিত্যঃ ।” তিন পাদবিক্ষেপ কি ? “পৃথিব্যাং অন্ত-
রীক্ষে দিবি” ইতি শাকপুনিঃ “সমারোহণে উদয়গিরৌ উদান্ পদমেকং নিধন্তে ।
বিষ্ণুপদে মধ্যমিনে অন্তরীক্ষে । গয়শিরস্তন্তং গিরৌ ইতি ওর্ধ্বনাভ আচাৰ্য্যো
মন্ততে ।” অর্থাৎ শাকপুণির মতে (যাহা ষাঙ্কের মতেই অর্থ মাত্র) স্বর্ঘ্য-
কিরণের পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও আকাশে ব্যাপ্তিই তিন পাদ বিক্ষেপ । ওর্ধ্ব-
নাভের মতে উদয়কালের ও মধ্যাকাশে ও অন্তঃগমনকালের স্থিতিকে তিনপাদ
বিক্ষেপ বলাহইয়াছে । “The stepping of Bishnu is emblematic of
the rising, the culminating and the setting of the sun.”
যো কন্মলয় ।

ত্রিপাদে জগৎ বিষ্ণু পরিক্রম করি
 করিলেন সমাবৃত পাংশুলচরণে ; ১৭
 অদাভ্য ও গোপা বিষ্ণু সর্ব ধর্ম ধরি
 করিলেন পরিক্রম ত্রিপাদচারণে । ১৮
 ইন্দ্রের সুযোগ্য সখা বিষ্ণুর করণ
 নেহার, যা হ'তে হয় অমুষ্টিত ব্রত ; ১৯
 নভশ্চারী নেত্র যথা, নেহারে তেমন
 বিষ্ণুর পরম পদ সুরিগণ যত । ২০
 বিষ্ণুর সে পরপদ করেন উজ্জল
 স্তব বাক্যে জাগরুক মেধাবিসকল । ২১

স্বর্ধাক্রপ বিষ্ণুর জগতে পাদবিক্ষেপক্রপ উপমা হইতে নানা উপাখ্যান রচিত হইয়াছে । ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৬।১৫) আছে যে দেব ও অশ্বরনিগের মধ্যে জগৎ বিভাগ কালে ইন্দ্র বলিলেন বিষ্ণু যত টুকু তিনপদে বিক্রম করিতে পারেন ততটুকু দেবগণের, অবশিষ্ট অশ্বর দিগের । বিষ্ণু তিন পদ বিক্রমে জগৎ, বেদ ও বাক্য ব্যাপ্ত করিলেন । শতপথ ব্রাহ্মণে অশ্বরগণ বলিতেছে বামনরূপ বিষ্ণু শয়ন করিলে যতটুকু স্থান ব্যাপ্ত হয় ততটুকু দেবগণের । দেবগণ সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সমস্ত জগৎ পাইলেন । ঐ ব্রাহ্মণে (১৪।১।১) বিষ্ণু সকল দেবের প্রধান ও তাঁহার মন্তকচ্ছেদের কথা আছে । তৈত্তিরীয় আরণ্যক ও পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণেও এই উপাখ্যান পাওয়া যায় । তৎপরে বিষ্ণুর বামনাবতার ও বলিহলনার কথা ত সকলেই জানেন । একটি বৈদিক উপমা হইতে এত সব আখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে ।

২৪ সূক্ত ।

১ প্রজাপতি । ২ অগ্নি । ৩—৫ সবিতা বা ভগ । ৬—১৫ বরুণ ।

অজীগর্ভের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি(১) ।

কোন দেবতার নাম কার চাকু নাম হায়

স্মরিব, করিবে কেবা মোচন আমারে ?

এই ত মহতী মহী কে দিবে ছেড়ে আমার

পুনরায় নেহারিব পিতা ও মাতারে ? ১

অমর দেবের মাঝে অগ্নির সূচাকু নাম

প্রথমতঃ ধ্যান করি মনে বারে বারে ;

মহতী মহীতে মোরে ছেড়ে দিয়ে পূর্ণকাম

করুন, নেহারি আমি পিতা ও মাতারে । ২

ধনেশ সবিতৃদেব সদা রক্ষয়িতা ;

তোমার নিকটে ধন আকিঞ্চন করি ; ৩

(১) ঐতরের ব্রাহ্মণে গল্প আছে যে রাজা হরিশ্চন্দ্র পুত্র রোহিতকে বলি দিতে ইচ্ছা করিলে, পুত্র অসম্মত হয় ; তখন অজীগর্ভকে সম্মত করাইয়া তাঁহার পুত্র শুনঃশেপকে বলি দেওয়া স্থির করেন ।

শুনঃশেপ বিশ্বামিত্রের পরামর্শানুসারে নানা দেবের স্তুতি করিয়া মুক্তি লাভ করেন । এই গল্প নানাভাবে অগ্ৰাণ্ণ অনেক গ্রন্থে প্রকাশ পাইয়াছে । কিন্তু পাঠক দেখিবেন যে এই সূক্তে কৃত্রাপি শুনঃশেপের বলির উল্লেখ নাই । ঋগ্বেদের কোথাও নরবলির কথা পাওয়া যায় না । এজন্য পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন যে ঋগ্বেদে নরবলি প্রথার সমর্থন নাই ।

দুই হস্তে প্রশংসিত যে ধন সবিতা
 ধরিয়াছ আনন্দিত কর তা বিতরি । ৪
 ধনযুক্ত তুমি দেব তোমার কৃপায়
 ক্রমে ক্রমে সেই ধন যেন বৃদ্ধি পায় । ৫
 ঐ উড্ডীন বিহঙ্গম ক্ষত্র মন্যু পরাক্রম
 তব সম হে বরুণ (১) পাইবে কোথায় ?
 সলিল অনিল গতি অনিমিষ অবিরতি
 তোমার গতির কাছে পরাভব পায় । ৬
 পবিত্র বরুণরাজ অন্তরীক্ষে সুবিরাজ
 অমূল উর্দ্ধেতে তেজ করেন ধারণ ।
 নিম্নে তেজ মূল উর্দ্ধে, তথা আমাদের মধ্যে
 থাকে যেন স্ননিহিত প্রাণ চিরন্তন । ৭

(২) বরুণ আর্ধ্যগণের অতি প্রাচীন দেবতা । আবরণকারী বৃ ধাতু হইতে আকাশকেই আর্ধ্যগণ বরুণ বলিয়া উপাসনা করিতেন । গ্রীকগণের Uranos এবং ইরানীয়গণের বরুণ এই আকাশ দেবের নাম মাত্র । গ্রীকগণের মধ্যে Uranos সর্ব দেবের পিতা এবং Gaia সর্ব দেবের মাতা । পৃথিবী অর্থক গো শব্দ হইতেই Gaia উৎপন্ন, এরূপ অনেকের ধারণা আছে । হিন্দুদিগের বরুণ আলোক দেব মিত্রের সহিত অনেক সময় একত্র উপাসিত হইয়াছেন । ‘মৈত্রং বৈ অহরতিশ্রুতে শ্রুতেচ বারুণী রাজী’ সায়ণ । এই কথায় নৈশাকাশকে বরুণ বোধ হইতেছে । ইরানীয়দিগের মধ্যে মিত্রের নাম ‘মিশ্র’ । উভয় জাতিই আলোক দেবকে মিত্র বলিতেন । দিবালোকই মিত্রপদ বাচ্য ।

যে বরুণরাজ ধৃত সূর্য্য পাদক্ষেপ জন্ত

অন্তরীক্ষে পথ তাঁর করেন বিস্তার ।

হৃদয় বিদীর্ণকারী আমার যে আছে বৈরী

করুন বরুণ তারে শত তিরস্কার । ৮

হে রাজনু আছে শত সহস্র ভৈষজ্য কত

তোমার, স্মৃতি তব হউক গভীরা ।

নিষ্কর্তিকে রাখ দূরে কৃত পাপে মুক্ত করে

আমাদিগে আর যেন নাহি দেয় পীড়া । ৯

এই যে সপ্তর্ষিগণ অত্যাচ নভোরমণ

রজনীতে দৃষ্ট, যায় কোথা চলে দিনে ?

বরুণের ব্রত যত সকলি ত অব্যাহত

চন্দ্রমা উদিত রাত্রে যাঁর আজ্ঞাধীনে । ১০

হবির্যোগে যজ্ঞমান তোমাতে করে আহ্বান

আমিও ব্রহ্মেয় যোগে বন্দিছি তোমায় ।

হইয়ে অহেলমান কর দেব প্রণিধান

স্তূয়মান হে বরুণ ! বাঁচাও আমায় । ১১

লোকে বলে অহরহ আমার হৃদয় সেহ

বলিতেছে সেই কথা অন্তর অন্তরে ।

শুনঃশেপ বদ্ধ হয়ে যে দেবেরে আরাধয়ে

সে বরুণ আমাদিগে দিন মুক্ত করে । ১২

শুনঃ শেপ হয়ে ধৃত ত্রিঋপদে আছে বদ্ধ ,

তাঁহাকে বরুণ রাজা করুন মোচন ।

অদ্বিতি নন্দন তিনি, বিদ্বান অদক যিনি,
 যুচুক কৃপায় তাঁর পাশের বন্ধন । ১৩
 ক্রোধ তব নমস্কারে, হবির্দানে যজ্ঞাগারে,
 প্রশমন করিবারে করিছি যতন ।
 হে প্রচেতঃ হে অশ্বর ! (১) কৃত পাপ করি দূর
 আমাদিগে বীতপাপ করহ রাজন । ১৪
 উদ্ধ হ'তে উদ্ধজন কর দেব বিমোচন
 নিম্ন হ'তে নিম্ন, মাধ্য করহ শিথিল ;
 আমরাও হে আদিত্য, অথগু তোমার ব্রত
 পাপ মুক্ত হয়ে পরে হব পুণ্যশীল । ১৫

(১) অশ্বর অর্থ বলবান । বরুণের বিশেষণার্থে এস্থলে অশ্বর শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে । ঋগ্বেদে অনেক স্থলে দেবগণের বিশেষণার্থে অশ্বর শব্দের প্রয়োগ আছে । অবার বৃত্ত শব্দের বিশেষণার্থে দেব শব্দের প্রয়োগ দেখা গিয়াছে (১।৩২।১২) ইহার দ্বারা বোধ হয় দেব ও অশ্বর এই বিশেষণ শব্দ দুটি ঐয়োজন মত সকল দেব ও দেব-বৈরীগণের প্রতিই ব্যবহৃত হইত । পরে আৰ্য্যজাতির মধ্যে এমন একটা বিবাদ হয় যদবধি ভারতীয় আৰ্য্যগণ দেব শব্দ এবং ভারতীয়ের অর্থাৎ ইরানীয় আৰ্য্যগণ অশ্বর শব্দ উপাশ্রয় বিশেষণার্থে প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছেন ; কেননা ঐ বিবাদ ইরানীয় দেশেই হইয়াছিল । তথা হইতে হিন্দুর পূর্বপুরুষগণ ইরানীয় দিগের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া ভারতবর্ষে আইসেন ইহাই অনেকের ধারণা । ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Primitive Ariyans article XX in his work Indo-Ariyans দেখ ।

২৫ সূক্ত।

বরুণ দেবতা। অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি।

লোকে যথা করে ভুল, আমরা তেমন

ভুলিতেছি বরুণ প্রত্যহ তব ব্রত। ১

হেলায় ঘাতক ছায়া কর না হনন

ক্রোধ-যোগ্য আমাদেরি ক্রোধের বশতঃ। ২

রথী যথা তৃপ্ত করে ঘোটকে সন্দিত,

আমরা সূথের জন্ত করি তব স্তুতি। ৩

বিহঙ্গ নীড়ের দিকে যেক্রমে ধাবিত,

ধনার্থে আমার চিন্তা করে তথা গতি। ৪

ক্ষত্রী বরুণে কবে স্নখলালসায়

উরুবিলোচনে যজ্ঞে পারিব আনিতে? ৫

মিত্র ও বরুণ(১) উভে সমানে তাহার

দয়া করি যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে। ৬

বিয়তে বিহঙ্গ পদ অবগত যার

সমুদ্রে নৌকার পথ যে দেব বিজ্ঞাত। ৭

ফল শস্য সমায়ুক্ত জ্ঞাত মাস বার (২),

জ্ঞাত যেবা মাস যাহা হয় উপজাত। ৮

(১) অনেক স্থলে মিত্রবরুণের একত্রে উপাসনা দৃষ্ট হয়। ২৪সূক্তের টীকা দেখ।

(২) চান্দ্রবৎসরের প্রতি পঞ্চম বৎসরে একটা অধিক মাস অর্থাৎ মলমাস ধরিয়া সৌরবৎসরের সহিত উহার ঐক্য বিধান করা হইত; এই ঋকে সেই কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বায়ুর বিস্তীর্ণ বর্ন্ত অবগত যিনি,
 জ্ঞাত তাহাদিগে যারা আছে উর্দ্ধদেশে । ৯
 ধৃতব্রত সূত্রতু বরুণ দেব তিনি ;—
 স্বর্গস্থত মধ্যে বসি সাম্রাজ্যের আশে । ১০
 ভূত ভবিষ্যত যত অদ্ভুত ঘটনা,
 বিদ্বান সকলে জ্ঞাত প্রসাদে তাঁহার । ১১
 করুন প্রত্যহ তিনি সুপথে চালনা,
 আয়ু বৃদ্ধি করি দেব অদिति-কুমার । ১২
 বরুণ হিরণ্য বস্ত্রে বপু আচ্ছাদন
 করিলে, তাহাতে ক্ষরে হিরণ্যের প্রভা । ১৩
 কে পারে করিতে তার বৈরতা সাধন
 জনদ্রোহী কিম্বা দীপ্সু, অভিমাতি ঘেবা (১) । ১৪
 আমাদের জন্ত, সর্ব মানব নিমিত্ত,
 করেছেন যিনি কত অগ্নের সঞ্চয় । ১৫
 গাভী ধায় গোষ্ঠে, তথা বহুচক্ষুযুক্ত
 তাঁকে মম পরাধীতি করিছে আশ্রয় । ১৬
 প্রস্তুত মধুর হব্য হোতার মতন
 খাও, পরে আলাপন করিব উভয়ে । ১৭
 দেখেছি বরুণে, ভূমে করেছি দর্শন
 রথ তাঁর ,—শুনেছেন স্তব সমুদয়ে । ১৮

(১) দীপ্সু—শত্রুতাকারক ; অভিমাতি—পাপাচারী ।

শুন আবাহন, অদ্য স্মৃধী কর মোরে,
 রক্ষার্থে বরুণ ! আমি ডাকিছি তোমায় । ১৯
 হ্যালোক ভুলোক বিশ্ব আছ দীপ্ত করে ;
 প্রত্যুত্তর দাও এই ক্ষেম প্রার্থনায় । ২০
 উপরের পাশ খোল উপর হইতে,
 নিম্ন, মাধ্য খোল যেন পারি গো বাঁচিতে । ২১

৩২ সূক্ত ।

ইন্দ্রদেবতা । অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্থূপ ঋষি ।

বজ্রধারী ইন্দ্রের প্রথম পরাক্রম
 বর্ণন করিতে চাহি ;
 হনন করিয়া অহি (১)
 করিলেন বৃষ্টিপাত যে দেব প্রথম ;
 গিরি ভেদি করিলেন নদীর উদগম । ১

(১) মেঘের নাম বজ্র বা অহি । ইন্দ্র মেঘকে বজ্র দ্বারা আঘাত করিয়া বৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন এইরূপ মনে করিয়া ঋগ্বেদীয় ঋষিরা যে কবিতা লিখিয়াছিলেন তাহা হইতেই পৌরাণিক বৃত্তোপাখ্যানের উৎপত্তি হইয়াছে । ইরানীয় আর্ধ্যগণের ধর্ম্ম পুস্তকেও বজ্র ও বজ্রহস্তার যুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায় “অহরের সৃষ্ট বেরেথ্রুয়কে (সংস্কৃত বজ্র) আমরা বজ্র প্রদান করিব ।” জেন্স অবস্থা । এইরূপে হিন্দু ও ইরানীয় দুই আর্ধ্য শাখায় বজ্রের উপাসনা দৃষ্ট হইলেও ইরানীয়গণ ইন্দ্রের উপাসনা করেন নাই । বরং ইন্দ্রকে শত্রু মনে করিতেন ইহার প্রমাণ আছে । ইহাতে বোধ হয় কোন বিবাদের পর

তৃষ্টকৃত বজ্রে ইন্দ্র নগাশ্রিত মেঘে
 হনন করিলে, জল
 বাহিরিল অনর্গল,
 ধাইল সমুদ্রপানে ; ধায় যথা বেগে
 ধেনুগণ বৎসগণে হেরি পুরোভাগে । ২

বৃষবৎ বেগে সোম করিলা গ্রহণ ;
 তিন যজ্ঞে অভিষুত
 পান করি সোমাহুত
 সায়ক নামক বজ্র করিলা ধারণ ;
 করিলা প্রথম জাত অহিকে হনন । ৩

যখন প্রথমজাত নিহত সে অহি ;
 মায়াবীর মায়া হতা,
 জাত সূর্যা, উষাগতা,
 আকাশ পুনরাগত, শত্রু আর নাহি ;—
 ইন্দ্রর কর্তৃক যদা নিহত সে অহি । ৪

হিন্দু ও ইরানীয়গণ পরস্পর পৃথক হইলে, হিন্দুগণই ইন্দ্রের উপাসনা করিতেন । অজ্ঞ কোন আৰ্য্যশাখায় ইন্দ্রের নাম পাওয়া যায় না । গ্রীকদিগের মধ্যেও অহিশব্দ echis, echidna নামে পাওয়া যায় ।

মহাবজ্র দ্বারা ইন্দ্রে বৃত্রে বৃত্রতর (১)

অংস শূত্র করি হত

করিলেন, স্বক যত

কুলিশ আঘাতে যথা ; বৃত্র তার পর

গুইল চুম্বিয়া মর্ত্য মৃত্তিকা উপর । ৫

আমার সমান যোদ্ধা নাহি এ বুদ্ধিতে

হইয়া দুর্মদ বৃত্র,

করিল ইন্দ্রে অমিত্র,

তঁাহার ধ্বংসের হস্ত নারিল সাহিতে ;

পিষিল সকল নদী পড়িয়া নদীতে । ৬

ডাকিল অপাদহস্ত বৃত্র ইন্দ্রে রণে ;

সান্নিধ্য স্বক্রে তার

হইল বজ্র প্রহার,

বহুধাবিস্তৃত বৃত্র শাশ্বিত তখনে ;

বধি (২) কি সফল হয় বৃষ্ণত্ব অর্জনে । ৭

(১) বৃত্রতরমতিশয়েন লোকানামাবরকমন্ধকাররূপং । সারণ । অতি-
শয় অন্ধকার স্বরূপ বৃত্র ।

(২) বধি—হিংস্রমুগ্ধ অর্থাৎ পুরুষত্বহীন ; বৃষ্ণ—রেতসেকসমর্থ অর্থাৎ
পুরুষত্বযুক্ত ।

ভগ্ন অতিক্রমি নদ যথা যায় চলে,
 অতিক্রমি অবিকল
 তথা মনোরহ জল
 চলিল, পড়িল অহি তার পদতলে ;—
 যে জল আছিল বদ্ধ তার মায়াবলে । ৮
 ছিলেন তিথ্যাক্ত গুয়ে বৃত্তপ্রসবিনী ;
 ইন্দ্র তাঁরে হানিলেন,
 উদ্ধে মাতা রহিলেন,
 নীচে পুত্র হত ; দেখে বৎসের সঙ্গিনী
 যথা গুয়ে থাকে, দাতু গুইলা তেমনি । ৯
 অস্তির প্রবাহে বৃত্ত শরীর নিহিত,
 আর নিগা (১) দেহ'পরে
 অব্যাহত বারি চরে ;
 দৌর্ঘনিদ্রা অভিভূত হইয়া শায়িত,
 ইন্দ্র-শত্রু বৃত্ত এবে চেতনা রহিত । ১০
 পণিগুপ্তা গাভী যথা দাসপত্নীগণ
 অহিগুপ্তা নছিল তথা ;
 অপহিত জল পথা ;
 ইন্দ্র বৃত্তে সেই জন্তু করিয়া হনন,
 করিয়াছিলেন জলদ্বার উদঘাটন । ১১

(১) নিগা নির্নাগধেয়ং সারণ । নাম রহিত ।

অদ্বিতীয় দেব (১) বৃত্র তোমা আঘাতিলে,
 হয়ে তুমি অশ্বপুচ্ছ,
 করিলে সে ঘাত তুচ্ছ,
 গাভীজয়, সোমলাভ তুমিই করিলে ;
 বহাইলে সপ্ত সিদ্ধ প্রবাহ সলিলে । ১২

নারিল স্পর্শিতে ইন্দ্রে যখন সে অহি
 মেঘনাদ, বারিপাত,
 বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত
 হানিল তাঁহার প্রতি ; মঘবা বিজয়া,
 আর কত মায়া তার অবিলম্বে জয়ি । ১৩

যখন বৃত্রের সহ যুদ্ধিতে লাগিলে,
 হৃদে যদা জাত! ভীতি,
 সঙ্গিত নবনবতি
 শ্যোনপক্ষিবৎ যদা ভয়ে উতরিলে ;
 কোন্ বৃত্র-শত্রু জহ্ম অপেক্ষা করিলে ? ১৪

(১) পূর্বে বলা হইয়াছে অনেকস্থলে বরুণাদি দেবগণের বিশেষণার্থে অশুর শব্দের ব্যবহার ঋগ্বেদে আছে। এখন দেখা যাইতেছে বৃত্রের বিশেষণার্থে দেব শব্দের ব্যবহার আছে। হুতরাং দেবাত্মনের যে একটি বৈরভাব আমাদের মনে সতত উদ্ভিত হয়, তাহা পৌরাণিক, বৈদিক নহে।

স্বাবর জন্ম'পর বজ্রবাহু পরে,
 শাস্তাশাস্ত পশু'পর
 হটলেন অধীশ্বর ;
 হয়েছেন নরেশ্বর ; নেমি যথা অরে,
 ধরেছেন সবে তথা আপন ভিতরে । ১৫

৪২ সূক্ত ।

পুমা দেবতা । ঘোরপুত্র কণু ঋষি ।

পথ পার কর পুষণ্ (১) দেব পাপ হর,
 মেঘাশ্রজ (২) অগ্রে অগ্রে যাও । ১
 কুপথ দর্শক, চোর, হস্তানিষ্টকর,
 ঘেবা থাকে দূর করে দাও । ২

পরিপন্থী কুটিল তরুর ঘেবা হয়,
 দূর কর পথ হতে তারে । ৩

(১) সর্কেষাং ভূতানাং গোপায়িতা আদিতাঃ যাস্ক । অর্থাৎ পুমা সূর্য্য ।

(২) সূর্য্য কখন কখন মেঘ হইতে বাহির হন বলিয়া তাঁহাকে মেঘাশ্রজ বলা হইয়াছে ।

লক্ষিতে ও অলক্ষিতে য়েবা হরে লয়,
দল তারে পদের প্রহারে । ৪

তোমার করুণা ভিক্ষা করি হে পুষ্প ।
উৎসাহিলে যাহে পিতৃগণে । ৫
শক্রহা হিরণ্যায়ুধ ধনী জ্ঞানবন্ !
দানে পরিণত কর ধনে । ৬

লয়ে চল পথে স্মৃথগম্য শত্রুশূত্র,
জ্ঞাত হও রক্ষার উপায় । ৭
তৃণ আছে, নাই নব দ্রঃখ তাপ জ্ঞাত,
জ্ঞাত হও রক্ষার উপায় (১) । ৮

দয়া কর, পূর্ণ কর, কর তেজিমান ;—
জ্ঞাত হও রক্ষার উপায় । ৯
পুষ্যানিন্দা নাহি করি সৃজ্তে করি গান,
ধন যাচঞা করিছি তাঁহায় । ১০

(১) এই ঋক দৃষ্টে বোধ হয়, হিন্দু আযাগণের মধ্যে মধ্যে কোন কোন শাখা মেঘপালনব্যবসায় অবলম্বন করিয়া তৃণ অন্বেষণে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতেন । পুষা তাঁহাদেরই রক্ষক এবং পথ প্রদর্শক ।

৪৩ সূক্ত ।

১, ২, ৪—৬ রুদ্র । ৩ মিত্রাবরুণ । ৭—৯ সোম ।

ঘোর পুত্র কণু ঋষি ।

জানৌ, শিব, হুগ্ময় মহান্ রুদ্রদেবে (১)

কবে স্মৃথকর স্তোত্র দিব উপহার ? ১

(১) যাস্ক বলেন “অগ্নিরপি রুদ্র উচ্যতে” । আবার রুদ্র ধাতুর অর্থ রোদন বা গর্জন করা । অতএব রুদ্র শব্দে গর্জনকারী অগ্নি (বজ্র) বুঝায় । এই রুদ্র বা বজ্র কি প্রকারে পৌরাণিক মহাদেবে পরিণত হইলেন তাহা বুঝা বড় কঠিন নহে । আযাগণ পূর্বে প্রকৃতিব প্রত্যেক বিন্ধ্যকর বিকাশেই ঐশশক্তির অস্তিত্ব অনুভব করিতেন কিন্তু কালক্রমে যখন জানিতে পারিলেন যে সর্ব প্রকার ঐশশক্তিই এক মহাশক্তি হইতে প্রাদুর্ভূত, তখন সেই মহাশক্তির অন্তঃগত সংহার শক্তিকে নামাকরণ করিতে গিয়া দেখিলেন, রুদ্র বা বজ্রই তাহার সমধিক উপযুক্ত । এজন্ত বিধাতার সংহার মূর্তি রুদ্র পুরাণোক্ত মহাদেব নামে পরিচিত হইলেন ।

এস্থলে প্রসঙ্গতঃ বলা কর্তব্য যে উমা, দুর্গা, অম্বিকা, কালী করালী প্রভৃতি দেবতার। যে মহাদেবের পত্নী বলিয়া পরিচিত আছেন, তাঁহার। কেহই ঋগ্বেদোক্ত দেবতা নহেন । বাজসনেয়ী সংহিতায় অম্বিকা রুদ্রের ভগ্নী এরূপ লিখিত আছে । কেন উপনিষদে উমার উল্লেখ আছে কিন্তু তিনি রুদ্রের পত্নী নহেন । তথায় তিনি উল্লেের নিকট বঙ্গব স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন এই মাত্র । মুণ্ডক উপনিষদে কালী করালী দুইটি অগ্নি জিহ্বার নাম দৃষ্ট হয় । “অগ্নির সাতটি চকল জিহ্বার নাম কালী, করালী, মনোজবা, স্থলোহিতা, শুধ্রবর্ণা, স্কুলিঙ্গিনী ও দৌৰ্বিধরূপী ।” যখন বজ্র বা অগ্নিরূপ রুদ্রদেব সংহারক মহাদেব হইলেন তখন এই অগ্নি জিহ্বাগুলি মহাদেবের পত্নীর স্থান পূরণ করিলেন ।

রুদ্রের আর একটি নাম “ভব” বেদে স্থানে স্থানে পাওয়া যায় । মোক্ষ-মূলরের মতে ঐকদিগের Phoebus দেব ভবের রূপান্তর মাত্র ।

যাহাতে অদিতি আমাদিগে, পশু সবে,
দিবেন গোনরাপত্যে ঔষধি তাঁহার ॥ ২

যাহাতে বরুণ মিত্র রুদ্র অগ্নি সবে
প্রীত হয়ে করিবেন দয়া বিতরণ । ৩
সুবপতি যজ্ঞপতি জলৌষধি-দেবে
রুদ্রে স্নাত্ত্ব যাচঞা করি শংযুর মতন ॥ ৪

সূর্য্যাবৎ দীপ্তিমান হিরণ্য-রুচির,
দেবগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বসু যিনি । ৫
আমাদের মেষ মেঘী গো অশ্ব নারীর
সকলে স্নগমা পথ বিতরেন তিনি । ৬

সোম ! আমাদিগে দাও শত নরধন
বলকর মহৎ, অন্নের কর দান ; ৭
সোম-শত্রু অরাতিরা না করে হিংসন,
হে ইন্দো ! এমন অন্ন করহ প্রদান । ৮

হে সোম অমর তুমি পরধামে বাস,
হুইয়া শীর্ষস্থানীয় যজ্ঞের শালায়
প্রজাগণে দয়া করি পূর্ণ কর আশ ;
জান তাহাদিগে, যারা সাজায় তোমায় । ৯

৪৮ সূক্ত।

ঊষা দেবতা। '(১)

কণ্ঠের পুত্র প্রক্ষণ ঋষি।

হে দেবহুহিতা উষে ধন দান করি,
প্রভাত করহ দেবি অগ্নি বিভাবরি !
প্রচুর অগ্নের সহ কর সূ প্রভাত,—
ধন দিয়ে দানশীলে করহ প্রভাত। ১
অশ্বগোসম্পন্ন বহু ধনেতে ধনিণী,
প্রজার বাসের জন্ত সম্পত্তি শালিনী !
আমাকে বলহ উষে স্নাত বচন,
ধনীর যে ধন আচ্চে, করহ প্রেরণ। ২
পূর্বে ও প্রভাত হ'ত এখনো তা হয়,
রথ-প্রেরয়িত্রী উষা প্রভাত করয় ;
ধনার্থী সমুদ্রে তরী পাঠায় যেমন,
তেমনে করেন উষা রথের প্রেরণ। ৩

(১) উষা আমাদের অতি প্রাচীন দেবতা। গ্রীকদিগের Eos উষস্, Daphne ডহনা, Argynoris অর্জুনী, Bresies বৃষমা, Helen সরমা, Erynys সরণী এবং Athena অহনা ইত্যাদি উষা ও উষার প্রতিশব্দের রূপান্তর যাত্র।

হে উষে ! আসিলে তুমি সুরিগণ যত
 দানেতে মানস সবে করেন নিরত ;
 কণ্ঠতম কণ্ঠ ঋষি নাম তাঁহাদের
 উচ্চার করেন হেন কালে প্রভাতের । ৪
 গৃহেতে গৃহিণী যথা সৰ্ব্ব-প্রভাবিনী
 সমাগতা উষা তথা কর-প্রসারিণী ;
 উষা আয়ু হ্রাস করে জঙ্গম জগতে,
 পদান চানিত, উড়ে বিহঙ্গ বিয়তে । ৫
 ভিক্ষুক ও চেষ্টাবানে কাজে করি রত,
 নিহারবর্ষিণী উষা অবিলম্বে গত ;
 হে যজ্ঞসম্পন্নে ! তব হঠলে উদয়,
 কুলায় না থাকে আর বিহঙ্গ নিচয় । ৬
 কি সুন্দর রথ উষা করিয়া যোজন,
 সূর্য্যের উদয়পরি কি দিব্য ভূবন
 হইতে সে ভাগ্যবতী চড়ি শত-রথে,
 আসিছেন উষা মর্ত্যে কত দূর হ'তে ! ৭
 উষার প্রকাশ জন্ত এ বিশ্ব প্রগত,
 তাঁহার প্রসাদে কৃত জগজ্জ্যাতি যত ;
 বিদেষিশোষকগণে সে দিব নন্দিনী
 করেছেন বিদূরিত দেবী উষা ধনী । ৮
 'হ্লাদিনী জ্যোতীর সহ হে দিবহুহিতা !
 তিমির হরণ কর হয়ে প্রকাশিতা ;

প্রভূত সৌভাগ্য উষে ! করি আনয়ন,
 দিনে দিনে আমাদিগে কর বিতরণ । ৯
 তোমাতে নিহিত বিশ্ব চেষ্টিত, জীবন ;
 সুনরি ! তিমির তুমি করহ হরণ ;
 এসহ বৃহৎ রথে বিচিত্র ধনিনী
 বিভাবরি ! আমাদের কৃতাহ্বান শুনি । ১০
 আছে যে বিচিত্র অন্ন সকল মানুষে
 গ্রহণ করহ তাহা দেবকন্ঠে উষে !
 আছেন যে সব বহি তোমার স্তবনে,
 ঘণ্টের সমীপে আন সে স্কন্ধতি গণে । ১১
 অন্তরীক্ষ হতে উষে সর্ব দেবতায়
 সোমপানে বজ্রপূলে আনহ হেথায় !
 প্রশস্ত গো-অশ্বযুক্ত অন্ন বীৰ্য্যকর,
 আমাদিগে প্রদান করহ অতঃপর । ১২
 যে উষার জ্যোতিমালা শত্রু সংহারিণী
 নয়নে প্রতীয়মানা কল্যাণদায়িনী ;
 বিশ্ববরণীয় চাকু স্তব্ধগম্য ধন
 আমাদিগে সে উষা করুন বিতরণ । ১৩
 অগ্নি মহী-উষে ! তোমা পূর্ব ঋষিগণ
 অন্ন ও রক্ষার হেতু করিলা স্তবন ;
 তেজোময়ী, দীপ্তিযুক্তা ধনযুক্তা হয়ে
 সেব আমাদের তথা স্তোম সমুদয়ে । ১৪

স্বরগের দ্বারদ্বয় জ্যোতি প্রকাশিয়া,
 তুমিই ত উষে ! অদ্য দিলে উন্মোচিয়া ;
 তেজোময় গৃহ সুবিস্তৃত অহিংসি ত,
 দান কর আমাদিগে অন্ন গো-সহিত । ১৫
 গাভী আর অপৰ্য্যাপ্ত বহুবিধ ধন
 আমাদের প্রতি উষে ! করহ দিগ্ধন !
 মহীয়সি ! দান কর বশ শত্রুঘাতী
 অন্নদান কর ক্রিয়ান্বিতে অন্নবতি ! ১৬

১০৩ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি ।
 কবিগণ পুরাকালে তোমার এ পরবলে
 করেছেন ওহে ইন্দ্র সাক্ষাৎ ধারণ ।
 তার এক জ্যোতি ভূমে (১) অত্র জ্যোতি দিব ধামে
 কেতু যথা রণে তথা করে আলিঙ্গন ॥ ১
 ধরণী ইন্দ্র ধরিল। বিস্তৃত তাারে করিলা
 বজ্রে বৃত্রে হানি জল করিলা নির্গত ।

(১) ইন্দ্রবলের দুটি জ্যোতির কথা এই মন্ত্রে বলা হইতেছে । তাহার
 একটি জ্যোতি ভূমিতে অর্থাৎ অগ্নি ; অপর জ্যোতি আকাশে অর্থাৎ সূর্য্য ।

অহিকে হত করিলা রোহিণকে (১) বিদারিলা
 বাংসবৃত্তে শচী দ্বারা করিলা, নিহত (২) ॥ ২
 বজ্রে হয়ে অস্ত্রবান বীর কার্যে শ্রদ্ধান
 নাশি দাসীপুরী কত কৈলা বিচরণ ।
 হে বজ্রিন্ স্তব শুনি দম্ভাকে অস্ত্রেতে হানি
 আৰ্য্য যশ বল, ইন্দ্র ! করহ বর্দ্ধন (৩) ॥ ৩
 বাহিরিয়া দম্ভানাশে যে বল যশাভিলাষে
 ধরিলেন বজ্রী সেই বল প্রশংসীয় ।
 স্তোতৃ যজমান হিতে মঘবা করিলা তাতে
 মানব হিতের জন্ত যুগ সমুদায় (৪) ॥ ৪
 সেই বল ভূরিপুষ্ট, তোমরা করহ দৃষ্ট
 ইন্দ্রের বীর্যোতে হও সবে শ্রদ্ধাবান ।
 লাভ করেছেন তিনি^১ গো অশ্ব ও অরণ্যানী
 ওষধি ও জলরাশি তিনি প্রাপ্তবান ॥ ৫
 ভূরিকর্মাভীষ্ঠদাতা শ্রেষ্ঠ সত্য বলোপেতা
 ইন্দ্রের জন্তেতে সোম অভিষব করি ।

(১) রোহিণ লালবর্ণ মেঘ (wilson)

(২) বাংস অংসশৃঙ্গ, ছিন্নভুজ । শচী-যজ্ঞ, এস্থলে কৰ্ম্ম ।

(৩) এই মন্ত্রে দম্ভা এবং আৰ্য্য উভয় শব্দের পরস্পর বিরুদ্ধভাবে প্রয়োগ দেখা যায় । আৰ্য্যানাৰ্য্যজাতীয় গণের বিবাদের বিষয় আরও অনেক মন্ত্রে পাওয়া যায় ।

(৪)^১ এই মন্ত্রের অর্থ বড় পরিষ্কার নহে ।

যিনি পরিপস্থী মত অযাজ্ঞিক হ'তে হত

ধন দিতে এসেছেন যাজ্ঞিকে আদরি ॥ ৬

তব সেই বীৰ্য্য খ্যাত যাতে, ইন্দ্র ! প্রবোধিত

বজ্র দ্বারা হন অহি, বিভোরনিদ্রায় ।

দেব পত্নীগণে সবে মরুদগণে বিশ্বদেবে

উপাজিল হর্ষ হেরি হবিত তোমায় ॥ ৭

তুমি শুষ্ক, পিপ্র বৃতে বধিলে কুম্বামিত্রে

করিলে বিনাশ সব শস্যরের পুরী (১)

অতেব মিত্র বরুণ, অদিতি, সিন্ধু হউন

পৃথিবী আকাশ সবে প্রীত দয়া করি । ৮

১৮৫ সূক্ত ।

দ্যাবাপৃথিবী । অগস্ত্য ঋষি ।

কেবা পূর্বে, কেবা পরে, কেন, কবিগণ !

জন্মিল পৃথিবী দ্যাস্ (২) কে জানে একথা ?

(১) শুষ্ক, পিপ্র কুরব শস্যর ইত্যাদি অনার্য্য-প্রধানগণের নাম ।

(২) দ্যাস্ আৰ্য্যদিগের অতি প্রাচীন আকাশ দেব । গ্রীকদিগের Zeus ল্যাটিনদিগের Ju (Pitter) এংলোসাক্সন গণের Tiu এবং জার্মান দিগের Zio এই দ্যাস্ শব্দের রূপান্তর । যেমন ল্যাটিনগণ আকাশকে স্পষ্টতঃ Jupiter (যুপিটার) বলিতেন ঋগ্বেদে তেনন আকাশকে পিতা ও পৃথিবীকে যে মাতা বলা হইয়াছে তাহার, প্রমাণ এই সূক্তেই আছে । ঋগ্বেদে অনেক স্থলে আকাশদেব ও পৃথিবী দেবীর, দ্যাবাপৃথিবী নামে, একত্রে উপাসনা করা হইয়াছে ।

আপন শক্তিতে বিশ্ব করিয়া ধারণ,
 চক্রবৎ ঘুরিতেছে দিব্যারাত্রি যথা । ১
 ধরেছেন বুকে উভে অচলা অপদী,
 বহু বহু সচল সপদ কত জীবৈ,
 পিতৃ-কোলে পুল্ল যথা ; হে জীবাপৃথিবী !
 রক্ষ আমাদিগে মহাপাপ হ'তে তবে । ২
 স্বর্গীয়, নিষ্পাপ, সান্ন, অক্ষয় যে ধন
 যাচি অদিতিকে, তাহা যজমান সবে,
 হে জীবাপৃথিবী ! দাও করি উৎপাদন ;
 রক্ষ আমাদিগে মহাপাপ হ'তে তবে । ৩
 দেবপুত্রা অজুঃখিতা জীবাপৃথিবীর
 অনুগত হয়ে মোক্ষা থাকি যেন ভবে,
 উভবিধ ধনাশায় দিবস রাত্রি ;—
 রক্ষ আমাদিগে মহাপাপ হ'তে তবে । ৪
 সঙ্গতা যুবতী দুটি ভগিনীর মত,
 যাহাদের সীমা সমা বিস্তারিতা ভবে,
 ভুবনের নাভিঘ্রাণ করিয়া নিয়ত ;—
 রক্ষ আমাদিকে মহাপাপ হ'তে তবে । ৫
 মহতী জনিত্রী বৃহৎ সন্মস্বরূপিণী
 দেব-প্ৰীতে যজ্ঞস্থলে ডাকিতেছি উভে !
 তোমরা শোভনরূপা অমৃত ধারিণী,
 রক্ষ আমাদিগে মহাপাপ হ'তে তবে । ৬

নমস্কার করি যজ্ঞে করি আবাহন

মহৎ, অনন্ত, পৃথু, বহুরূপা উভে,

হে দ্যাবাপৃথিবী ! কর বিশ্বের ধারণ ;

রক্ষ আমাদিগে মহাপাপ হ'তে তবে । ৭

দেব প্রতি, সখা প্রতি, জামাতার প্রতি,

যে কিছু করিয়া থাকি পাপ তাহা এবে

ক্ষালন করুক যজ্ঞে অপিতা এ স্তুতি ;

রক্ষ আমাদিগে মহাপাপ হ'তে তবে । ৮

উভয়ে প্রশংসাপাত্রী লোকহিতকরী,

আমাকে আশ্রয় দিতে আশ্রন হেথায় !

দেবগণ ! স্তোতা মোরা, অগ্নে তুষ্ট করি

যাচি ধন তোমাদিগে, দানের আশায় । ৯

সকলের শ্রুতি জ্ঞান শ্রেষ্ঠতম স্তুতি,

যত জানি করিলাম পৃথিবীদ্যাবায় ;

অবজ্ঞ দূরিতে যেন পাই হে নিষ্কৃতি ;

কাছে রেখে পিতা মাতা পালুন আমায় । ১০

হে দ্যাবাপৃথিবী ! তোমাদিগে পিতঃ মাতঃ,

সত্য হ'ক করিলাম বে সকল স্তব ;

শ্রেয়োদানে স্তোত্ববৃন্দে হও সমাগত ;

লভি যেন দীর্ঘ-আয়ু, বলান্নবৈভব । ১১

দ্বিতীয় মণ্ডল ।

১২ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । গৃৎসমদ ঋষি । (১)

যে দেব জনম মাত্র দেবের প্রধান ;

মনস্বীর মধ্যে যার অগ্রগণ্য স্থান ;

(১) গৃৎসমদ ঋষি সম্বন্ধে অনুক্রমনিষ্ঠা হইতে সাধারণ এই অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন “য আঙ্গিরসঃ শোনহোত্রো ভূত্বা ভার্গবঃ শোনকোহভবৎ স গৃৎসমদো দ্বিতীয়ঃ মণ্ডলমপশ্যৎ।” অর্থাৎ গৃৎসমদ পূর্বে অঙ্গিরা বংশোদ্ভব শুনহোত্রের পুত্র ছিলেন। অম্বরগণ তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, ইন্দ্র তাহাকে উদ্ধার করিলে, তিনি ভৃগুবাংশীয় শুনকের পুত্র শোনক বলিয়া অভিহিত হইলেন। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে গল্প আছে গৃৎসমদ হৈহয়রাজ বীতিহবোর পুত্র। বীতিহবা, কাশী রাজার ভয়ে ভৃগুর আশ্রমে পলাইয়া ছিলেন। কাশীর রাজা অনুসন্ধানে তাহা জানিতে পারিয়া ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর করিলেন আমার আশ্রমে ক্ষত্রিয় নাই। ঋষি-বাক্য মিথ্যা হইতে পারে না। এজন্ত বীতিহব্য ব্রাহ্মণ হইলেন। ইহারই পুত্র গৃৎসমদ। ইহার দ্বারা অনুভব হয় বেদ রচনার সময়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতিভেদ হয় নাই। জাতিভেদ হইলে পর এই সকল গল্প সৃষ্ট হইয়াছে।

এই সূক্ত সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। এই সমস্ত সূক্তই অধর্কবেদে আছে এবং ইহার রচনা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। চিন্তা গুলিও ঋগ্বেদ রচনার শেষভাগের চিন্তা সদৃশ;—ইন্দ্রেতে লোকের বিশ্বাস বিচলিত হইয়াছে, ঋষি তাহা দূঢ় করিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং তাহা করিতে গিয়া এক ঈশ্বরের মহাস্ব্য বর্ণনার অবতারণা করিয়াছেন।

বীর কশ্মে যিনি সর্ব দেবের ভূষণ ;
 যার বলে ভীত দ্যাবা পৃথিবী দুজন ;
 সৈন্তবল মধ্যে যার বল বিলক্ষণ ;
 সেই গ্নোতমান দেব ইন্দ্র জনগণ । ১
 যাহার প্রসাদে দৃঢ়া, ব্যথিতা ধরণী ;
 নিয়মিত প্রকুপিত পর্ষতের শ্রেণী ;
 বরীয়ান্ অন্তরীক্ষ যাহার সৃজন ;
 শুক্ৰ হ্যাস্ ভয়ে,—তিনি ইন্দ্র জনগণ । ২
 অহিবধে সপ্তসিদ্ধ সৃজন যাহার ;
 করিলেন বল-রুদ্ধ গাভীর উদ্ধার ;
 মেঘে মেঘে করেন অগ্নির উৎপাদন ;
 যুদ্ধে জয়ী যিনি, তিনি ইন্দ্র, জনগণ ! ৩
 এ সব নশ্বর বিশ্ব যাহার সৃজন ;
 করিলেন দাঁসবর্গে গুহায় স্থাপন ;
 ব্যাধবৎ লক্ষজয় করি, শত্রুধন
 হরিলেন যিনি, তিনি ইন্দ্র, জনগণ । ৪
 সে ঘোর দেবতা কোথা ? তিনি নাই আর ;—
 হেন কথা শুনা যায় সম্বন্ধে যাহার ;
 শাস্তিদাতা প্রায় নাশিলেন শত্রুধন ;
 তিনি ইন্দ্র, শ্রদ্ধা তাঁকে কর জনগণ । ৫
 সূতাসোম যুক্তগ্রাবু, যিনি যজ্ঞমানে
 কৃপা করি দিব্যরাত্রি রাখেন কল্যাণে ;

ধারণ করেন যিনি হু হু স্রোভন ;
 তিনি ইন্দ্রদেব শুন যত জনগণ । ৬
 য়ার আজ্ঞাধীন অশ্ব, য়ার গাভিগণ ;
 য়ার আজ্ঞাধীন গ্রাম, রথ অগণন ;
 সূর্য্যদেব উষাদেবী য়াহার স্রজন ;
 জল-নেতা যিনি তিনি ইন্দ্র জনগণ । ৭
 পরস্পর শত্রুসেনা আহ্বানে য়াহার ;
 উত্তম অধম শত্রু য়ার স্তব গায় ;
 একবিধ রথে চড়ি করে দুই জন
 নানা স্তব য়ার, তিনি ইন্দ্র জনগণ । ৮
 য়াহার অকুপা হলে যুদ্ধে পরাজয় ;
 রক্ষা হেতু যোদ্ধা লয় য়াহার আশ্রয় ;
 বিশ্বের প্রতিভূ য়ান ; অচ্যুত পতন
 হয় য়ার কোপে ; তিনি ইন্দ্র জনগণ ॥ ৯
 যিনি বহু মহাপাপী অপূজক জনে
 হত করিলেন স্বীয় শত্রু নিক্ষেপণে ;
 গর্জিত না পায় য়ার উৎসাহ কখন,
 দস্যুর নিহস্তা তিনি ইন্দ্র জনগণ । ১০
 অন্বেষণ করি যিনি চল্লিশ বৎসরে
 লভিলেন ক্ষয়প্রাপ্ত পর্কতে শস্যরে ;
 শয়ান ওজায়মান অহিকে হনন
 করিলেন যিনি তিনি ইন্দ্র জনগণ । ১১

বৃষভ, সবল, সপ্তরশ্মি (১) সংযোজিত
 যিনি করিলেন সপ্ত সিদ্ধ প্রবাহিত ;
 করিলেন স্বর্গারোহী রোহিণে হনন,
 বজ্রবাহু যিনি, তিনি ইন্দ্র জনগণ । ১২
 আকাশ পৃথিবী যারে নমস্কার করে ;
 পর্বত সকল যার ভয়েতে সিহরে ;
 বজ্রতুল্য বাহু যিনি করেন ধারণ—
 দৃঢ়াঙ্গ, সোমপা,—তিনি ইন্দ্র জনগণ । ১৩
 অভিসবকারী, আর পাচক রচকে,
 কল্যাণে রাখেন যিনি স্তোত্র উচ্চারকে ;
 স্তোত্র করে, সোম করে যাহার বর্দ্ধন,
 এই অগ্নে বৃদ্ধি,—তিনি ইন্দ্র জনগণ । ১৪
 অভিসবকারী আর পাচক উভয়ে
 হে ইন্দ্র দিতেছ অগ্নি দুর্ধর্ষ হয়ে ,
 অতএব সত্য তুমি, প্রিয় পুত্র পোত্র
 লইয়া করিব মোরা নিত্য তব স্তোত্র । ১৫

(১) বরাহ, স্বতপঃ, বিদ্বাৎ মহঃ, ধূপি, স্বাপি, গৃহমেধ এই সপ্তরশ্মি ;
 সায়ণ । আমরা বেদে অনেক স্থানে সূর্য্যের বা ইন্দ্রের বা অগ্নির সপ্ত অধ
 বা সপ্তরশ্মির কথা দেখিতে পাই । রাম ধনুতে যে সাতটি বর্ণ দেখা যায়
 তাহা হইতেই কি বৈদিক সপ্তরশ্মির অন্তত্ব উৎপন্ন হইয়াছিল ? আধুনিক
 বৈজ্ঞানিকেরা জানেন যে সূর্য্যালোকে সেই সপ্তবর্ণ নিহিত আছে ।

২৮ সূক্ত ।

বরুণ দেবতা । কৃশ্ম বা'গুৎসমদ ঋষি ।

বরুণ আদিত্য কবি স্বয়ং রাজমান ;
 যার মহিমায় সর্বভূত অভিভূত ;
 পায় যার রূপাবলে হর্ষ বজ্রমান ;
 তাঁর জ্ঞা এই হব্য হয়েছে প্রস্তুত ।
 তিনি স্বামী দ্যুতিমান, এই ভিক্ষা চাই—
 তাঁহার স্মৃকীর্তি যেন গাইয়া বেড়াই । ১

তব ব্রতে ব্রতী হয়ে করি তব ধ্যান,
 হে দেব বরুণ ! তব স্তুতি গান করি,
 আমরা সকলে যেন হই ভাগ্যবান ;
 কর হেন হে বরুণ করুণা বিতরি ।
 গোমতী উষার দ্যুতি উদিলে গগনে ;
 শোভি যেন অগ্নিবৎ তব সংকীর্তনে । ২

নেতৃবর বরুণ ! তোমাকে কত লোকে
 স্তুতি করিতেছে, তব আছে কত বীর !
 পারি যেন আমরা থাকিতে তব লোকে ।
 তোমরাও (১) দীপ্তিমান পুত্র অদিতির—

অদক তৌমরা সবে—সখা নিবন্ধন
আমাদের অপরাধ করহ মার্জন । ৩

বরুণ আদিত্য ধাতা সৃজিলেন জল
প্রভূত, তাহাতে যত সিন্ধু প্রবাহিত ;
বিশ্রাম, বিরতি নাই বহিছে কেবল,
বরুণ মহিমা সবে করি বিঘোষিত ।
পক্ষিগণ যে প্রকারে ভূমিপানে ধায়
উহারাও সে প্রকারে ধায় মৃত্তিকায় । ৪

রজ্জুবৎ পাপে হায় বেঁধেছে আমার ;
হে বরুণ ! সে রশনা কর বিমোচন ;
বঞ্চিত না হই যেন খানুত ধারায়
ছিন্নতন্ত ক'র না গো যজ্ঞের বয়ন ।
অসময়ে যজ্ঞমাত্রা হে দেব বরুণ !
না হয় বিকল যেন, নাহি হয় উন ॥ ৫

আমার নিকট হ'তে ভয় দূর কর,
অনুগ্রহ কর, হে সত্রাট সত্যবান !
বৎস হতে দাম যথা তথা পাপ হর,
হে বরুণ ! দয়া করি, আদিত্য মহান্ ।
তৌমার করুণা হ'তে হইলে বঞ্চিত,
নিমেষ না থাকে কার ঈশত্ব কিঞ্চিৎ । ৬

অসুর বরুণ ! যারা যজ্ঞেতে তোমার
অপরাধী, সহে তারা যে অস্ত্র ঘাতন ;
সহিতে না হয় যেন সে অস্ত্র প্রহার,
জ্যোতি বিয়োজিত যেন না হই কখন ।
অনিষ্টকারকে হেন কর বিশ্লেষণ,
রক্ষা যেন পায় আমাদের জীবন । ৭

কি অতীত, বর্তমান কিবা ভবিষ্যতে
নমঃ নমঃ শব্দ তোমা করিব নিশ্চয় ;
বহু স্থান সমুৎপন্ন বরুণ ! তোমাতে
সর্ববিধ কৰ্ম্ম আছে করিয়া আশ্রয় ।
পৰ্ব্বতে আশ্রিত বস্তু অচ্যুত যেমন,
তবাশ্রিত কৰ্ম্ম সব অচ্যুত তেমন । ৮

পিতৃঋণ পরিশোধ করই রাজন্
যে ঋণ করেছি নিজে কর পরিশোধ,
ভোগ যেন নাহি করি অত্মার্জিত ধন
হে বরুণ ! আমাদের এই অনুরোধ ।
অনেক উষাই সূখে হয়নি উদয়,
বাঁচি যেন উষায়, আদেশ হেন হয় (১) । ৯

(১) ঋণ থাকিলে, উষার উদয় ও অনুদয় তুল্যই । এজন্য ঋষি বলিতে
ছেন অনেক উষা উদয়ই হয় নাই । ঋষিগণ পৈতৃক ও স্বকৃত ঋণের দায়ে
কষ্ট পাইতেন এই বাক্যে তাহার অনুভব করায় ।

হে রাজন্ ভীক্ আমি আমাকে যে বলে
স্বপ্নদৃষ্ট ভয়ঙ্কর কথা হে বরুণ !

জ্ঞাতি হ'ন, বন্ধু হ'ন তাঁহারা সকলে
আমা হ'তে দয়া করি দূরেতে থাকুন ।

আমাদের রক্ষা হেতু বৃক ও তঙ্করে,—
যে হিংসা করে বা তাকে দাও দূর করে । ১০

ধনী কিস্বা দাতার নিকটে কদাচন
জ্ঞাতির দারিদ্র্য যেন বলিতে না হয় ;
থাকে যেন নিয়মিত ধন হে রাজন্ !
পারি যেন হে বরুণ ! যজ্ঞের সময়,
বীর পুত্র পৌত্রগণে হৃষ্মে সমবেত,
তোমার প্রভূত স্তুতি করিতে নিয়ত (১) । ১১

(১) বরুণের অনেক স্তুতিতেই পাপক্ষয়ের জন্ত চিন্তা দৃষ্ট হয় । ৭ম মণ্ডলেও তাহা পাঠক দেখিতে পাইবেন । এই স্তোত্রের ৭ম শ্লোকে “অহুর” শব্দ বরুণের বিশেষণার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে ।

৩২ সূক্ত।

১ ছাবা পৃথিবী। ২।৩ ইন্দ্র। ৪।৫ রাক।

৬।৭ সিনিবালী। ৮ ছয়জন দেবী।

গৃৎসমদ ঋষি।

হে ছাবা পৃথিবী এই ঋত্বিক স্তোতায়

রক্ষ, ইচ্ছা—প্রীত করি তোমা দুই জনে ;

তোমাদের অন্ন শ্রেষ্ঠ ; অহ্বানে সবায় ;

ধনার্থে আমিও ডাকি মহত স্তবনে । ১

হিংসিতে না পারে যেন দিবার নিশায়

শুণ্ডমায়া, নাহি হই শত্রু বশীভূত।

করিও না ইন্দ্র ! চ্যুত তব বন্ধুতায় ;

মনে রেখ সখ্য আর আমাদের হিত । ২

স্বথকরী, দুগ্ধবতী পীনতনুবতী

দৃঢ়াঙ্গী ধেনুর দান কর হৃষ্টমনে ;

পুরুহুত ইন্দ্র ! পাদে বাক্যে দ্রুতগতি—

দিবা রাত্রি আছি আমি তোমার স্তবনে । ৩

সুহবা রাকায় (১) ডাকি সুন্দর স্ততিতে

শুধুন বুঝুন আমাদের অভিপ্রায় ;

(১) "সংপূর্ণ চন্দ্রা পৌর্ণমাসী রাক।" পূর্ণিমা রাজির নাম রাক।

সীবন করুন কর্ম অচ্ছিত্ত স্টিতে ; (১)

প্রদান করুন বীর পুত্র শতদায় (২) । ৪

যে সুন্দর রূপা তব দেখি বসুদানে

রাকে হব্য প্রদাতায়, অত সে রূপায়

এসহে প্রসন্ন মনে আমাদের স্থানে,

সুভগে ! সহস্র সুখ তোমার দয়ায় । ৫

হে পৃথুজঘনে ! দেবগণের ভগিনী

সিনিবালী ! (৩) হুতহব্য করহ সেবন ;

আমাদের প্রতি হষে সদরা আপনি,

উপচিত কর দেবী অপত্য নন্দন । ৬

কি সুশ্রী অঙ্গুলি তাঁর ! বাহু কি সুন্দর !

সুষ্মা (৪) বহুসুবরী (৫) দেবি সিনিবালী ।

বিশ্ণু পত্নী তাঁহাকে সবে করি আমাদের,

প্রদান করহ যজ্ঞে হবি হব্যাবলী । ৭

যিনি গুঙ্গু, (৬) যিনি রাকা, সিনিবালী যিনি,

যিনি সরস্বতী ! তাঁকে করি আবাহন ;

ইন্দ্রানীকে আহ্বানি রক্ষুন আসি তিনি ;

আহ্বানি বরুণানীকে স্বস্তির কারণ । ৮

(১) "To sew the work (apparently the formation of the embryo) with an unfailing needle." Muir. (২) শতদায় বহু ধন বিশিষ্ট । (৩) "দৃষ্টচন্দ্রমাবস্তা সিনীবালী" সায়ণ । (৪) সুপ্রসবিনী । (৫) বহু প্রসবিনী । (৬) গুঙ্গু শব্দে সারণ্যমুসায়ে রাকা ও সিনিবালীর সহচরী বুঝাইতেছে ।

তৃতীয় মণ্ডল ।

৪ সূক্ত । *

আগ্নী (১) দেবতা । বিশ্বামিত্র ঋষি ।

প্রসন্ন মনেতে সমিৎ হও জাগরিত,

প্রসর্পিত তেজে ধন দাও দয়া করে ;

দেবগণে, দেব ! যজ্ঞে কর উপস্থিত,

যজ সখীগণে সখা সানন্দ অন্তরে । ১

প্রতিদিন তিন তিন বারেতে যাঁহার

মিত্র, অগ্নি, বরুণ করেন যজ্ঞ নিত্য,

সে অগ্নি তনূনপাং উদক আধার

মধুমন্ত করুন এ যজ্ঞ দ্বতযুক্ত । ২

সর্বজন প্রিয়ন্তবে ডাকিহ হোতায়

বন্দ্য, শ্রেষ্ঠ, ইষ্টবর্ষী যাতে হন প্রীত,

ইল হেন প্রত্যাশাম করুন তাঁহার,

করুন সে যোগ্য অগ্নি যজ্ঞ সমাহিত । ৩

(১) আগ্নী অর্থে অগ্নির রূপ । ১ম মণ্ডলের ১৩ সূক্তে দ্বাদশ ঋকে দ্বাদশ প্রকার অগ্নিরূপের স্তুতি আছে । যথা, (১) সুসমিদ্ধ (২) তনূনপাং (৩) নরাশংস (৪) ইল। (৫) বর্হিঃ (৬) দেবীদ্বার (৭) নক্তোষসৌ (৮) দেবো হোতারৌ (৯) ইলাসরশ্বতীমহী (১০) তৃষ্টা (১১) বনস্পতি (১২) স্বাহা । এই সূক্তে নরাশংস ভিন্ন অপর ১১টি রূপের স্তব করা হইয়াছে । আগ্নী সূক্ত গুলি পশু যজ্ঞে ব্যবহৃত হইত ।

তোমাদের জন্ত যজ্ঞে কৃত উদ্ধৰ্পণ,
 শুচি হব্য উর্দ্ধ দিকে হতেছে প্রস্থিত ;
 হোতা বসে নাভিদে^১শে, তাঁর দীপ্তি কত,
 দেববাণ্ড বর্হি মোরা করিব বিস্তৃত । ৪

ঋত দ্বারা দেবগণ বিশ্ব প্রীতিদাতা
 সপ্ত যজ্ঞে অকপটে করেন গমন ;
 দেবী-দ্বার নামে নারীরূপে যজ্ঞজাতা
 দেবতা প্রত্যক্ষ হেথা করুন্ গমন। ৫

একত্রে বা ভিন্ন দেহে স্তূত দিবারাত্র,
 করুন প্রকাশ হয়ে যজ্ঞে আগমন

মরুত্বান ইন্দ্র বরুণ আরও মিত্র ;
 আসেন যেমন দীপ্ত, আসুন তেমন । ৬

দিব্যা ও প্রধানা হোত্রা দেবী^২য়ে আমি
 ভজিতেছি ; তথা সপ্ত ঋত্বিক্ দীপ্তিমান্
 স্বধা দ্বারা মুদিত করেন অন্ন-স্বামী

প্রতিব্রতে যজ্ঞরূপ অগ্নিকে ব্রতবান্ । ৭
 ভারতীগণের সহ আসুন ভারতী,

দেব নরগণ সহ অনল ও ইলা ;
 সারস্বতগণেতে আসুন সরস্বতী,

তিন দেবী কুশেতে বসুন যজ্ঞশীলা । ৮
 বাঁহাতে ঐশ্বরহস্ত, দক্ষ, কর্ম্মী, ষ্ট্রী !

সমুৎপন্ন হয় পুত্র বীর দেবকাম ;

পুষ্টিকর, প্রাণকর,—হইয়া সন্তুষ্ট

হেন বীৰ্য্য দিয়ে পূর্ণ কর মনস্কাম । ৯

বনস্পতে ! দেবগণে আন সন্নিধানে,

শমিতাগ্নি দেবে হবি করুন প্রেরণ ;

সত্যতর সে হোতা যজুন দেবগণে,

কেননা, জানেন তিনি তাঁদের জনন । ১০

অরিত দেবতা সহ ইন্দ্রের সহিত

এক রথে সমিদ্ধ হইয়া আস অগ্নে ;

স্বপুত্রা অদিতি কুশে হ'ন প্রতিষ্ঠিত,

স্বাহায় মুদিত হ'ন যত দেবগণে । ১১

৫৫ সূক্ত।

বিশ্ব দেবগণ দেবতা । ১ উষা । ২—১০ অগ্নি । ১১

অহোরাত্র । ১২—১৪ রোদসী । ১৫ রোদসী

বা. ছানিশা । ১৬ দিক্সকল । ১৭—২২ ইন্দ্র

পর্জণাত্মা স্বৰ্চা বা অগ্নি । বিশ্বামিত্রের পুত্র

প্রজাপতি অথবা বাকের পুত্র প্রজা-

পতি ঋষি ।

উষার প্রকাশ পূর্বে হইলে তখনে,

• অক্ষয় মহান সূর্য্য শোভেন গগণে ;

দেবগণে দেয় সবে ব্রত উপহার ;—

এক মহা অশ্বরত্ন (১) সৰ্ব দেবতার । ১

অগ্নে । দেব-ক্রোধে যেন আমরা না পড়ি ;

না হন পদজ্ঞ পিতৃগণ যেন অরি ;

উঠিলেন সূর্য্য দ্বাবা পৃথিবী মাঝার ;—

এক মহা অশ্বরত্ন সৰ্বদেবতার । ২

কামনা আমার বহু, চারিদিকে ধায়.

পুরাতন স্তব দীপ্ত যজ্ঞ কামনায় ;

করিব সমিদ্ধানে সত্যের উচ্চার ;

এক মহা অশ্বরত্ন সৰ্ব দেবতার । ৩

সমান বিরাজ অগ্নি—বেদ্বিতে শয়ান

বনেতেও অগ্নি ; স্বর্গে বৎসের সমান ;

ক্রোড়েতেও আছে অগ্নি মাতা বসুধার ;

এক মহা অশ্বরত্ন সৰ্ব দেবতার (২) । ৪

জীর্ণ ওষধিতে সত্ত্বজাত ও তরুণে

কে না উপলব্ধি পারে করিতে আগুণে ?

(১) “অশ্বরত্ন প্রাবল্যমিতি ।” সায়ণ । “দেবগণের মহৎ বল একই”
রমেশ ষাট্। The great divinity of the gods is one. Max
Muller, আমি অশ্বরত্ন শব্দ অবিকল রাখিয়াছি ।

(২) এই শব্দের সোম পক্ষে এক অর্থ আছে ।

প্রসবে অজ্ঞাত গর্ভা ফল কত আর ;—

এক মহা অম্বরত্ব সর্ব দেবতার (১) । ৫

করেন দ্বিমাতা (২) সূর্য্য পশ্চিমে শয়ন ;

বৎস বৎ পূর্বে তাঁর কিবা বিচরণ !

মিত্র বরুণের এই কার্য্য অনিবার ।

এক মহা অম্বরত্ব সর্ব দেবতার । ৬

যজ্ঞের সত্ৰাট্, হোতা, দ্বিমাতা অনল ;

স্বর্গে সূর্য্য, ভূমে মূল-কারণ কেবল ;

স্তোতা রম্য বাক্যে স্তুতি করিতেছে তাঁর ;

এক মহা অম্বরত্ব সর্ব দেবতার । ৭

যোদ্ধাশূর কাছে সৈন্ত যথা প্রতিহত ।

অগ্নির সন্মুখে তথ্য ভূতজাত যত ;

অগ্নিস্থিতা দীপ্তি করে জলের সংহার ;

এক মহা অম্বরত্ব সর্ব দেবতার । ৮

আছেন পালক দূত ওষধি ভিতর ;

শোভেন সূর্য্যের সহ ছাপৃথ্বী অন্তর ;

নানারূপে আমাদের প্রতি দয়া তাঁর ;—

এক মহা অম্বরত্ব সর্ব দেবতার । ৯

(১) এই শব্দের সূর্য্যার্থেও এক ব্যাখ্যা আছে ।

(২) দ্রাবা ও পৃথিবী দুই মাতা যাহার ।

প্রিয় ও অমৃত তেজ করিয়া ধারণ,
 গোপা বিষ্ণু পরস্থান করেন রক্ষণ ;
 বিশ্ব চরাচর জ্ঞাত অগ্নি দেবতার ;
 এক মহা অশ্বরত্ন সৰ্ব্ব দেবতার । ১০

যুগ্ম অহোরাত্রি ধরে বপু নানারূপ ;
 গুহা শ্যামবর্ণা দুই ভগিনী স্বরূপ ;
 রুচির একের বর্ণ অগ্না কৃষ্ণা আর ;—
 এক মহা অশ্বরত্ন সৰ্ব্ব দেবতার । ১১

মাতা ও দুহিতা যত্র উভে পরস্পরে
 'রসদানে ধেনুবৎ সঙ্গত অন্তরে (১) ;
 তত্র দ্বাবা পৃথিবীকে প্রার্থনা আমার ;
 এক মহা অশ্বরত্ন সৰ্ব্ব দেবতার । ১২

পৃথিবীর বৎসানলে করিয়া লেহন
 ধেনুরূপা হ্যাদেবতা করেন গর্জ্জন ;
 কোথা হতে পান তিনি মেঘ পুনর্কার ?
 সূর্য্য হইতে পান পৃথ্বী সলিল আবার ;—
 এক মহা অশ্বরত্ন সৰ্ব্ব দেবতার । ১৩

নানারূপ পরিধান করেন ধরণী ;
 লেহন করেন ত্র্যবি (১) উর্দ্ধগতা তিনি ;
 স্তব করিতেছি জেনে সেই সূর্যাগার ;
 এক মহা অশুরত্ব সর্ব দেবতার । ১৪

পদদ্বয়বৎ দৃষ্ট ছাপৃথ্বী-অন্তর
 দিবা রাত্রি, ব্যক্ত একে অব্যক্ত অপর ;
 যাদের মিলন পথ আশ্রিত সবার ;
 এক মহা অশুরত্ব সর্ব দেবতার । ১৫

শিশু-শূত্রা রসপূর্ণা শয়ানা ক্ষীরদা,
 যুবতী নীরদমালা নবীনা সর্ষদা ;
 বিধূনিত হ'ক সেই ধেনু সমাহার ;
 এক মহা অশুরত্ব সর্ব দেবতার । ১৬

এক দিকে হয় মহা ইন্দ্রের গজ্জন,
 অন্য দিকে হয় তাঁর প্রভূত বর্ষণ ;
 তিনি জলবর্ষী রাজা পাত্র প্রার্থনার ;
 এক মহা অশুরত্ব সর্ব দেবতার । ১৭

ইন্দ্রের অশ্বের কথা করিব বর্ণন,
 জানেন দেবতা সবে সুন্দর কেমন ;

(১) ত্র্যবি দেড়বৎসব বয়স্ক বৎস । এ স্থলে তৃণ সূর্য্যকে বুঝাইতেছে ।

যট পঞ্চ পঞ্চভাবে (১) যুক্ত রথে তাঁর ;

এক মহা অশুরত্ব সর্ব দেবতার । ১৮

বৃষ্টা বহুরূপধারী দেবতা সবিতা,

প্রজার পালক বহু প্রজা জনহিতা ;

এ বিশ্ব ভুবন সব সৃজন তাঁহার ;

এক মহা অশুরত্ব সর্ব দেবতার । ১৯

মহতী সঙ্গতা উভে, ইন্দ্রতেজে ব্যপ্তা

দ্যুপৃথীকে কারিলেন খগ পশু যুক্তা ;

বসুনাভ হয় শুনি বীরত্বে তাহার,

এক মহা অশুরত্ব সর্ব দেবতার । ২০

ক্ষিতি অন্তরীক্ষ কাছে ধাতা ইন্দ্ররাজ

হিতকারী মিত্রবৎ আছেন বিরাজ ;

গৃহে থাকে, অগ্রে চলে মরুদগণ তাঁর,

এক মহা অশুরত্ব সর্ব দেবতার । ২১

তোমা হ'তে সিদ্ধি পায় ওষধি সকল

তোমা হ'তে ইন্দ্র হয় বাহির্গত জল ;

ধরিত্রী ধরেন ধন নিমিত্ত তোমার ;

ভাগ যেন পাই সখা আমরা তাহার ;

এক মহা অশুরত্ব সর্ব দেবতার । ২২

(১) এহলে ইন্দ্র কালান্নক । ছয় বা পাঁচ অশ্ব যড়্‌শত বা পঞ্চ শত ।
সায়ণ ।

৬২ সূক্ত ।

১—৩ ইন্দ্রাবরুণ ; ৪—৬ বৃহস্পতি ; ৭—৯ পুষা ;
১০—১২ সবিতা ; ১৩—১৫ সোম ; ১৬—১৮
মিত্র ও বরুণ ।

বিশ্বামিত্র ঋষি । কেবল শেষ তিনিটী ঋক্ষের,
কাহার কাহার মতে, জমদগ্নি ঋষি ।

না পারে হিংসিতে যেন হে ইন্দ্রবরুণ,
ভ্রাম্য মাত্ত প্রজাগণে অরাতিতরুণ ;
কোথা হেন বশ ইন্দ্র বরুণ সন্তবে,
বাহাতে করিলে বশ অরে আমা সবে ? :

ধন লাভাশায় এইথ্যাত বজ্রমান
আশ্রয়ার্থে তোমাদিগে করেন আস্থান ;
ছালোক ভুলোক আর সহ মরুদগণ,
আমাদের আবাহন করহ শ্রবণ । ২

ইন্দ্রবরুণ ! হউক আমাদের ধন ;—
সর্বকর্ষক্ষম ধন হ'ক মরুদগণ !
বরণীয়া দেবী সবে শরণপ্রদানে,
পালুন ভারতী হোত্রা দক্ষিণার দানে । ৩

বৃহস্পতে ! সর্বদেবগণ-হিতকর
ইবা লও, বজ্রমানে রত্ন দান কর । ৪

শুদ্ধাত্মা সে দেবে কর স্তব নমস্কার ;

অনম্য ওজের জ্ঞাত প্রার্থনা আমার ; ৫

মানবের ইষ্টদাতা, অদাভ্য বরণ্য,

বিশ্বরূপ বৃহস্পতি সবে প্রণম্য । ৬

এ নব সুন্দর স্তব তোমারি পুষণ্ !

তোমার জন্তে তাহা করি উচ্চারণ । ৭

যোষা কাছে যথা আসে বধু প্রিয়জন

এ ফ্লাদিনী স্তুতি দেব শুনহ তেমন । ৮

করেন দর্শন যিনি এ বিশ্ব ভুবন,

*আমাদিগে সেই পুষা করুন পাল । ৯

সেই বরণীয় তেজ সবিতৃ দেবের

ধ্যান করি, দেন যিনি বুদ্ধি আমাদের (১) । ১০

(১) এই একটি প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্র। শুক্ল যজুর্বেদ ও সামবেদেও ইহা আছে। এই শ্লোকের নানা প্রকার অর্থ করা হয়। নিয়ে কয়েকটি উদ্ধৃত হইল।

“যিনি আমাদিগকে ধীশক্তি প্রেরণ করেন, আমরা সেই সবিতাদেবের সেই বরণীয় তেজঃ ধ্যান করি।” রমেশচন্দ্র দত্ত।

“আমরা সবিতৃদেবের সেই বরণীয় তেজঃ ধ্যান করি যাহার প্রভাবে আমরা স্বীয় স্বীয় কর্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হই”। সত্যব্রত সামশ্রমী।

“সবিতৃদেবের বরণীয় তেজঃ আমরা ধ্যান করি, যিনি আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি প্রেরণ করেন।” বাক্সিম চট্টোপাধ্যায়।

আমিও বুদ্ধি অর্থ করিয়াছি। বুদ্ধি শব্দ স্থলে ধী পাঠ করিলেও কতি নাই।

অন্ন বাসনায় দেব ভগ সবিতায়
স্তব করি, যাচঞা করি, ধনের আশায় । ১১

ধীমান মেধাবিগণ কৰ্ম্ম-নেতা যারা
পূজেন যজ্ঞেতে স্তোত্রে সবিতায় তাঁরা । ১২

সংস্কৃত দেবতা জগৎ ঋতের যোনিতে,
পথবিৎ সোমরস আসিতে আসিতে ;—
আমাদিগে দ্বিপদে ও জীবৈ চতুষ্পদে
প্রদান করুন অন্ন স্বাস্থ্যসুখপ্রদে । ১৩।১৪

আমাদিগে আয়ু দিয়ে, শত্রু করি ক্ষয়,
আসীন হউন সোম শোভি যজ্ঞালয় । ১৫

সূক্রতু বরুণ মিত্র ! গোষ্ঠপূর্ণ যুতে,
গৃহ পরিপূর্ণ কর মধুর রসেতে । ১৬

শুচিব্রত ! বহুস্তুত বৃদ্ধোপাসনায় !
শোভমান হও স্তবে মাহাত্ম্যপ্রভায় । ১৭

জমদগ্নিস্তুত হয়ে বস যজ্ঞালয়ে,
যজ্ঞ শুভ কর উভে সোম রস পিয়ে । ১৮

চতুর্থ মণ্ডল ।

‘৩০ সূক্ত ।

১—৮, ১২—২৪ ইন্দ্র । ৯—১১ ইন্দ্র ও উষা ।

বামদেব ঋষি ।

হে বৃত্রহা ইন্দ্র ! কেবা শ্রেষ্ঠতম :—

কার খ্যাতি এত তোমার মত ? (১)

চক্রবৎ এই প্রকৃতি নিকর

তবানুসরণে সকলে রত ;

* তুমিই মহান্ তুমিই খ্যাত । ০

তব বল লভি দেবগণ সবে

ষ্মিল, বধিলে, তুমি দিবানন্ত ; ৩

সবন্ধু কুৎসকে সে ঘোর আহবে

দিলে সূর্য্য-চক্র করিয়া হত । ৪

যে রণে একাকী দেববৈরীগণে,

হিংসক দিগকে করিলে হত ; ৫

নরহিতে হিংসি সহস্র কিরণে

‘রক্ষিলে, এতশে শচীরক্ষিত (১) । ৬

যিকিলে তৎপরে কিবা ঘোরতর
বধিলে দিবায় দক্ষতনয়ে ; ৭

করিলে এমন প্রথর সমর
স্বর্গের দুহিতা মরিল ভয়ে (১) । ৮

উষা পূজনীয়া স্বর্গের দুহিতা
পিষিতা তাঁহারে করিলে তুম ; ৯

ভগ্নরথা উষা অতিশয় ভীতা,
নামিয়া আসিলা তখন ভূমি । ১০

শকট তাঁহার বিপাশে পড়িল
চূর্ণীকৃত—তিনি স্তূপে স্থিত । ১১

সিন্ধুকে ধরায় সম্পূর্ণ-সলিল
প্রজ্জায় করিলে তুমি স্থাপিত । ১২

শুষ্কপুরী সব করিয়া পিষিত
করিলে তাহার ধন লুণ্ঠন ; ১৩

দাস কৌলিতরে (২) গিরিপরিস্থিত,
শস্যে করিলে অবহনন । ১৪

(১) সূর্য্যরূপ ইন্দ্রের উদরে উষার বিনাশ হয় ইহাই বোধ হয় এই
শ্লোকের অর্থ ।

(২) কৌলিতরের অপত্য শস্যে ।

পঞ্চশত আর সহস্রাছুচর
 ছিল দাস বচি-চতুরদিকে
 শঙ্কু যথা করে বেঁটন চকর,
 বধিলে হে ইন্দ্র ! তুমি তাদিগে । ১৫

শতক্রতু ইন্দ্র অগুর সন্ততি
 পরাবর্তে স্তোত্রে করিলা ভাগী ? ১৬

অস্নাত যহ তুর্কশে শচীপতি
 করিলেন অভিসেকোপযোগী । ১৭

তুমি অবিলম্বে সরযুর পারে
 আর্ঘ্য অর্ঘ চিত্ররথে বধিলে (১) । ১৮

অন্ধ, পঙ্কু—বন্ধু তাজেছে বাহারে,
 তুমি তাহাদিগে, স্নেহে রাখিলে । ১৯

পাষণের শত সংখ্যক নগর
 দিবোদাসে ইন্দ্র করিলে দান ; ২০

দভীতির জন্ত ত্রিশসহস্র
 দাসেরে করিলে নিদ্রিতবান্ । ২১

(১) আর্ঘ্যগণ ক্রমে সরযুতীর অতিক্রম করিয়া রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন । কেবল আর্ঘ্যানার্থেই যুদ্ধ হইত এমন নহে । আর্ঘ্যে আর্ঘ্যে ও যুদ্ধের উল্লেখ এই ঋকে পাওয়া যায় । সরযুর অপর পারে আর্ঘ্য অর্ঘ ও চিত্ররথের বধের উল্লেখ এই ঋকে পাওয়া গেল ।

এ সমস্তে ইন্দ্র করেছ বিচ্যুত
গোপালক তুমি সম সকলে ; ২২

তব বল ইন্দ্র সামর্থ্য সংযুত
কে পারে হিংসিতে তোমার বলে ? ২৩

প্রদান করুন অর্থীয়া তোমায়
মনোহর ধন, শক্রনাশক !

পুষা ভগ দেব করলতী আর
দিউন সে ধন মনোহারক । ২৪

৪০ সূক্ত ।

১—৪ দধিক্রা (১) ৫ ইন্দ্র ।

বামদেব ঋষি ।

করিব আমরা স্তুতি বারম্বার

দেবতা দধিক্রাবার ।

উষাগণ সবে প্রেরণ আমাকে

করুন কন্মেষেতে তাঁর ॥

(১) অথরুণী অগ্নির নাম দধিক্রা ।" সায়ণ ।

"Dadhikra or Dadhikravan...The sun under the type of a horse." • Wilson.

জল, অগ্নি, উষা, সূর্য্য, বৃহস্পতি
জিষ্ণু দেব আগ্নিরস ।

এ সব দেবের ' করিব স্তবন
গাইব তাঁদের যশ ॥ ১

বসি দধিক্রাবা দেব গতিশীল,
পোষক, গাভীপ্রেসক ।

সুরমা উষায় ' অন্ন বাসনার
লইয়া পরিচারক ॥

তিনি শীঘ্রগামী সত্য, বেগগামী
চাক্র লক্ষ্যগামী কিবা ।

অন্ন, বল, স্বর্গ করুন প্রদান
সবে দেব দধিক্রাবা ॥ ২

বিহঙ্গ যেমন বিহঙ্গ পশ্চাদে
করয়ে অনুগমন ।

সে রূপে সকলে করে দ্রুতগতি
দধিক্রাবানুসরণ ॥

শোন পক্ষীবৎ অতি দ্রুতগামী
দধিক্রাবা ত্রাণকর ।

তাঁর বক্ষ চতুর্দিকে আর সবে
করে গতি একান্তর ॥ ৩

গ্রীবাদেশে বদ্ধ বদ্ধ মুখে কক্ষে
সেই অশ্ব কি সুন্দর ।

দ্রুতপাদক্ষেপ করিয়া বিস্তার
 আসিছেন কি সম্বর ॥
 যজ্ঞ অভিমুখে * সমধিক বেগে
 আগমন দধিক্রার ।
 সর্পবৎ বক্র পথ অনুসারে
 সর্বদা গমন তাঁর ॥ ৪
 আকাশেতে হংস অন্তরীক্ষে বসু
 ঋত বেদিস্থলে হোতা ।
 গৃহেতে অতিথি নসঙ্গে বসতি
 তিনি বরণ্য দেবতা ॥
 যজ্ঞস্থলে বাস ব্যোমেতে নিবাস
 জলে ও কিরণে জাত ।
 ঋতেতে উদ্ভব অদ্রিতে সমুদ্র
 তিনিই কেবল সত্য (১) ॥ ৫

(১) এই ঋকটি প্রসিদ্ধ হংসবতী ঋক । শুক্ল যজুর্বেদে ও দুই স্থানে এই ঋকটি আছে । ঐ বেদের টীকাকার মহীধর বলেন যে এই ঋকে পরব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে । কিন্তু পাঠক দেখিবেন, ঋকের কুত্রাপি পরব্রহ্মের কথার উল্লেখ নাই । তবে ঋত যে সকল বিশ্বময় সেই কথা বলা এই ঋকের উদ্দেশ্য ইহাতে সন্দেহ নাই । সুতরাং ঋত শব্দের অর্থ কি বুঝিতে হইবে ।

“ঋতস্ত সত্যাস্তাবশ্তাভাবিনঃ কশ্মলস্ত” সায়ণ ।

“ঋতমিত্যাদক নাম সত্যং বা” যাস্ক ।

“Max Mullar বিবেচনা করেন সূর্য ও চন্দ্র নক্ষত্রাদির নির্দিষ্ট গতিকে প্রথমে “ঋত” কহিত । পরে সেই গতি দ্বারা নির্দ্ধারিত যজ্ঞকে ঋত বলিত । অবশেষে ঋত শব্দের সাধারণ অর্থ নিয়ম বা ধর্ম হইল ।”

৫৭ সূত্র।

১—৩ ক্ষেত্রপতি (১)। ৪ শুন। ৫, ৮ শুনাসীর।

৬, ৭ সীতা। বামদেব ঋষি।

সহ ক্ষেত্রপতি অতি হিতকর,
করিব আমরা ক্ষেত্রের জয়;
পুষিবেন তিনি গো-অশ্ব নিকর,
দেন তিনি হেন সুখ নিচয়। ১

ধেনু দেয় পয় যথা ক্ষেত্রপতি,
মধুময় পুত মাধুরীময়;
দেও ঘৃততুল্য প্রভূত তেমতি
পয় পতিগণ! হয়ে সদয়। ২

মধুময় হ'ক ওষধি নিচয়,
মধুময় জল আকাশান্তর,
হউন ক্ষেত্রের পতি মধুময়,
চরি পাছে তাঁর নিক্সিগ্নাস্তর। ৩

(১) ব্রহ্মঃ ক্ষেত্রপতিং প্রাহঃ কেচিদয়ি মথা পরে।

স্বতন্ত্র এব বা কশিচৎ ক্ষেত্রস্ত পতিক্ষ্যতে ॥ সাধারণ।

গৃহ সূত্রে লিখিত আছে যে, লাক্সল দিয়া চাষ করিবার পূর্বে এই সূত্রের
প্রত্যেক শ্লোক পাঠ করা কর্তব্য।

বলীবর্দ সুখে, সুখে আর নর,
লাঙ্গল করুক সুখে কর্ষণ ;
বদ্ধ হ'ক সুখে প্রগ্রহ নিকর,
প্রতোদ করহ সুখে প্রেরণ । ৪

শুন সীর ! (১) জল সৃজিলে আকাশে,
আমাদের স্তব কর সেবন ;
তোমরা উভয়ে দয়ার প্রকাশে
সেই জলে কর ধরা সিঞ্চন । ৫

হে সীতে সুভগে হও অভিমুখী ;
তোমায় আমরা বন্দনা করি ;
কর আমাদিগে ধনদানে সুখী ;
সুখী কর আর ফল বিতরি । ৬

করুন সীতাকে ইন্দ্র নিগ্রহণ ;
পুষাও করুন তাঁকে চালিতা ।
বৎসরে বৎসরে শষ্যের দোহন
পয়স্বতী হয়ে করুন সীতা (২) । ৭

(১) শৌনকের মতে শুন দ্বাদেবতা অর্থাৎ ইন্দ্র এবং সীর বায়ু। যাস্ক বলেন শুন বায়ু, সীর আদিত্য। সীর শব্দের আদি অর্থ লাঙ্গল “সীরানি হলানি” মহীধর (শুক্লযজুর্বেদ ১২। ৬৩) রমেশ বাবু ইঙ্গিত করেন শুনসীর কৃষি কার্যের উপকরণত্ব।

(২) “সীতা লাঙ্গল পদ্ধতি” মহীধর। সীতা অর্থে লাঙ্গল দ্বারা চিহ্নিত ভূমিতে রেখা।

ফালে সুখে হ'ক ভূমির কষণ,
কীনাশ, বলদ সুখে চলুক ।
মেঘ পয়ামৃত করুন সিঞ্চন,
শুনসীর ! দাও মোদিগে সুখ । ৮

পঞ্চম মণ্ডল ।

২৩ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । অত্রির পুত্র দ্যুম্ন ঋষি ।

শক্রজয়ী পুত্র দ্যুম্নে কর অগ্নে দান,
পরাক্রমে যে তনয় করি পরাজয়,
সমরে সকল লোকে বলে তেজোয়ান
উপার্জন করিবেক গৌরব অক্ষয় । ১

ওহে পরাক্রান্ত অগ্নে, অদ্বৈত গোদাতা,
সত্যের স্বরূপ দেব তুমি অন্ন দাতা,
সৈন্ত পরাজয়ে শক্ত আমারে এমন
প্রদান করহ অগ্নে একটি নন্দন । (১) ২

(১) এই সূক্তে ঋষি একটি সৈন্ত বিজয়ী পুত্র চাহিতেছেন । ঋষিরা সংসারী ছিলেন । এই সূক্তের দ্বারা বুঝা যায় ঋষিক অর্থাৎ পুরোহিত সম্প্রদায় একটি বিভিন্ন জাতি হয় নাই এবং যোদ্ধা সম্প্রদায়ও একটি ভিন্ন জাতি হয় নাই । এ সময়েও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দুটি স্পষ্ট জাতি নহে ।

ঋত্বিক সকলে করি কুশের ছেদন,
সমবেত হ'য়ে করে তোমা অটিক্ষণ ;
তুমি প্রিয় তুমি হোতা যজ্ঞের শালায় ;—
যাচে নানাবিধ ধন তাঁহারা তোমায়া । ৩

সেই লোকশ্রুত ঋষি বিশ্বের আশ্রয় ;
শক্রঘাতী বল তাতে হ'ক উপচয়,
দীপ্তি দাও আমাদের গৃহে দেব অগ্নে,
গৃহগুলি পূর্ণ হ'ক সে প্রভুর ধনে ;
প্রজলিত হও অগ্নে জলদ আগুনে ! ৪

২৮ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা ।

আত্রেয়ী বিশ্ববারা নাম্নী ঋষি (১) ।

আকাশে সমিধানন কি সুন্দর সমুজ্জল
উবার প্রকাশে শোভে মহতী প্রভায় ।
পূর্বমুখী বিশ্ববারা দেবগণে স্তুতি দ্বারা
তুষিতে আগত্য করে হব্যপাত্র ভায় ॥ ১

(১) এই সূক্তের ঋষি জটনকা ১মণী । অত্রি গোত্রীয়া বিশ্ববারা নাম্নী সেই ঋষি ।
ঋগ্বেদের মন্ত্র রচনা বা সংকলন করা স্ত্রীলোকের ক্ষমতার বহির্ভূত ছিল না ।
এই সূক্ত দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইতেছে বিশ্ববারা ঋষি দাম্পত্য সম্বন্ধ সুশৃঙ্খল
করিবার জীন্তু ওয় ঋকে অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন ।

হইয়! সমিধ্যমান অমৃত কর বিধান
 হব্যদাতৃ কল্যাণার্থ হও উপস্থিত ।
 থাক অগ্নে কাছে যার কি ধন নাহিক তার
 করে সে সম্মুখে তব আতিথ্য স্থাপিত । ২

মহা সৌভাগ্যের জন্মে শত্রুগণ দম অগ্নে
 হউক তোমার দীপ্তি আরো সমুজ্জল ।
 দাম্পত্য সম্বন্ধানল কর দেব স্নশৃঙ্খল
 নিজ বলে প্রতিহত কর শত্রুবল ॥ ৩

যখন সমিদ্ধ হও যদা পূর্ণদীপ্তি রও
 তব শ্রীর করি আমি তখন স্তবন ।
 জানবা হইয়ে স্তবে পূর্ণ কাম করি সবে
 যথা যোগ্যভাবে কর যজ্ঞ স্নশোভন । ৪

সমিদ্ধ আহূত অগ্নে ! পূজ দেবগণে ।
 তুমি হব্যদাতা দেব পূজ তে কারণে ॥ ৫
 করহ অগ্নিতে হোম আরদ্ধ যজ্ঞেতে ।
 সেবা কর, বর তাঁকে হব্য বহনেতে (১) ॥ ৬

(১) এই একটি ঋত্বিকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে ।

৬২ সূক্ত (১) ।

১—৪ এবং ১১—১৬ মরুদগণ দেবতা ।

অন্যান্য ঋকে নানাবিধ নামের উল্লেখ আছে ।

শ্রাবাস্থ ঋষি ।

একে একে কে তোমরা শ্রেষ্ঠ নেতাগণ !

দূর হ'তে হেথায় করিলে আগমন ? ১

(১) “সায়নাচার্য্য বলেন একটি আশ্চর্য্য প্রাচীন ইতিবৃত্ত অবলম্বন করিয়া এই স্তোত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি বলেন আগম পারদর্শিরা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে দর্তের পুত্র রাজা রথবীতি অত্রিংশীয় অর্চনানাকে হোতৃ কার্য্যে বরণ করিয়াছিলেন। অর্চনানা পিতৃসমীপে রাজপুত্রীকে দর্শন করিয়া স্বপুত্র শ্রাবাস্থের সহিত তাহার বিবাহ দিবস নিমিত্ত রাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাহাতে সন্মত হইয়া নিজ মহিষীকে জিজ্ঞাসা করায় রাজমহিষী এই আপত্তি করিলেন যে, তাঁহাদের বংশে সকল কন্যাই ঋষিগণের সহিত বিবাহ হইয়াছে, অথচ শ্রাবাস্থ ঋষি নহেন; সুতরাং তাঁহার সহিত কিরূপে বিবাহ হইবে? এই আপত্তি উপস্থিত হওয়ার রাজা শ্রাবাস্থের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিতে অসম্মত হইলে, শ্রাবাস্থ রাজকুমারী প্রাপ্তির আশায় কঠোর তপস্তা আরম্ভ করিয়া ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিতে করিতে একদা রাজা তরস্তের মহিষী শশীয়সীর নিকট উপস্থিত হইলেন। শশীয়সী শ্রাবাস্থকে সঙ্গে লইয়া পতি সমীপে উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহাকে সমুচিত অতিথি সংকার করিতে বলিলেন। অনন্তর শশীয়সী তাঁহাকে গোযুগ আভরণ প্রদান করিলে তরস্ত তাঁহাকে অভিলষিত ধন প্রদান করিয়া নিজ অশুভ পুরুষস্বরের নিকট প্রেরণ করিলেন। শ্রাবাস্থ গমন কালে পথিমধ্যে মরুদগণের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার সভয় চিন্তে কৃতাক্ষলিপুটে তাঁহাদিগের স্তব করিতে লাগিলেন। মরুদগণ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঋষি বলিয়া স্বীকার করিলেন ও তাঁহাদের প্রসাদে তিনি সূক্তব্রতী হইলেন। অনন্তর রথবীতি ও তাঁহার মহিষী শ্রাবাস্থের সহিত রাজকুমারীর

তোমাদের অশ্ব কোথা ? বলগা কোথায় ?
 কিবা শক্তি ? কিরূপে বা চলিতেছ হায় ?
 পৃষ্ঠে আস্তরণ নাকে রজ্জু দেখা যায় । ২
 হইতেছে কশাঘাত অশ্বের জঘনে ;
 বিবৃত করিছে উরুদ্বয় যন্তুগণে,
 করে যথা নারীগণে পুত্র উৎপাদনে । ৩
 মর্ত্য হিতকারী ভদ্রজন্মা বীরগণ !
 অগ্নি তপ্তবৎ দৃষ্ট হতেছ কেমন ! ৪
 শ্রাবাশ্বের স্তন সেই তরন্তু রাজার
 বাধিলেন যিনি স্বীয় ভূজের লতায় ;
 সে মহিষী শশিরসী দিলেন আশ্রয়
 গো অশ্ব ও শত মেঘ পশু সমুদায় ; ৫
 দেবতায় না পূজে, না করে বিতরণ,
 এহেন পুরুষ চেয়ে শ্রেষ্ঠ তিনি হন । ৬
 বুঝেন ব্যাধিত-ব্যথা, তৃষিতাকিঞ্চন,

বিবাহ দিলেন । পুরুষীন্দ্ৰ, তরন্তু, শশীরসী, রথবীতি ও মরুদগণ তুষ্ট হইয়া
 শ্রাবাশ্বকে যাহা প্রদান করিয়াছিলেন এই সূক্তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে ।

এইরূপ বৈদিক আখ্যানসমূহ হইতে উপলব্ধি হয় যে তৎকালে ঋষি ও
 ঋত্বিকগণের সহিত রাজকস্তাগণের বিবাহে কোন বাধা ছিল না । ঋষি ও
 ঋত্বিকগণের একটি ভিন্ন জাতি “ (অর্থাৎ caste) সঙ্গঠিত হয় নাই । ”
 রমেশ বাবুর টীকা ।

ধনার্থীয়ে দেন ধন দেবতায় মন ! ৭
 তাঁহার পতির গুণ স্তবের অতীত ;
 সকল সময়ে যার দান এক মত । ৮
 এ শ্রাবাশ্বে যে যুবতী পথ প্রদর্শন
 কবিয়াছিলেন হয়ে হরষিত মন !—
 তাঁর দন্ত লাল দুই অশ্ব নিল মোরে
 দীর্ঘযশা বিজ্ঞ পুরুষীহ রাজদ্বারে । ৯
 দিলেন সে বিদদশি মোরে ধেনু শত
 আর বহুমূল্য ধন তরন্তুর মত । ১০
 গুনিছেন মরুদগণ সোমপানে রত
 আসি বেগগামী অশ্বে স্তব করি যত । ১১
 স্বর্গ ও পৃথিবী ব্যাপ্ত যাদের প্রভায়
 শোভেন রথেতে বীরা সূর্য্য সম ভায় ; ১২
 নিত্য সে মরুদগণ তরুণ উজ্জল ;
 রথাক্রুত, অনিন্দ্য রূপেতে সমুজ্জল,
 হৃদম তাঁদের গতি শোভন কেবল । ১৩
 যাহাদের ভয়ে শত্রু হয় কম্পবান্,
 নিষ্পাপ করেন যারা জলের বিধান।
 যেখানে সে মরুদগণ হন উল্লাসিত,
 কে জানে সে স্থান আছে কোথা অবস্থিত ? ১৪
 স্তবপ্রিয় তোমাদিগে এহেন স্তবন
 যে করে তাঁহারে কর স্বর্গতে বহন !

করিলে যজ্ঞেতে তোমাদের আবাহন
 সে আহ্বান তোমাদের পরশে শ্রবণ । ১১
 শক্রঘাতী, ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন, পূজনীয় !
 দাও আমাদিগে তবে ধন বাঞ্ছনীয় । ১৬
 হে রাত্রি ! আমার স্তব করহ বহন
 দার্ত রথবীতি কাছে ; বহয়ে যেমন
 রথী, তথা বহ মম এসব বচন । ১৭
 সোম যজ্ঞ শেষ হ'লে হইয়া আমার
 বলিবে রথবীতিকে এই সমাচার !—
 হয় নাই হীন কিছু মম কামনার ! ১৮
 গোমতীর তীরে (১) ধনবান্ রথবীতি
 পর্ব্বতের প্রান্তে গৃহে করেন বসতি । ১৯

৮৫ সূক্ত ।

বরুণ দেবতা । অত্রি ঋষি ।

বিস্তৃত সম্রাট ধন্য গাও বরুণের জন্য
 মহৎ গভীর ব্রহ্ম প্রিয় মনোহর ।
 পশু হস্তা চর্য্য যথা তিনি পৃথিবীকে তথা
 করেন বিস্তৃত সূর্য্য নিমিত্তে সুন্দর ॥ ১
 বিস্তৃতাস্তরীক্ষ বনে, বাজদত্ত (২) বাজিগণে,
 ধেনুতে সঞ্চিত পশু কুপায় যাহার ।

(১) রমেশ বাবু অনুভব করেন এই গোমতী অযোধ্যা প্রদেশস্থ গোমতী নদী এবং ঐ পর্ব্বত প্রান্ত হিমালয় পর্ব্বতের প্রান্ত । (২) বাজ—বল ।

হৃদে ক্রতু (১) জলে' নল, দিবে সূর্য্য সমুজ্জল,
 পর্কতেতে সোমলতা সৃজন তাঁহার ॥ ২
 রোদসী (২) অন্তর (৩) জন্ত, করিলেন মেঘনিম্ন
 ছিদ্রযুক্ত, তাহাতেই আদ্র ধরাতল ।
 যব শস্ত্রে বৃষ্টি যথা, ভূমি সিক্ত করি তথা
 সমস্ত ভুবন রাজ্য করেন শীতল ॥ ৩
 বৃষ্টিরূপ হৃৎক বদা ছহিলে হইল তদা,
 জলে পৃথ্বী স্বর্গ অন্তরীক্ষাভিসিঞ্চন ।
 ভূধর শিখরচয়, ঘনঘটা শোভাময়,
 প্লথ করিলেক মেঘে বীর মরুদগণ ॥ ৪
 অসুর বরুণ মায়া, অতি মহীয়সী যাহা
 আমি তাহা করিতেছি বোধিত জগতে ।
 অন্তরীক্ষে দাঁড়াইয়ে, সূর্য্যমানদণ্ড দিয়ে
 পৃথিবীর পরিমাণ কৃত যাহা হ'তে ॥ ৫
 কবিতম দেব-মায়া, কেহ নাহি পারে যাহা
 খণ্ডন করিতে ; তাঁর প্রভাব বশতঃ
 শুভ্রা বারি প্রবাহিনী, নদীগণ সঞ্চারিণী
 একটি সমুদ্র নারে করিতে পূরিত (৪) ॥ ৬

(১) ক্রতু—সংকল্প । (২) রোদসী—দ্যাৱা পৃথিবী (৩) অন্তর-অন্তরীক্ষ ।
 (৪) “সায়ণ বলেন পূর্বোক্ত কার্য্য সকল বরুণের নহে, ইহা ঈশ্বরের
 কার্য্য, বরুণ বা অজ্ঞাত রূপধারী ঈশ্বরের কার্য্য । সায়ণ বোধ হয় পুরাণের

যদি কদাচিৎ দাতা, মিত্র বা বরশ্রু ভ্রাতা
 প্রতিবেশী অথবা মুকের প্রতি কভু
 করে থাকি অপরাধ শ্লথ করি পাপবাধ
 মুক্ত কর আমাদিগে হে বরুণ প্রভু । ৭
 পাশ ক্রীড়কের ত্রায়, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে হায়
 করে থাকি যদি কোন পাপ প্রবঞ্চনা !
 শ্লথ বন্ধ হতে যথা, তাহা হতে মুক্ত তথা
 কর, তব প্রিয় হয়ে পুরাই বাসনা । ৮

ষষ্ঠ মণ্ডল ।

৪৬ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । বৃহস্পতির পুত্র শংযু ঋষি ।

স্তোতা ঞ্জোরা সবে ঞ্জের কারণ

করিতেছি, ইন্দ্র ! তোমা আবাহন ;

কথা ভাবিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন। প্রকৃতির বিস্ময়কর কার্য্যপরম্পরা দেখিয়া ঋগ্বেদের ঋষিগণ বরুণ ইন্দ্রাদি দেবের অনুভব করেন, পরে সেই কার্য্য পরম্পরার এক্য সম্বন্ধ দেখিয়া এক ঈশ্বরের অনুভব তাঁহাদের হৃদয়ে উদয় হয়। যিনি সূর্য্যদ্বারা অন্তরীক্ষের পরিমাণ লয়েন (৫ম ঋক) তিনিই নদী সকলকে এক মহাসমুদ্রে প্রেরণ করেন অথচ সে মহাসমুদ্রে কখন পরিপূর্ণ হয় না (৬ষ্ঠ ঋক) তিনি মনুষ্যের পাপ বিনষ্ট করেন ও অপরাধ খণ্ডন করেন (৭ম ও ৮ম ঋক) এই সকল চিন্তা করিয়া বরুণের স্তুতিপরায়ণ ঋষি এক ঈশ্বরের অনুভব করিয়াছেন। ঈশ্বর ভিন্ন, বরুণ ভিন্ন, ঈশ্বর বরুণের রূপ ধরেম, এ সকল পৌরাণিক কল্পনা, ঋগ্বেদের চিন্তা নহে।" রমেশ বাবুর টীকা।

তুমি রক্ষা কর যত সাধুগণে,
শত্রুজয়ে তোমা ডাকে তেঁকারণে,
আশ্ব্যরণে অরি করিতে নিধন । ১

চিত্র বজ্র হস্ত ! বিজয়ী যে রণে
অন্নদান তাঁরে করহ যেমনে,—
আমাদের স্তবে হইয়ে প্রসন্ন
গাভী রথ অশ্ব বহনের জন্য,—
দাও শত্রুহস্তা মঘবা ! তেমনে । ২

শত্রুহা যে ইন্দ্র সর্বতো দর্শন,
আমরা তাঁহাকে করি আবাহন ;—
হে সহস্রমুখ (১) বহুধন পতে !
আমাদিগে সংপৃক্ত ! সমরেতে,
কর ইন্দ্র দেব ঋকি বিতরণ ॥ ৩

যথা-উক্ত ঋকে সেইরূপ ধর,
মহাক্রোধে রণে শত্রুবল হর ;
যাহাতে আমরা ভাস্করে ও জলে
দেখিবারে পাই সন্তান সকলে,—
আমাদিগে রণে হেন রক্ষা কর । ৪

(১) “ হে সহস্রমুখ সহস্রশেফ যাং কাক্ষস্মিৎ সংভবস্মিন্ভঃ ভোগ
লোলুপতয়া স্বশরীরে পর্শণি পার্শণি শেকান্ সনজোতি কৌষীতকিভি রান্নাতঃ
তদভিপ্রাণনেদং সংবোধনং । ” সায়ণ ।

কিবা বজ্রপাণি অন্তত তোমার !
 কি সুন্দর শিগ্র, কেমন আকার !
 অতি পুষ্টিকর, শ্রেষ্ঠ, ওজস্বর
 যে অগ্নে পালিত পৃথিবী ও স্বর্ ;
 আন সেই অগ্ন বলের আধার । ৫

তুমি শত্রুজয়ী, বলিষ্ঠ দেবতা,
 তুমি দীপ্তিমান, তুমি রক্ষাকর্তা ;
 অখিল পিঙ্গনে (১) করহ ব্যাখিত
 লিখিল অমিত্রে করহ সৃজিত ;—
 ডাকি তাই তোমা ইন্দ্র গৃহদাতা । ৬

যে বল যে ধন আছে মানবেদে,
 আছে যে অগ্ন বা পঞ্চক্ষিত্তে, (২)
 হে ইন্দ্র ! মহৎ বল সহকারে
 দাও সে সকল আমা সবাকারে,
 প্রীত হ'য়ে দেব ! মোদের স্তুতিতে । ৭

শত্রুর সংহার বাহাতে সমরে
 করিতে আমরা পারি অকাতরে,

(১) “ পিঙ্গনা পিঙ্গনানিরক্ষাংসি পিহিতং অব্যক্তং শক্রয়ন্ত ইতি । ”
 সারণ ।

(২) পঞ্চক্ষিত্তি সম্বন্ধে ১ম মণ্ডল ৭ সূক্তের টীকা দেখ ।

তাই তৃক্ষু, দ্রহ পুরুষ সমস্ত
বল আমাদিগে দাও বজ্রহস্ত !
ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন ইন্দ্র ! দয়া ক'রে । ৮

হে ইন্দ্র ! করহ শরণ প্রদান
স্বস্তিমচ্ছাদক, ত্রিধাতু নির্মাণ ;—
ত্রিবন্ধ যাহা,— হব্যধন জনে,
আমাকেও দাও ! দয়া বিতরণে ;
দূর কর বৈরাগ্য দীপ্তিমান (১) । ৯

উৎপীড়ন করে ধৃষ্টতা বশত,
গোহরণ জন্ত শত্রুতায় রত,—
হে ইন্দ্র ! মঘবন্দ্ৰু হুয়ে শুবে,
সে সকল শত্রু হতে আমা'সবে
রক্ষিতে নিকটে হও সমাগত । ১০

সমৃদ্ধি বিধানে অথ এইরণে
অনুকূল হও দয়া বিতরণে ;
দীপ্ত, পক্ষ যুক্ত শত্রু-শর বদা

(১) মূলে ত্রিধাতু ও ত্রিবন্ধ শব্দ আছে। সাধারণ ত্রিধাতু অর্থে ত্রিভূমিকাং করিয়াছেন এবং ত্রিবন্ধ অর্থে ত্রয়াণাম্ শীতাতপবর্ষাবরকং করিয়াছেন। কিন্তু রমেশ বাবু তাহাতে সন্তুষ্ট হন নাই। আমি এজন্য মূলের দুটি শব্দই রাখিয়া দিলাম।

উড়ে পড়ে তীক্ষ্ণ ভাবে, ইন্দ্র ! তদা
রক্ষা কর তাঁকে যিনি নেতা রণে । ১১

তাজি প্রিয়তম পৈতৃক আলয়,
শূরগণ নিজ দেহ যে সময়
তাজিবারে যায় সমর-অঙ্গনে ;
সস্তুত মোদিগে রক্ষিও তখনে ;
অজ্ঞাত কবচে, শত্রু করি ক্ষয় । ১২

কুটিল প্রদেশে যথা ধায় দ্রুত
আমিষ ভোজনে শুন পক্ষী কত ;
সেইরূপ মহা সমর-সময়ে,
অসমান মার্গে তুরঙ্গ নিচুড়ে
প্রেরণ করহ আমাদের যত । ১৩

সত্য বটে অশ্ব ভয়ে করে রব,
তবু ধায় যথা ধায় নদ সব ;—
আমিষার্থে যথা ধায় পক্ষিগণ
ধেহু লাভে তথা করি আবর্তন
কক্ষে বদ্ধ অশ্ব ধায় দ্রুতজব (১) ॥১৪

(১) যুদ্ধ সময়ে অশ্বের যেরূপ ব্যবহার হইত ১৩ ও ১৪ শ্লোকে তাহার
বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে ।

৬১ সূক্ত।

সরস্বতী দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

• যেই দেবী সরস্বতী করিলেন অবিরতি

দানকুণ্ড স্বার্থপর পণিকে (১) আহার।

পাইলেন ঋগচ্যুত দিবোদাসে বেগযুত

বধ্যশ্ব নামক দাতা কৃপায় তাঁহার।

সরস্বতি ! এই দান মহৎ তোমার ! ১

মৃণাল খনন করে সে যথা কৰ্দম খোঁড়ে

খুড়িয়া ভাঙ্গেন এই দেবী সরস্বতী

প্রবল বেগ তরঙ্গে কত শত গিরি শৃঙ্গে,

রক্ষার্থে আমরা তাঁর যজ্ঞে করি স্তুতি ;

উভকুল দিলক্ষিনী দেবী সরস্বতী। ২

দেব নিন্দগণে হত করিয়াছ, সর্বতত

(১) পণিঃ নামক অশুরেবা দেবলোক হইতে গাভী অপহরণ করিয়া অন্ধকারে রাখিয়াছিল। ইন্দ্র মরুৎগণের সাহায্যে তাহা উদ্ধার করিয়াছিলেন। গাভীগণের অনুসন্ধানে দেব কুক্কুরী সরমাকে পাঠান হইয়াছিল ; সরমা অশুরগণের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া সকল অবগত হইয়া আসিয়া বলিয়াছিল। সাগণ। কিন্তু মোক্ষমূলর বলেন সরমা উষার একটা নাম গাভী সূর্য্যারণি ও পণিঃ অন্ধকার। উষার সহায়তায় অন্ধকার রুদ্ধ আলোকের পুনরুদ্ধারই দেবগণের গাভী হরণ ও উদ্ধার বৃত্তান্তের অন্তর্লীন প্রাকৃতিক ঘটনা। মোক্ষমূলর ইহাও বলেন যে, ট্রয় অবরোধও এই প্রাকৃতিক ঘটনার বর্ণনামাত্র। তাহার মতে সরমা Helena, পনিস Paris, বৃসর Breses ইত্যাদি।

মায়াবী বৃসয়পুত্রে (১) হত সরস্বতি !

প্রদান করেছ তুমি ; মানব সকলে ভূমি

প্রদান করেছ আর বারি অন্নবতী ;

দয়া করি তাহাদিগে দেবী সরস্বতী ।

করুন অগ্নিতে তৃপ্ত দেবী অন্নবতী

স্তোতৃগণে সদয়ে অবিদ্রী সরস্বতী । ৪

ইন্দ্র সম তব স্তব করে যেই জন ;

রক্ষ তারে ধন লোভে যুঝে সে যখন । ৫

হে অন্নশালিনি ! রণে করহ রক্ষণ

পুষাবৎ আমাদিগে দাও ভোগ্যধন । ৬

শত্রু সংহারিণী সেই ঘোরা সরস্বতী

শুনুন হিরণ্যরথ্য আমাদের স্তুতি । ৭

বার জলবর্ষী বেগ অনস্তাহিংসিত ;

মহারবে ধায় দীপ্তপ্রভ অবারিত । ৮

(১) সায়ণের মতে বৃসয় ভৃষ্টার একটী নাম এবং তাহার দুই পুত্র বিশ্বরূপ ও বৃজ্জ । বিশ্বরূপ নামে ভৃষ্টার এক পুত্রের উল্লেখ ঋগ্বেদে স্থানে স্থানে আছে ; কিন্তু বৃজ্জ নামে ভৃষ্টার কোন পুত্রের উল্লেখ উহাতে পাওয়া যায় না । বৃসয়সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বাহা বলিয়াছেন, বাবু রমেশ চন্দ্র দত্ত ও তাহাই সঙ্গত মনে করিয়াছেন ।

আমুন সে দেবী যথা সূর্য্য আনে দিনে,
শক্রগণ ধ্বংসিলা আপন ভয়িগণে ! ৯

সুসেবিতা শ্রিয়া সপ্ত স্বসা (১) সরস্বতী ;
তাঁহাকে সতত যেন করি মোরা স্তুতি । ১০

পূর্ণ এ বিশাল পৃথ্বী স্বর্গ তেজে ঝাঁর ;
নিন্দকের হস্তে তিনি করুন উদ্ধার । ১১

পঞ্চশ্রেণী (২) হিতৈষিণী ত্রিলোকব্যাপিনী
যুদ্ধে যুদ্ধে হ'ন হব্য্য সপ্তধাতু তিনি । ১২

মাহাত্ম্যে ও মহিমায় যিনি সুপ্রসিদ্ধা হায়
নদীগণ মধ্যে যিনি অতি বেগবতী ;
যিনি ইন রথ মত , শ্রেষ্ঠগুণে অলঙ্কৃত
জ্ঞানি স্তোতৃ স্তুত্যা তিনি দেবী সরস্বতী ! ১৩
আমাদিকে সরস্বতি নেও দেবি বস্তু প্রতি ;
করিওনা হীন ; বেশী জলে উৎপীড়িত ;
আমাদের সখ্য গৃহ সেবা করি হেথা রহ
অপকৃষ্ট স্থানে যেন না হই প্রেরিত । ১৪

(১) সপ্তনদী ।

(২) "Five tribes" সরস্বতী তীরস্থ পঞ্চ শ্রেণীর মনুষ্য । ১ মণ্ডলের
৭ স্তকের টীকা দেখ ।

৭৫ সূক্ত ।

১ বশ্ম । ২ ধনুঃ । ৩ জ্যা । ৪ আত্মী । ৫ ইষুধি ।
 ৬ সারথি ও রশ্মি । ৭ অশ্ব । ৮ রথ । ৯ রথগোপগণ
 ১০ স্তোতা, পিতা, সোম্য, ছাবাপৃথিবী ও পুষা ।
 ১১, ১২, ১৫, ১৬ ইষু । ১৩ প্রতোদ । ১৪ হস্তম্ব ।
 ১৭ যুদ্ধভূমি, ব্রাহ্মণম্পতি এবং অদিতি । ১৮ কবচ,
 সোম ও বরুণ । ১৯ দেবগণ ও ব্রহ্মা (১)

ভরদ্বাজের পুত্র পায়ু ঋষি ।

যখন সমরে বশ্মী করেন গমন,
 শোভেন তখন তিনি জীমূতের প্রায় ।
 বিজয় অবিক্র দেহে ব্রহ্মহ সাধন,
 বশ্মের মহিমা শূর ! রক্ষুন তোমায় । ১
 আমরা ধনুর দ্বারা করিব গো জয়
 যুদ্ধ জয় তীব্র শত্রু করিব হনন ;
 করুক ধনুতে অরি কামনা বিলয় ;
 ধনুতে সর্বত্র জয় করিব সাধন । ২
 এই জ্যা ধনুর, যুদ্ধে পার করিবারে,
 কর্ণ কাছে আসে যেন প্রিয় সম্ভাষণে ;

(১) “যুদ্ধ যাত্রাকালে রাজাকে বশ্মাদি পরিধান করাইবার সময়ে এই
 শ্লোকগুলি উচ্চারণ করাইতে হয় ।”

আলিঙ্গিতা পত্নী যথা পতিকৈ আদরে

জ্যা তেমন সমাদরে বাণে আলিঙ্গনে। ৩

আত্মিহয় (১) মনস্বিনী রমণীর মত,

মাতা যথা পুত্রে তথা শত্রু আক্রমণে;

রক্ষুক, স্বকার্য্য সব হ'য়ে অবগত,

হানুক হিংসিয়া সব রাজামিত্রগণে। ৪

বহু বাণ-পিতা, এর পুত্র বহুতর

তৃণীর সংগ্রামে আসি চিন্তা শব্দ করে ;

পৃষ্ঠেতে নিবদ্ধ থাকি প্রসবিয়া শর

শত্রুর সমস্ত সেনা বধয়ে সমরে। ৫

রথে চাড়ি যথা ইচ্ছা তথা লয়ে যায়,

সুসারথি তুরঙ্গমগণে পুরঃস্থিত ;

রশ্মি সব তাহাদের পাছে পাছে ধায় ;

অতএব তাদের গাওঁ মহিমা সঙ্গীত। ৬

বৃষপাণি (২) অশ্ব বেগে রথ সহ ধায়

তীব্র শব্দ করে, ধূলি উড়াইয়া চলে ;

পলায়ন নাহি জানে, হানে পদ ঘায়,

হিংসাপূর্ণ শত্রুগণে অমিত্র সকলে। ৭

রাজার কবচাযুধ যাহাতে নিহিত,

সে রথের ধন তাঁকে করুক বর্জন,

আমরা সকলে সদা প্রক্লিষ্ট চিত্ত,
 করি সে সুখের রথ সমীপে গমন । ৮
 শত্রুর সুস্বাদু অন্ন মিত্রে করে দান
 রথের রক্ষকগণ বিপদে আশ্রয় ;
 গভীর, বিচিত্রসেন, বীর, শক্তিমান,
 মহান, সবাণ, ধীর, অরাতি-বিজয় । ৯
 স্তোত্রগণ ! পিতৃগণ ! ঋত্যা সোম্যগণ !
 নিষ্পাপ দ্যাবাপৃথিবী ! করহ মঙ্গল ;
 হরিত হইতে পুষা করুন রক্ষণ,
 ঈশ যেন নাহি হয় পাপ শত্রু দল । ১০
 সুপর্ণ বসন ধার মৃগ যার দাঁত,
 গো-সন্নক (১) হ'য়ে যেন প্রেরিত, পতিত ;
 যেথা নেতাগণ চরে পৃথক্ একসাথ,
 সেথা সুখদান কর, শরগণ যত । ১১
 আমাদের বর্জন করহ ওহে বাণ ;
 হ'ক আমাদের তনু পাষণের মত ।
 করুন মোদের হয়ে সোম স্তব গান
 শস্য দিন আমাদের অদিতি নিয়ত । ১২
 অশ্বের শক্তিতে করে হে কশে ! আঘাত
 প্রচেতা সারথীগণ তোমার দ্বারায় ;

(১) গাভীর নায়ু দ্বারা ধনুর জ্যা প্রস্তুত হইত । মৃগ শৃঙ্গ দ্বারা বাণের শিরোভাগ প্রস্তুত হইত ।

জঘনেও হয় পুনঃ প্রত্যোদ সম্পাত ;

রণেতে প্রেরণ কর অশ্ব সমুদায় । ১৫

জ্যার ঘাত নিবারণ করি নিরন্তর,

অহিবৎ প্রকোষ্ঠকে করয়ে বেষ্টন

হস্তর (১), সমস্ত জাত, পুরুষত্বধর,

সর্বতঃ পুরুষবীরে করে সংরক্ষণ । ১৪

আলাক্তা (২) অয়সমুখী ইন্দ্রদেবতায়,

যাহার শিরেতে হিংসা করে অনিবার,

পর্জন্ত দেবের রেত (৩) যাহাকে জন্মায়,

সে বৃহৎ দেবতায় করি নমস্কার । ১৫

• হে ইষু ! ব্রহ্মসংশিতে ! সংহার কুশলে !

বিসৃষ্ট পতিত হয়ে শত্রুর সংহার

করহ, বধহ যত অমিত্র সকলে ;

কেহ যেন অবশিষ্ট নাহি থাকে আর । ১৬

বিশিখ কুমারবৎ যেখানেতে বাণ

পতিত, ব্রাহ্মণস্পতি অদिति তথায়,

(১) ধনুর জ্যাঘাত হইতে প্রকোষ্ঠকে রক্ষা করার জন্য যে চর্ম্ম বন্ধন করা হইত তাহার নাম হস্তর ।

(২) আলাক্তা—বিষাক্তা । (৩) পর্জন্ত বা বর্ষাদেবের সহায়তায় যে শর গাছ জন্মে তাহাই হইতে বাণ প্রস্তুত হয়

আমাদিগে সুখ তাঁরা করুন প্রদান ;

করুন তাঁহারা সুখদান সৰ্বদায় । ১৭

বর্ষেতে তোমার বর্ষ করিব চ্ছাদন,

করুন অমৃতে সোমরাজা আচ্ছাদিত ;

করুন বরুণ শ্রেষ্ঠ সুখ বিতরণ,

হউন দেবতাগণ জয়ে প্রমোদিত । ১৮

আমাদের প্রতি যেনা নহে হৃষ্টচিত্ত,

দূর হতে আমাদিগে যেনা হিংসা করে ;

সকল দেবতা তারে করুন ব্যাধিত ;

ব্রহ্মই আমার বর্ষ নিবारे যে শরে । ১৯

সপ্তম মণ্ডল ।

৩৬ সূক্ত ।

বিশ্ব দেবগণ দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

যজ্ঞালয় হ'তে স্তোত্র করুক গমন ;

সূর্য্যের রশ্মিতে হয় সলিল সৃজন ;

পৃথিবী বিস্তারি সান্নু আছেন ব্যাপিয়া ;

অগ্নি পৃথ্বী-অবয়বে আছেন জলিয়া । ১

করিতেছি হে অশ্বর মিত্র ও বরুণ !

অন্ন তুল্য তোমাদের স্তবন নূতন ;

করেন বরুণ প্রভু স্থানের স্বজন ;
 স্তূয়মান্ মিত্র হ'তে জাত ভূতগণ । ২
 চারিদিকে বাতগতি কিবা শোভা পায় ;
 বৃদ্ধি প্রাপ্ত ক্ষীরদায়ী ধেনু সমুদায় ;
 মহান্ ও দ্যোতমান্ আদিত্য-আলয়ে,
 শব্দ করে অন্তরীক্ষে পর্জন্ত নিচয়ে । ৩
 তব প্রিয় হরিদ্রয়ে,—গতি কি সুন্দর !—
 রথে যুক্ত করে স্তবে, ইন্দ্র শ্রবর !
 অর্য্যমা হিংসক কোপ করেন ধারণ ;
 তাই সে সূকর্ষ্মাদেবে করি আবর্তন । ৪
 যজ্ঞ পরায়ণ গণ অন্নযুক্ত হয়ে,
 যাচেন সখ্যতা তাঁর বসি যজ্ঞালয়ে ;—
 অন্ন দেন নেতৃগণে তুষ্ট হয়ে স্তবে,
 শ্রেষ্ঠ নমস্কার মম সেই রুদ্রদেবে । ৫
 কামদুখা সুধারা নিম্নগা সব ধায়,
 সিন্ধুমাতা, সরস্বতী সপ্তমী যাহায় ;
 স্বস্বজলে প্লবমানা হয়ে অন্নবতী,
 যুগপৎ আসুন তাঁরা কাম্যা দ্রুতগতি (১) । ৬

(১) ঋগ্বেদে অনেক স্থানে সপ্তনদীর উল্লেখ আছে। এই ঋকে সিন্ধু-
 নদীকে মাতা ও সরস্বতীকে সপ্তম স্থানীয়া বলা হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয়
 সিন্ধু সরস্বতী এবং সিন্ধুর পঞ্চশাখা এই সাতটি নদীকেই সপ্তনদী বলা
 হইয়াছে । ৩

করুন সবেগ হৃষ্ট মরুৎ সকল
আমাদের যজ্ঞ আর পুত্রের মঙ্গল ;
চলন্তী বাগ্দেরী' যেন অত্র না যান ;
করুন তাঁহারা উভে ধনের বিধান । ৭

অসীমা মহীকে হেথা কর আবাহন ;
পুষায় যজ্ঞার্থ বীরে কর নিমন্ত্রণ ;
এসব কর্মের রক্ষয়িতা দেব ভগে,
দানশীল পুরন্ধি বাজকে (১) ডাক যজ্ঞে । ৮

মরুদগণ শুন সবে এসব স্তবন ;
গন্তুপাণ বিষ্ণুকেও সেই নিবেদন ;
এ স্তোতা প্রজাকে কর অন্ন বিতরণ ;
স্বস্তিদানে আমাদের করহু পালন । ৯

৮-৩ স্তোত্র ।

ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।
হে ইন্দ্র বরুণ ! নেতা তোমরা উভয় !
তোমাদের আত্মীয়তা করিয়া আশ্রয়,
গোলাভ আশায় পৃথু-পশু (২) যোদ্ধৃগণ,
পূর্বদিকে সবে তাঁরা করিলা গমন ;

(১) বাজঃ ঋতুনামস্ততমঃ দেবঃ । সায়ণ । বাজ দেব ঋতুগণের অন্ততম ।

(২) পশু — একপ্রকার কাস্তে ।

হত কর বৃত্র দাসে আর আৰ্য্যগণে (১)।

এস হেথা সুদাস রাজার সংরক্ষণে। ১

যেখানে মানবগণ ধ্বজা উড়াইয়া

মিলিত সকলে হয় যুদ্ধের লাগিয়া ;

যেখানেতে কিছুমাত্র নহে অমুকুল ;

শৃগ্ধ দেখে দূতগণ হইয়া আকুল ;

ভয়াবহ সে সংগ্রামে ইন্দ্র ও বরুণ !

আমাদের পক্ষ হয়ে ঢকথা বলুন। ২

ভূমি-অস্ত্র ধ্বংস প্রাপ্ত হতেছে লক্ষিত ;

হইতেছে কোলাহল দ্ব্যালোকে উথিত ;

* জনগণ-শত্রু সব মম সন্নিহিত ;

হতেছে বরুণ ইন্দ্র, যুদ্ধ উপস্থিত ;

হবন শ্রবণকারী তোমরা উভয় ;

কাছে এস, রক্ষা কর, হইয়া সদয়। ৩

হে ইন্দ্র বরুণ ! ভেদে পা'য়া নাহি যায় ;

আয়ুধ প্রহারে তবু বধিলে তাহায়।

করিলে আপদ দূর সুদাস রাজার,

স্তনিলে তোমরা উভে তৃপ্ত সবাচার

(১) সুদাস রাজার আৰ্য্য ও অনাৰ্য্য উভয়বিধ শত্রু ছিল।

স্তব সব ; যুদ্ধ কালে হইলে সদয় ;
ইহাদের পৌরহিত্যে হ'ল ফলোদয় । ৪

হে ইন্দ্র বরুণ ! আৰ্য্যায়ুধ চারিদিকে
করিতেছে জ্বালাতন আমা সবাদিগে ;
তাহাদের মধ্যেতে অগ্রেতে আসে যারা
আমাদিগে জ্বালাতন করেই ত তারা ।
স্বর্গীয় পার্থিব উভ ধনের ঈশ্বর !
তোমরা উভয়ে আমাদিগে রক্ষা কর । ৫

যখন উভয় পক্ষে বাঁধে ঘোর রণ,
তোমাদের উভয়কে করে আবাহন ;—
বসু লোভে ইন্দ্র ও বরুণে স্তুতি করে,
রক্ষিলে সুদাসে যবে এ হেন সমরে ;
তখন সুদাস দশরাজ-নির্বাধিত ;—
রক্ষিলে তাঁহাকে যত তৃণসুর সহিত । ৬

যজ্ঞহীন দশ রাজা হইয়া মিলিত,
নারিলা সুদাসরাজে করিতে বিজিত ;
বরুণ সফল হ'ল নেতৃগণস্তব,
হব্যযুক্ত যজ্ঞে গীত হইল যে সব ;

সেই সব স্তবে তুষ্ট হয়ে দেবগণ
করিয়াছিলেন আসি যজ্ঞ সুশোভন । ৭

যে দেশেতে তৃৎসুগণ শ্বেতাঞ্চল পরি,
অন্ন দ্বারা স্তোত্র দ্বারা পরিচর্যা করি,
জটাধারী যজ্ঞস্থলে শোভেন ধামান্ ;—
সে দেশে সুদাসে বল করিয়া প্রদান,
তোমরা বরুণ ইন্দ্র দশরাজাক্রমে
রক্ষিলে তাঁহাকে কিবা ঘোর পরাক্রমে । ৮

হে ইন্দ্র বরুণ ! একে নাশ শত্রুগণে ;
ব্রত সব রক্ষা কর অশ্রুতর জনে ;
• তোমরা উভয়ে কর অভীষ্ট বর্ষণ ;
সুপ্রবৃত্ত স্তবে তাঁহা করি আবাহন ;
এস হেথা, যজ্ঞশোভা করহ বর্দ্ধন ;
আমাদিগে কর দোহে সুখ বিতরণ । ৯

আমাদিগে ইন্দ্র মিত্র অর্য্যমা বরুণ
জ্যোতমান্ ধন সবে প্রদান করুন ;
প্রদান করুন গৃহ বিস্তীর্ণ মহান্ ;
ঋতহিতা অদিতির তেজ জ্যোতিষ্মান্
না করে মোদের যেন অনিষ্ট সাধন ;
সবিতৃ দেবের মোরা করিব স্তবন । ১০

বেদসংহিতা ।

৮-৬ সূক্ত ।

বরুণ দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

স্তব্ধ করিলেন যিনি বিস্তীর্ণ রোদসী (১) তিনি

বরুণ, তাঁহার জন্ম মহিমা-পূরিত ।

বৃহৎ আকাশ তারা, প্রেরিত বাঁহার দ্বারা

বাঁহার কর্তৃক ভূমি হয়েছে বিস্তৃত ॥ ১

আপন শরীরে কবে, বন্দিব তাঁহারে স্তবে

থাকিব তাঁহার আমি নিকটে কখন ?

হৃদয়ে ক্রোধ রহিত, হইবে হব্য জুযিত

সুমনা হইয়া তাঁকে করিব দর্শন ? ২

বরুণ দিদ্গু হয়ে, সেই পাপ কথা লয়ে

তোমার নিকটে প্রণ করি উপস্থিত ।

জিজ্ঞাসিহু বিজ্ঞ লোকে, সকলেই এক বাক্যে

বলেছেন তব প্রতি বরুণ কুপিত । ৩

হেন গুরু পাপ আমি কি করেছি মিত্রে তুমি

স্তোতার করিতে হত করেছ মনন ।

ঈর্ষ্য ও তেজিয়ান করহ অভয় দান

তব কাছে নতশিরে করি আগমন । ৪

পাপ পিতৃক্রমাগত, অথবা স্বতন্ত্রকৃত,

সকল হইতে মুক্ত করহ রাজন !

পশুতপ চৌর জ্ঞায়, দামবদ্ধ বৎস প্রায়
পাপ হ'তে বসিষ্ঠকে কর বিমোচন । ৫

নিজের নহে সে দোষ, কৃত তাহা, ত্যজ রোষ,
ভ্রম, সুরা, মন্থ্য, দ্যাত, অজ্ঞান বশতঃ,
কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ দোষে পাপ করে পরবশে
অনৃত সজ্ঞাত হয় স্বপ্নেতেও কত । ৬

হয়ে আমি পাপ শূন্য মীড়্‌হ্‌ (১) ভর্তার জন্ত,
করিব দাসের মত পরিচর্যা কত ।

আমরা সবে অজ্ঞান, করিবেন জ্ঞান দান
ধনার্থে প্রেরিত হবে স্তোভুগণ যত । ৭

হে বরুণ অন্নবন্, তব হৃদে এ স্তবন
হউক নিহিত তব কক্‌গা অপারঃ;
শিব হ'ক যোগ যত শিব ক্ষেম (২) সেই মত
পাল আমাদিগে স্বস্তি দ্বারা অনিবার । ৮

৮৭ সূক্ত ।

বরুণ দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।
বরুণ সূর্য্যকে পথ করেছেন সম্প্রদান ;
অস্তরীক্ষ-জলে নদ হয়েছে প্রবহমান ।

(১) “মীড়্‌হ্‌ষে সেকে কামানাম্‌ বর্ষিত্রে” সায়ণ ।

(২) “অপ্রাপ্তস্ত প্রাপণং যোগঃ প্রাপ্তস্ত রক্ষণং ক্ষেমঃ” সায়ণ ।

বড়বানু যথা অশ্ব তথা দ্রুত যেতে চাই,
অহ হ'তে মহী রাত্রি বিভিন্ন করিলা (১) তাই । ১

তব বাত আত্মা, জল যাহা হ'তে প্রণোদিত ;
শপ্পে যথা পশু, ভর্তা বাত তথা অন্নাশ্বিত ।
মহতী বৃহতী দ্বাবা পৃথিবীর মধ্যস্থলে,
হে বরুণ ! তব ধাম প্রিয়তম সবে বলে । ২

বরুণের চরগণ, গতি কি প্রশস্ত হায় !
সন্দর্শন করে তারা চারু পৃথিবী দ্যাবায় ;
ঋতবান্, যজ্ঞবীর, প্রজ্ঞাবান্ কবিগণ,
করেন যে স্তুতিগান করে তাহাও শ্রবণ । ৩

পৃথিবী একুশ নাম ধারণ করেন যাহা,
বলেছেন ঋতবান্ আমাকে বরুণ তাহা ;
যোগ্য অন্তেবাসী মোকে উপদেশ করি দান,
স্থানের গোপন কথা বলেছেন সে বিদ্বান্ । ৪

ত্রিবিধ দ্যলোক আছে বরুণ-মাঝে নিহিত
ত্রিভুলোক আছে তথা ষড়্ ঋতু নিরূপিত :
স্তুতি যোগ্য রাজা তিনি অন্তরীক্ষে হিরণ্ময়,
দোলা প্রায় গড়িলেন সূর্য্যদেবে শোভাময় । ৫

ছোবৎ বরুণ দীপ্ত, স্থাপিত করিলা সিদ্ধ,
মৃগপ্রায় বলবান্ শ্বেত যথা জলবিন্দু ;
গভীর প্রশংসা যোগ্য বিনির্মীতা উদকের,
পারক্ষম বলযুক্ত রাজা সৎ পদার্থের । ৬

অপরাধ করিলেও ঐহার দয়া অপার ;
যথাক্রমে ব্রত সব সমৃদ্ধ করিয়া তাঁর,
নিকটে তাঁহার যেন হই নিষ্পাপ আমরা ; (১)
রক্ষা কর স্বস্তি দ্বারা আমাদিগকে তোমরা । ৭

৮৮ সূক্ত ।

বরুণ দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।
বশিষ্ঠ ! বরুণ দেবে স্বতঃ শুদ্ধ প্রিয়স্তুবে
পূজহ, করেন তিনি অতীষ্ট বর্ষণ ।
সহস্র ধন বিশিষ্ট তিনি যজ্ঞনীয় শ্রেষ্ঠ
সূর্য্যকে সম্মুখভাগে করেন স্থাপন ॥ ১

লভিয়া দর্শন তাঁর সমূহ অগ্নি জ্বালার
স্তবন করিব আমি সত্বর এখনি !

(১) "The consciousness of sin is a prominent feature of the religion of the Veda, so is likewise the belief that the gods are able to take away from man the heavy burden of sin." এই কথা বসিষ্ঠা মোক্ষমূলর এই ঋক প্রদর্শন করিয়াছেন ।

যদা অশ্বে সুখময় সোম বহু পীত হয়, •

রূপময় পাই আমি শরীর তখনি ॥ ২

বরুণ ও আমি যবে, আরোহি নোকায় উভে

সমুদ্রের (১) মাঝখানে করিছু গমন ।

জল'পরে সে নোকায় যাইতে যাইতে হায়

সুখের দোলায় তদা করিছু ক্রীড়ন ॥ ৩

চলন্তী দিবারজনী বিস্তার করেন যিনি

সুদিনে বরুণ তিনি বসিষ্ঠ স্তোতাকে ।

করাইয়া আরোহণ, নোকা'পরে সুশোভন,

সুকর্মা করিয়া রক্ষা করিলেন তাঁকে ॥ ৪

কোথায় সে সখা হায় হইল বল আমায় ?

অত্যন্ত সে সখ্যভাব ব'শিছি পোষণ ।

হে বরুণ ! অন্নবান্ তোমার গৃহ মহান্

সহস্রদারী সে গৃহে করিব গমন ॥ ৫

নিত্যবদ্ধু যে তোমার প্রিয় হস্মে পাপাচার

করিল তোমার প্রতি সখা সে তোমার ।

মোরা তব আপ্তজন না করি পাপ বহন

দাও হে যক্ষিন্ তাই তোমার আগার ॥ ৬

(১) এই ঋক পাঠে উপলব্ধি হয় বসিষ্ঠ বা তদ্বংশীয়গণ নোকায় সমুদ্রে গমন করিয়াছিলেন ।

বাস করি ঐবভূমে রত আছি তব হোমে
 বরুণ ! করুণ মুক্ত পাপের বন্ধন ।
 আছি অদিতির পাশে রক্ষা পাইবার আশে,
 তোমরা স্বস্তির দ্বারা করহ পালন ॥ ৭

৮৯ সূক্ত ।

বরুণ দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

হে বরুণ হে রাজন্ মৃগায় ভবন
 ভাগ্যে যেন নাহি ঘটে আমার কখন ;
 দাও তুমি হেন বর, হেন বর !
 হে সূক্ষত্র (১) দয়া কর, দয়া কর । ১,

হে আয়ুধবন্ আমি কল্পিত শরীরে,
 মেঘ যথা প্রকল্পিত প্রবল সমীরে,
 হইতেছি অগ্রসর, অগ্রসর ;
 হে সূক্ষত্র দয়া কর, দয়া কর । ২

হে শুচে হে ধনবন্ অশান্তি জনিত,
 কর্মের সে বিড়ম্বনা হয়েছে ঘটত ;
 নির্ভর তব উপর, তব'পর ;
 হে সূক্ষত্র দয়া কর, দয়া কর । ৩

(১) সূক্ষত্র—অতিশয় বলবান্ । ক্ষত্র বা ক্ষত্রিয় নামে যে একটি জাতির উল্লেখ পরবর্তী সাহিত্যে পাওয়া যায় বেদের এই সকল সূক্ত রচনার সময়ে সে জাতি বিভাগ হয় নাই ।

সসিল ভিতরে দেব করিয়া নিবাস
 মিটিল না সেবকের জলের পিয়াস ;
 পিপাসায় সে কাতর, সে কাতর ;
 হে সূক্ষত্র দরা কর, দয়া কর । ৪

আমরা মানুষ, দেবে বাদ কিছু দ্রোহ
 করে থাকি, ক্ষমা কর আমাদের মোহ ;
 অজ্ঞান বশত কৃত হয়েছে সে পাপ,
 সে পাপ জন্তেতে আর দিওনাক তাপ । ৫

৯৫ সূক্ত ।

সরস্বতী দেবতা ! বসিষ্ঠ ঋষি । ৭
 আয়সী পুরীর মত ধারক পয় সমেত
 প্রসূতা এই যে সরস্বতী ;
 অগ্নি সিন্ধু, অগ্নি পয় মহিমায় পরাজয়,
 করি রথ্যা মত তাঁর গতি । ১

একা শুচি সরস্বতী আসমুদ্র বার গতি
 গিরি হতে জানি সমুদায় ;
 নিখিল ভূবনে যত ছিল ধন দিয়ে তত
 নাহবে ছুহিলা যতপয় । ২

নর হিতে সরস্বান্ (১) শিশু বৃষ ইষ্টবান্
 যাজ্ঞ্য যোষা মাঝেতে পালিত ।
 মথবানে দেন পুত্র সবল তার লাভার্থ
 করেন শরীর সমস্কৃত । ৩

এই যজ্ঞে সরস্বতি সূভাগা শুভূন স্তুতি,
 প্রীতা হয়ে আমাদের প্রতি ।
 নত জানু দেবগণ তাঁহাকে করে অর্চন
 ধনবতী তিনি দয়াবতী । ৪

ধন পাব ব'লে এই নমঃ সহ' হব্য দেই
 , সরস্বতী সেব স্তোম দেবি !
 বাস করি তবগৃহে যথাস্থি মহীকুহে
 রব তব কাছে তোমা সেবি । ৫

এ বসিষ্ট সরস্বতি ! মুক্ত করে, ভাগ্যবতি !
 তোমার জন্তেতে যজ্ঞদ্বার ;
 গুহবর্ণে বৃদ্ধি পাও স্তোতাকে ওদন দাও
 স্তুতি কর আমা সবাকার । ৬

(১) সাধারণ বলেন সরস্বান মধ্যস্থান বায়ু এবং মধ্যবর্তী জল সমূহ তাঁহার
 ঘোষিত।

৮ম মণ্ডল ।

৩০ সূক্ত ।

বিশ্বদেবগণ দেবতা । বৈবস্বত মনু ঋষি ।

দেবগণ তোমাদের কেহ শিশু নাই ।

কেহই কুমার নহে, মহান্ সবাই । ১

শত্রুহন্তা মনুর যজ্ঞার্থে দেবগণ !

তোমরা তেত্রিশ হেন স্তুত সৰ্ব্বক্ষণ (১) । ২

ত্রাণ কর, রক্ষা কর, বল মিষ্ট কথা ,

পিতৃমনুপথভ্রষ্ট কর না সৰ্ব্বথা ; (২) ।

‘দূরবর্তি পথ ভ্রষ্ট নাহি হই তথা । ৩

ওহে দেবগণ ! যজ্ঞভব নৈশ্চ্যানর !

সবে আচ্ছ হৈথা, হৈথা অবস্থান কর ;

গো, অশ্ব, প্রথিত স্ত্রথ মোদিগে বিতর । ৪

(১) এস্থলে ৩৩ জন দেবতার উল্লেখ দেখা বাইতেছে । প্রাচীনেরা ঐশ কার্য্য লক্ষ্য করিয়া ঐশ শক্তির ৩৩টি বিভিন্ন নাম দিয়া ছিলেন । পৌরাণিক ৩৩ কোটি দেবের কল্পনা এই বৈদিক ৩৩ ঐশ শক্তির কল্পনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ।

১ (২) স্বয়ং বৈবস্বত মনু এই সূক্তের বক্তা হইলে একথা কিরূপে বলিবেন ? এই মণ্ডলের ১৯ ও ২৩ সূক্তেও মনুর উল্লেখ পাওয়া যায় । তথায় মনুকে অগ্নি পূজার অনুষ্ঠানকর্ত্তা বলিয়াই অনুভব হয় । ৫২ সূক্তের ১ম ঋকে “মনো বিবস্বতি” এরূপ প্রয়োগ দেখা যায় । তাহাতে মনুকেই বিবস্বান্ বলা হইয়াছে বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত বলা হয় নাই ।

৫৮ সূক্ত ।

বিশ্বদেবগণ দেবতা । কাণ্ডমেধ্য ঋষি ।

বহুবিধরূপে যারে কল্পনা করিয়া
সহৃদয় ঋত্বিক করেন যজ্ঞ যার ;
অনুচান হইলেও ব্রাহ্মণ (১) হইয়া
যুক্ত যেবা, যজ্ঞমান কি জানে তাঁহার ? ১

এক অগ্নি বহুভাবে সমিদ্ধ নিশ্চয় ;
এক সূর্য্য সমুদায় জগতে প্রভূত ;
একা উবা প্রকাশেন এই সমুদয় ;—
এক হতে এই সব হয়োছ প্রসূত (২) । ২

জ্যোতিষ্মান, ত্রিচক্র, সুখদ, রথাকার,
কেতুমান, ভূরিবার, সুষদ অনলে,
প্রাপ্ত বহুবিধ ধন মিলনে যাহার,
পানার্থে আহ্বানি তাঁকে আমরা সকলে । ৩

(১) স্ততিকারী ।

(২) ঐশ্বর্য্যশক্তির একতা প্রাচীন হিন্দুগণের অবিদিত ছিল না ।

৯৬ সূক্ত ।

১—১৩ ইন্দ্র । ১৬—২১ ইন্দ্র । ১৪ মরুদগণ ।

১৫ ইন্দ্র বৃহস্পতি । মরুদগণের পুত্র দ্যুতান ঋষি,

অথবা তিরশ্চী ঋষি ।

উষা সব ইন্দ্র ভয়ে স্বশ্রুগতি বৃদ্ধি করে

রাত্রি সব প্রতি'যাম হয় মিষ্টভাষী ;

মাতৃবৎ সপ্ত সিন্ধু (১) তরাইতে সব নরে

পার যোগ্যা সেই ব্যাপ্ত জলরাশি । ১

দ্বিসপ্ত পৰ্ব্বত সান্নু অসহায় অস্ত্রে বার

অতিবিদ্ধ হয়েছিল তাঁহার সমান,

কিবা দেব কিবা মর্ত্য একেহ নাহি দেখি আর,

বৃষভ প্রবৃদ্ধ ইন্দ্র ভূরিকর্মবান্ । ২

আয়স ইন্দ্রের বজ্র হস্তেতে আছে নিবদ্ধ

যুগল বাহুতে তাঁর ওজস প্রভূত ;

সমর গমন কালে শিরস্কাণ শিরে বদ্ধ ;

ওনিতে আদেশ সবে আগত প্রস্তুত ! ৩

বজ্রীয়গণের মধ্যে তুমি হে ইন্দ্র বজ্রীয়,

অচ্যুতগণের মধ্যে তুমিই চ্যবন ;

(১) ১০ম মণ্ডলের ৭৫ সূক্তের টীকা দেখ ।

সৈন্তগণ মধ্যে তুমি কেতুর স্থানীয়,
মানবে তুমিই কর অভীষ্ট, বর্ষণ। ৪

শত্রু গর্ব খর্বকারী তব বাহু যুগলেতে
ধর যদা আহবধে হে ইন্দ্র অশনি ;
মেঘে যদা করে শব্দ বিশ্রুত শব্দ জলেতে
স্তোত্রগণ চারিদিকে করে স্তবধ্বনি। ৫

এই সব সৃষ্টি যার, যার পরে জাত সব,
স্তুতি দ্বারা মিত্র হব সে মিত্র ইন্দ্রের ;
নমস্কারে তুষি তাঁরে ইষ্ট ফল দিইবারে
করিব তাঁহারে অভিমুখী আমাদের। ৬।

যে ঈকল দেবতারা ছিল ইন্দ্র সখা তব
বৃত্রের নিব্বাসে ভীত পলাইল সব।
মরুদগণ সখা হ'ল, দলি শত্রুসৈন্ত সব
তাঁহাদের সাহায্যেতে জয়িলে আহবে। ৭

ত্রিষষ্টি মরুদগণ (১) গাভীবৎ একত্রিত
উৎসাহি তোমারে তাঁরা হলেন যজ্ঞীয় ;
ভাগধ্বং কর দান, তব কাছে উপনীত,
আমরা করিব যজ্ঞে শুষ্ক প্রাপনীয় ; ৮

(১) ৬৩ মরুতের উল্লেখ দেখা যায়। অন্ত্যান্ত স্থলে ৭ মরুতের উল্লেখ আছে ।

কে তোমার তিথ্যায়ুধ বজ্র ও বরুত সৈন্ত
 প্রতিরোধ করিবারে আছে শক্তিমান ?
 ঋজীষিণ ! বলবান অদেব আয়ুধশূন্য
 শত্রুগণে চক্র দ্বারা কর তিরোধান । ৯

পশুনাভ করিবারে সে প্রবুদ্ধ উগ্র ইন্দ্রে
 শিবতন দেবে স্যব করহ স্তবন ;
 বহুতর স্তুতিবাক্যে স্তুতিভাক্ সে মহেশ্বরে
 পূজহ, দিবেন তিনি পুত্র বহু ধন । ১০

উদ্ধৃথ বাহী সে ইন্দ্রার্থে যথা পারকারী তরী,
 চাকু স্তববাক্ সব কর উচ্চারণ ;
 সুবিস্তৃত প্রীতিপ্রদ ইন্দ্রদেব দয়া করি
 দিবেন পুত্রার্থে সবে বহুতর ধন । ১১

জুষ্টিত করিতে বাহা চান ইন্দ্র দেও তাহা,
 নমস্বারে স্তববাক্যে কর আরাধন ।
 অলঙ্কৃত হও, তাঁরে শুনাও শুনিতে বাহা
 চান তিনি, কাঁদিওনা পাবে বহুধন । ১২

দশ সহস্রক সৈন্তে অংশুমতী নদীতীরে
 ছিলেন সে দ্রুতগামী কৃষ্ণ অবস্থিত ।

প্রজ্ঞায় পাইলা ইন্দ্র শব্দকারী সেই বীরে
নরহিতে সৈন্য তাঁর করিলা ধ্বংসিত । ১৩

অংশুমতী গূঢ় স্থানে দেখিলাম বিচরিতে
বিস্তৃত প্রদেশে সেই কৃষ্ণে (১) দ্রুতগামী,
অবস্থিত নভ সম রণে তাঁরে সংহারিতে
তোমাদিগে মরুদগণ ইচ্ছা করি আমি । ১৪

অংশুমতী নদী তীরে তনুতেজে দীপ্যমান
ছিলেন সে দ্রুতগামী কৃষ্ণ সৈন্য সহ ;
ব্রহ্মস্পতি সহায়তা লভিয়া ইন্দ্র মহান
নাশিলা সে দেবশূন্য সৈন্যের সমূহ । ১৫

হে ইন্দ্র তুমিই তাহা করিয়াছ সম্পাদিত
জাত মাত্র হইয়াছ ঈশ্বর-অরি ;
সবিত্ত ভুবন সব করিয়াছ উল্লাসিত,
তমোবৃত পৃথ্বীকাশ সপ্রকাশ করি । ১৬

হে ব্রজী ! তুমিই তাহা করিয়াছ সম্পাদিত
করিয়াছ বজ্রে হত সে অভূলা বল ;

(১) ১ম মণ্ডলের ১০১ সূক্তের ১ম শ্লোকে ইন্দ্র কৃষ্ণের গর্তুবতী ভাষা-
দিগকে হত করিয়াছিলেন, এমন কথাও উল্লেখ আছে । যথা—“প্রমং দিনে
পিভু মর্চতা বচো যঃ কৃষ্ণগর্তু নিরহন্ন জিহ্বনা । অবস্যাৰো ব্রহ্মণং বজ্রদক্ষিণং
মরুদং তং স্তূপায় হবামহে ॥”

অস্ত্রে নিম্নমুখ শুষ্কে করিয়াছ সংহারিত,
কার্য্যশূদ্ধে লভিয়াছ গোধন সকল । ১৭

হে ইন্দ্র তুমিই তাহা করিয়াছ সম্পাদিত
নরশত্রু বধি তুমি হয়েছ পূজিত ।
অবরুদ্ধ সিদ্ধগুণে করিয়াছ প্রবাহিত
দাসধৃত জল রাশি করেছ বিজিত । ১৮

সোমপানে আনন্দিত ইন্দ্রদেব প্রজ্ঞাবান্
কে পারে সহিতে তাঁর ক্রোধ যজ্ঞকালে ?
তিনি দিবসের ত্রায় অতিশয় ধনবান্
বৃত্রহা মনুজকর্তা দল্লি শত্রুদলে । ১৯

সেইত বৃত্রহা ইন্দ্র মানবের উপকারী
স্তব সহ হব্য তাঁরে করিব অর্পণ ;
রক্ষয়িতা, মঘবান্, অন্ন যশ দানকারী
সাদরে মোদের সাথে বলেন বচন । ২০

‘মহান্ বৃত্রহা ইন্দ্র হবনীয় জাত মাত্র,
করেছেন বহুকার্য্য নরহিতকর ।
পীত সোম মত তিনি, আছে যে সকল মিত্র,
তাঁহাদের কাছে সর্ক্যাপেক্ষা হব্যতর । ২১

নবম মণ্ডল ।

১১০ সূক্ত ।

পবমান সোম দেবতা । ত্র্যরুণ ও ত্রসদস্য নামক
দুই ঋষি ।

আমাদিগকে অন্নদিতে শক্রমুখে যাও,
অচল অটল সোম ।

ঋণেমুক্ত হই যেন, শত্রুবধে ধাও,
সার্থক করিয়া হোম । ১

লোকাকৌর্ণ রাজ্যে সোম ! হইয়াছে স্তূত ;
করিতেছি তব স্তব ।

বিবিধ অন্নের জন্তু, হে সোম ! ক্রুরিত ;
হয় তব অভিষব । ২

জলের আশ্রয়স্থান আকাশে ভাস্করে
ভূমি করেছ সৃজন ।

মহৎ জ্ঞানের বলে গোধন নিকরে
ভূমি কর আহরণ । ৩

হে অমৃত ! তুমি চাক্র অমৃত আধার
সূর্য্যকে মর্ত্যের হিতে
সৃজিলে আকাশে, তুমি যাও অনিবার

রণে, জনে অন্নদিতে । ৪

অক্ষয় জলের উৎস যে করে খনন,
অঞ্জলিতে ভরে জল ;
পবিত্র করিয়া ভেদ তাদের মতন,
দাও সোম ! অন্ন বল । ৫

যখন সবিতাদেব হরিলেন তম,
দিব্য বস্তুকৃচ্ সব
দেখিতে দেখিতে তদা পরাত্নীয় সোম,
করিলেন তাঁর স্তব । ৬

তাঁহারাই সৰ্ব্ব অগ্রে কুশের ছেদনে,
অন্নবললাভাশায়,
ধ্যান করিলেন তোমা ; জয়লাভে রণে
পাঠাও আমা সবায । ৭

পূৰ্ব্ব হ'তে সোম রস পেয় দেবতার,
জাত স্বৰ্গ গৃহস্থানে ;
ইচ্ছার্থে প্রস্তুত হ'লে প্রশংসা তাঁহার
'সমস্বরে স্তবগণে । ৮

হ্যালোক ভুলোকে এই যত প্রাণিগণ—
সৰ্ব্বত্র প্রভুত্ব তব ;—

(১) স্বৰ্গধামের নিগূঢ়স্থান হইতে সোমরস দোহন করা হইয়াছে এই বৈদিক বর্ণনা হইতে পৌরাণিক অমৃতের উপাখ্যান উৎপন্ন হইয়াছে ।

বৃষের যুথের' পরে প্রভুত্ব যেমন,
তেমন তোমার পব ! ৯

বহিষা সহস্রধারে বেগে অতিশয়,
শিশুর ক্রীডন মত,
মেঘলোমে খেলে সোম শোধন সময় ;—
এভাবে সোম ক্ষরিত । ১০

পূত মধুতুলা সোম সুরস উজ্জ্বল
তরঙ্গে তরঙ্গে ইন্দ্র পতি ;
অন্ন, কাম্য, আয়ু দান করিয়া কেবল
ক্ষরিত সে সোম যজ্ঞ-পতি । ১১

'বিপক্ষে উৎসন্ন কর, দূরীভূত কর,
দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস গণে ;
আয়ুধ ধারণ করি শত্রু প্রাণ হর ;—
থাক সোম এ হেন ক্ষরণে । ১২

১১৩ সূক্ত ।

পবমান সোম, দেবতা । কশ্যপ ঋষি ।
করুন বৃত্রহা ইন্দ্র সোমরস পান ;
শর্যানাবৎ (১) নাম সরে যে রসের স্থান ।

(১) শর্যানাবৎ নামক সরোবর কুরুক্ষেত্রের নিম্নভাগে । সারণ ।

তাহা হ'তে বলবীৰ্য্য হবে সমুদ্ভূত ;—

ইন্দ্রের নিমিত্ত ইন্দো ! হও পরিশ্রুত । ১

হে দিগীশ ! হও তুমি হেথায় পবিত্র ;

আজীক (১) হইতে আসি হে ক্ষরিত ;

পূত সত্য বাক্যে, শ্রদ্ধা পূণ্য সহ, স্মৃত ;—

ইন্দ্রের জন্তেতে ইন্দো ! হও পরিশ্রুত । ২

করিলেন সূর্য্যাকৃত্য (২) সোম আহরণ ;

গন্ধর্বেয়া করিলেন মাদরে গ্রহণ ;

মেঘপুঞ্জ সোমে রস হ'ল অনুসৃত ;—

ইন্দ্রের নিমিত্ত ইন্দো ! হও পরিশ্রুত । ৩

ঋতদ্বায়, ষতাকর্ষ্মী সোম পবমান.

ঋত, সত্য, শ্রদ্ধা দেব করিয়া বাধান,

স্বপ্নরসরূপ সোম ধাতৃপরিশ্রুত ;—

ইন্দ্রের জন্তেতে ইন্দো ! হও পরিশ্রুত । ৪

(১) আজীকিয়া নদী আধুনিক বেয়া । আজীক প্রদেশ—উক্ত নদীর তীরস্থ দেশ ।

(২) সবিতার কন্তা সূর্য্যার সহিত সোমের বিবাহোপখ্যান ঋকবেদের স্থানে স্থানে পাওয়া যায় । সূর্য্যাকরণে সোমরস মাদকতা প্রাপ্ত হয়, এই জন্তই সূর্য্যাকে সোমপত্নী মনে করা হইয়াছে এক্রপ অনেকের ধারণা । গন্ধর্ব্ব শব্দের আদি অর্থ সূর্য্য ।

তুমিই মহৎ, তব বলও প্রকৃত,
তব ধারা প্রবাহিত, রস সঞ্চাশিত,
হে হরিতবর্ণধারী ! হয়ে মন্ত্রপুত ;
ইন্দ্রের জন্তেই ইন্দো হও পরিস্কৃত । ৫

ছন্দোময় বাক্যে যথা ঐক্ষা পুরোহিত
প্রস্তর ঘর্ষণে সোমে করেন ক্ষরিত,
হর্ষ বৃদ্ধি করি তাহে হন সম্পৃজিত ;
ইন্দ্রের নিমিত্ত ইন্দো হও পরিস্কৃত । ৬

যেখানে অজস্র জৈয়াতি স্বর্গলোক স্থিত,
সেখানে আমারে তুমি হে সোম ক্ষরিত !—
লয়ে চল সেই ধামে অমৃত, অক্ষিত ;
ইন্দ্রের জনোতে ইন্দো হও পরিস্কৃত (১) । ৭

যথা বৈবস্বত রাজা, যথা স্বর্গদার,
যথা আছে বৃহতী নদীর সমাহার ;

(১) এই শ্লোক হইতে ক্রমাগত ঐটি শ্লকে স্বর্গধামের বর্ণনা দেখা যায় ।

সেখানে আমাকে নিয়ে করহ অমৃত ;
ইন্দের জন্তেইন্দো হও পরিস্কৃত । ৮

ত্রিলোক ত্রিদিবালোক বিরাজে যেখানে,
যথাকাম ভ্রমণ যে আলোপূর্ণ স্থানে,
সেখানে আমাকে নিয়ে করহ অমৃত ;
ইন্দের জন্যেইন্দো হও পরিস্কৃত । ৯

যথা হয় কাম পূর্ণ, যথা প্রয়াস,
যেখানেতে স্বধা, যথা তৃপ্তিলাভ হয় ;
সেখানে আমাকে নিয়ে করহ অমৃত ;
ইন্দের নিমিত্ত ইন্দো হও পরিস্কৃত । ১০

আমোদ, প্রমোদ আর আনন্দ কেবল ;
কামিব্যক্তি পায় যত্র আপ্ত কামাফল ;
তথায় আমাকে নিয়ে করহ অমৃত ;
ইন্দের জন্তেইন্দো হও পরিস্কৃত । ১১

দশম মণ্ডল ।

১৪ সূক্ত । (১)

১—৫, ১৩—১৬ যম । ৬ নিম্জোস্কৃতদেবতা । ৭—৯
নিম্জোস্কৃত দেবতাগণ বা পিতৃগণ । ১০—১২ ঋত্বয় ।

যম ঋষি ।

যিনি মন সাধুগণে লয়ে যান সুখধামে
অনেকের পথ সাক্ষ্য রূপায় বাহার ;
বাহার নিকটে সবে অবশ্য যাইতে হবে
তিনি বৈবস্বত্বে যম—হোম কর তাঁর । ১

কোথায় যাইতে হবে তিনিই দেখান আগে,
সে পথের নাহি হয় কখন অন্তথা ;
আমাদের পিতৃগণ করিলা যত্র গমন
কর্ম অনুসারে লোক যাইবেক তথা । ২

(১) এইটি একটি বিশেষ জাতব্য সূক্ত । এই সূক্তে ঋগ্বিক লোক-
দিগের পরকালে সুখলাভের বিবরণ আছে । স্বর্গের সুখবিধান কর্তাকে
যম নাম দিয়া স্তব করা হইত । সূত্রাং পৌরাণিক যমের ন্যায় বৈদিক
যম শাস্তিদাতা নহেন ; তিনি মাত্র সুখ বিধাতা ।

মাতলী কবাসকলে, অঙ্গিরনিকরে যম,
 দেব বৃহস্পতি ঋকৃকগণে সমবর্দ্ধিত ;
 বাঁহাদিগকে দেবগণে, যাহারা বা দেবগণে
 সম্বর্দ্ধনা করে, হয় সকলে বর্দ্ধিত :
 কেহ বা স্তাহায় কেহ স্বধায় ফ্লাদিত । ৩

এই যজ্ঞে এসে যম ! এস তুমি যজ্ঞবিৎ
 অঙ্গিরা নামক পিতৃলোকের সহিত ।

কবিদের মন্ত্রসব তোমাকে করুক স্তব
 হোমপানে হে রাজন্ হও আমোদিত । ৪

সে ঋঙ্গিরা পিতৃগণ যজ্ঞীয় বিরূপানন
 তাঁহাদের সহ বসে আমোদ করহ ।

তব পিতা বিরূপতে করিতেছি আবাহন
 এই যজ্ঞে এসে সবে কুশেতে বসহ । ৫

অঙ্গিরা, অথর্ষা, ভৃগু আমাদের পিতৃগণ
 , এই মন্ত্রে সবে উপস্থিত সোমপানে ।

যজ্ঞীয় সে পিতৃগণ করিয়া শুভ মনন
 , প্রসন্ন হইয়া ঘেন রাখেন কল্যাণে । ৬

যাও যাও সেই পথে পূর্ব পিতৃগণ যাতে
 , বিগত, সে পথে তুমি করহ গমন ।

স্বধায় হ্লাদিত হয়ে আছেন রাজা উভয়ে

যম ও বরুণে গিয়া করহ দর্শন (১)। ৭

পিতৃগণ সহকারে যমৈ কশ্যে মিলিবारे

যাও স্বর্গে যাও সেই ধামে চমৎকার।

অবদ্য (২) ত্যাগ করিয়া পুনরন্ত (৩) প্রবেশিয়া

উজ্জল তনু ধরিয়া যাও পরপার। ৮

দূরে যাও, যাও সর, এই লোক মনোহর

পিতৃলোক ইহাঁকেই করেছেন দান।

দিবা দ্বারা, জল দ্বারা, শোভিত আলোক দ্বারা,

প্রদান করেন যম মৃতকে সে স্থান। ৯

চতুরক্ষ সারমেয় শবল কুকুরদ্বয়

সাধুপথে তদ্রূপাদিগে অতিক্রমি ধাও।

মৃত ! বিজ্ঞ পিতৃগণে যেখানে যমের সনে

আমোদে নিয়ত রত, সেইখানে যাও ॥ ১০

প্রহরী স্বরূপ তব বাহারা নেহারে সব

চতুরক্ষি পথরক্ষী যে যুগ্ম কুকুর।

তাহাদের কোপ হ'তে যম ! রক্ষ এই মৃতে,

রাজন্ কল্যাণ কর, রোগ কর দূর। ১১

(১) মৃত ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্র এবং পরবর্তী মন্ত্র।

(২) অবদ্য—পাপ। (৩) অন্ত—অন্ত নামক গৃহ।

সেই দুই যমদূত বৃহন্নাশা অত্যদ্বুত,
 অতৃপ্ত সবার করে পশ্চাদে ধাবন ;
 আমাদিকে অদ্য তাঁরা দেয় যেন বল বাড়ি
 করে যেন ভদ্র, পাই সূর্য্যের দর্শন । ১২

যমের জন্তেতে সোম কর অভিষেক ;
 হোম কর তাঁর জন্তে হোম দ্রব্যসব ।
 এই সুসজ্জিত যজ্ঞ অগ্নি দূত বার,
 যম অভিমুখে তাহা করে অভিসার । ১৩

সেবা কর যমরাজে, হোম কর তাঁর ;
 ঘৃতযুক্ত 'দ্রব্য তাঁকে দেও উপহার ;
 দেবগণ মাঝে তিনি দিয়ে দীর্ঘ আয়ু,
 আমাদিগে যেন যম করেন চিরায়ু । ১৪

যমরাজে সুমধুর হব্য কর হোম ;
 যে সকল ঋষি পূর্বে লভিলা জনম,
 যাঁহারা করিলা ধর্ম্মপথ আবিষ্কার,
 তাঁদিগেও আমাদের এই নমস্কার । ১৫

ত্রিকদ্রক নামে যজ্ঞ পান যমরাজ,
 যড়েক বৃহৎ স্থানে তাঁহার বিরাজ ;
 ত্রিষ্টুপ্ গায়ত্রী আদি ছন্দ আছে বাহা,
 যমপ্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা । ১৬

১৫ সূক্ত । (১)

পিতৃলোক দেবতা । শশ্ব ঋষি ।

উত্তম মধ্যমাদম যত পিতৃগণ

সদয় হইয়া সোম করুন গ্রহণ,

হিংসাহীন ঋতজ্ঞ রক্ষেন প্রাণ যাঁরা,

আমাদিগে বজ্রকালে রক্ষুন তাঁহারা । ১

পূর্বে যাঁরা গত, কিম্বা বিগত পরেতে,

অথবা আছেন যাঁরা পার্থিব লোকেতে,

প্রাপ্ত যাঁরা সূভগ লোকের অধিকার,

সেই পিতৃগণে অগ্ন এই নমস্কার । ২

শাইয়াছি আমি পিতৃগণে পরিচিত ;

বজ্র সম্পাদনোপায় হয়েছে বিদিত ;

কুশে বসি হব্য সোম পিয়েন যাঁহারা

বজ্রে এসেছেন সেই পিতৃগণ তাঁরা । ৩

পিতৃগণ কুশস্থ ! আশ্রয় কর দান,

প্রস্তুত করেছি হব্য কর তাহা পান ;

রক্ষাকর এসে, কর মঙ্গল বিধান,

আমাদের পাপশূন্য করহ কল্যাণ । ৪

(১) এই সূক্তটিও বিশেষ জ্ঞাতব্য। এই সূক্তে দেখা যায় পুণ্যাত্ম পিতৃগণ দেবগণের স্থায় স্বর্গে বাস করেন, তাঁহাদের সহিত যজ্ঞে আগমন করেন এবং মনুষ্যের হিতসাধন করেন।

প্রিয় নিধি যুক্ত এই কুশের উপরি,
সোমপানে পিতৃগণে আবাহন করি ;
আস্থন তাঁহারা মন্ত্র করুন শ্রবণ,
আমাদিগে হৃষ্টচিত্তে করুন রক্ষণ। ৫

দক্ষিণে ভূমিতে জাহ্নু করিয়া নিহিত,
পিতৃগণ ! এত যজ্ঞ কর প্রশংসিত ;
পুরুষতা বশতঃ যত্বপি কোন দোষ
করে থাকি, তন্নিমিত্ত কারিও না রোষ। ৬

অগ্নির লোহিত শিখা-নিকটে বসিয়া,
অনুগ্রহ করহ দাতাকে ধন দিয়া ;
পুত্রগণে তাঁহার করহ ধন দান,
যজ্ঞে তাঁহাদিগে কর উৎসাহ প্রদান। ৭

সোমপায়ী বসিষ্ঠাদি পূর্ব পিতৃগণ,
করেন হোমের দ্রব্য সবে আকিঞ্চন ;
তাঁহাদের সহ স্নেহে স্নেহী হয়ে যম
যথাকাম গ্রহণ করুন আসি হোম। ৮

যে সকল পিতৃগণ হোম জানিতেন,
গাহারা রচিয়া ঋক্ স্তব করিতেন ;
দেবতা বিশেষ অগ্নে ! তাঁহারা এখন,
তাঁহাদের জন্ত এই আহুতি স্থাপন। ৯

সত্যশীল, দেবগণ সহ সোমপায়ী,
ইন্দ্র সহ এক রথে বাঁহারা অরোহী,
সে যাজ্ঞিক, দেববন্দী, প্রাচীন নূতন
পিতৃগণ সহ অগ্নে! কর আগমন । ১০

সুগতি সম্প্রাপ্ত অগ্নিস্বস্ত্র পিতৃগণ !
এস, কর একে একে আসন গ্রহণ ;
হোম দ্রব্য বিস্তৃত করেছি কুশোপরি
খাও, দেও পুত্র, পৌত্র, ধন দয়া করি । ১১

জাতবেদা অগ্নি ! তব করেতেছি স্তব,
সুগন্ধি গোমের দ্রব্য বহ দেবে সব ;
‘স্বধা’ বাক্যে ভোজন করুন পিতৃগণ,
হে দেব ! প্রস্তুত হব্য করহ ভোজন । ১২

হেথায় আগত যাঁরা, কিম্বা অনাগত।
যাঁহাদিগে জানি, কিম্বা যাঁহারা অজ্ঞাত।
কে কে সেই পিতা তুমি জান জাতবেদা।
পিতৃগণ ! সেব এই যজ্ঞ বলি স্বধা ! ১৩

অগ্নিদগ্ধা যাঁরা কিম্বা অগ্নিদগ্ধা নহে,
স্বর্গে স্বধা সহ যাঁরা আনন্দেতে রহে ;
হে স্বরাট্‌ যম ! তুমি তাঁহাদের সহ,
আমাদের যথা ইচ্ছা এদেহ কল্পহ । ১৪

১৬ সূক্ত । (১)

অগ্নি দৈবতা । দমন ঋষি ।

ক'র না ইঁহাকে ভস্ম (২) ক'র না ক্লেশিত ;
ক'র না শরীর চৰ্ম্ম ইঁহার বিক্ষিপ্ত ;
জাতবেদা ! ইঁহার শরীর শূত হ'লে,
পাঠাও আছেন পিতৃগণ যেইস্থলে । ১

ইঁহার শরীর শূত বধন করিবে,
পিতৃগণ নিকটে তখনি পাঠাইবে ;
পুনঃ সজীবতা প্রাপ্ত হইবেন যদা,
দেবের বশতাপন্ন হইবেন তদা । ২

বাতে তঁব আত্মা, চক্ষু পশুক সূর্যোতে,
ধৰ্ম্মবলে পশ মৃত ! ছায়া পৃথিবীতে ;
ফলোদয় হয় যদি যাও তবে জলে,
প্রবেশ করুক অঙ্গ ওষধি সকলে । ৩

(১) এই সূক্তটিও বিশেষ জ্ঞাতব্য । ইহাতে মরণান্তে পরলোকে গমনের কথা আছে । অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে এই সূক্তের কয়েকটি ঋক্ উচ্চাৰ্য্য ।

(২) অগ্নিদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল । তাহা এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে ।

অজ্জ ভাগ তাঁর অগ্নে তাপে কর তপ্ত ;
তব'শোচি অর্চি তাহা করুক উত্তপ্ত ,
তোমার যে শিবামূর্তি দেখিবারে পাই;
তদ্বারা তাঁহাকে বহ স্নকৃতির ঠাই (১) । ৪

আহুত হইয়া চরে স্বধার সহিত,
গিতুলোকে সে মৃতকে করহ প্রেরিত ;
ইহার শেষাংশ হ'ক জীবিত উথিত.
পুনর্বার তনু তাঁর হউক গৃহীত । ৫

হে মৃত ! তোমাকে কৃষ্ণ শকুন, পিপীল,
যে ব্যাধা দিইল সর্প, স্থাপদ হুঃশীল ;
সর্বভূক অগ্নি তাহা করুন নীরোগ,
সোমও করুন. ঋক স্তোতাগণে যোগ । ৬

গোচর্যে আগ্নেয় বস্ম করহ ধারণ,
প্রচুর মেদেতে দেহ কর আচ্ছাদন ;
হৃদ্বর্ষ গর্বিত অগ্নি তা হলে কখন
নারিবে করিতে তোমা সম্পূর্ণ দাহন ।

(১) ৩ ও ৪ ঋক মনোযোগ পূর্বক পাঠকরা আবশ্যক । মৃত্যুর পর চক্ষু, আত্মা (নিশ্বাস) ও ভিন্ন ভিন্ন অবয়বগুলি স্বর্ঘ্য বা বায়ু বা মৃত্তিকা বা জল বা উদ্ভিজে যায় কিন্তু মনুষ্যের জন্মরহিত অংশ অগ্নির প্রসাদে পুণ্যস্থানে গমন করে ।

হে অগ্নে ক'র না এই চমস চালিত,
সোমপায়ী দেবতারা ইথে হর্ষান্বিত ;
পানার্থে ইহার হয় দেব ব্যবহার,
অমরগণের ইথে আমোদ অপার। ৮

মাংসাশী আগুনে আমি করিতেছি দূর,
অশুভ্র বাহক যা'ক যমরাজপুর ;
দ্বিতীয় যে জাতবেদা আছেন হেথায়.
দিবেন বিচারি হব্য সর্ব দেবতায়। ৯

ক্রব্য হইতে যে অনল তোমাদের গৃহে
শিথিলেছে, করি দূর সে চিতা-প্রদাহে ;
পিতৃঘজ্জ জন্ত পুনঃ জাতবেদানল;
লইতেছি, তিনি যজ্ঞ করুন সফল। ১০

যে অগ্নি যজ্ঞের দ্রব্য করেন বহন, ৩
যজ্ঞের উন্নতি যিনি করেন সাধন ;
দেবগণে পিতৃগণে করি নানা স্তব,
বহন করেন তিনি হোমদ্রব্য সব। ১১

হে অগ্নে ! যত্নেতে তোমা করিছি স্থাপন,
করিতেছি যত্ন সহ প্রদান ইন্ধন ;
ভোজনার্থে যজ্ঞকারী পিতৃদেবগণে,
হোমদ্রব্য বহন করহ সযতনে। ১২

হে অগ্নে ! যাঁহাকে তুমি করিলে দাহন.
তাঁহাকে করহ তুমি পুনঃ নির্বাপণ ;
এখানে কিঞ্চিৎ জল হ'ক উপস্থিত,
শাখাপ্রশাখায় ছুঁকা হ'ক জাগরিত ! ১৩

শীতিকাৱতি (১) পৃথিবী তুমি হে শীতিকে ! (২)
হ্লাদিকাৱতি (৩) পৃথিবী তুমি হে হ্লাদিকে !
মণ্ডুকী সন্তুষ্ট হয় আন বৃষ্টি হেন,
কর হেন এত অগ্নি তুষ্ট হন যেন। ১৪

১৮ সূক্ত ।

১—৪ মৃত্যু । ৫ ধাতা । ৬ বৃষ্টি । ৯—১৩ পিতৃমেধ ।

১৪ পিতৃমেধ বা প্রজাতি । যামায়ন সংকুস্তক
ধামি।

দেবলোকে যেই পথে যায়, তার অগ্র পথে
যাও, মৃত্যো ! অগ্র পথে করহ গমন ।
তব চক্ষু কণ আছে, তাই বলি তব কাছে,
প্রজাগণে বীরগণে ক'র না হিংসন ॥ ১ '
তোমরা মৃত্যুর পথ. ছেড়ে চল অগ্র পথ,
অত্মাত্ম দীর্ঘ আয়ু লভিবে সকলে ।

(১) শীতল উদ্ভিজ্জশালিনী । (২) শীতল গুণশালিনী ।

(৩) আনন্দদায়ী উদ্ভিজ্জশালিনী ।

গৃহ পূর্ণ হবে ধনে, পূর্ণ হবে প্রজাগণে,

পবিত্র হইয়া সেব যজ্ঞের অনলে ॥ ২

ইহারা জীবিত আঁছে, মৃত হ'তে ফিরিয়াছে,

আমাদের যজ্ঞ অগ্নি হয়েছে ফলিত ।

এস সবে নৃত্য নাচ সম্যক করি প্রকাশ,

পেয়েছি যখন আয়ু অতি দীর্ঘায়িত ॥ ৩

জীবিতের চারি ভিতে মৃত্যুকে রোধ করিতে,

দিতেছি বেষ্টন, মৃত্যু না ছোঁয় তাদিগে ।

ইহারা শরণ শত থাকুক সবে জীবিত

পর্ষত করুক বন্ধ আসিতে মৃত্যুকে ॥ ৪

দিন যায় দিন পরে, ঋতু যায় অকাতরে

ঋতুর পরেতে, হেন প্রথা নিম্নমান্ ।

সেক্রপে যে পরাপত নী হয় পূর্বেতে গত,

হে বিধাতাঃ ! কর হেন আয়ুর বিধান (১) ॥ ৫

তোমরা দীর্ঘায়ু জরা লাভ করি পরম্পরা

জ্যোষ্ঠানু ক্রমেতে কর সকলে গমন ।

হেথা তোমাদের সহ মিলি ঋষ্ঠা শুভদেহ,

দিতেছেন আয়ু পাবে সুদীর্ঘ জীবন (১) ॥ ৬

(১) এই ঋকের খাতা শব্দে বোধ হয় পরবর্তী ঋকের ঋষ্টাকে লক্ষ্য করিতেছে ।

(২) এই ঋকের উক্তি মৃতের জ্ঞাতিদিগের প্রতি । এবং ৭ম ঋকের উক্তি মৃতের ঋতিনীদিগের প্রতি ।

সুপত্নী সধবা যত লেপিয়া অঞ্জন য়ত
 প্রবেশ করুন সবে আপন গৃহেতে ।
 অশ্রুপাত না করিয়া শোকাতুরা না হইয়া
 আশ্রন সুরত্না বধু গৃহেতে অগ্রেতে (১) ॥ ৭
 উঠিয়া চল সংসারে যাওঁ য়ার সহকারে
 করিতে শয়ন, তিনি গতানু এখন ।
 গ্রহণ করিয়া পাণি, দিধিসু (২) হবেন যিনি,
 হয় পত্নী তাঁর কর কর্তব্য সাধন ॥ ৮
 মৃতের হাতের ধনু গ্রহণ এবে করিনু ;
 তেজ, এল তাহা হ'তে হবে উপস্থিত,
 থাক অত্র ওহে মৃত ! আমরা সুবীর ধত,
 পারি যেন স্পর্দ্ধি শত্রু করিতে নিহত ॥ ৯

(১) “মূলে এই ঋকের শেষে এই শব্দগুলি আছে । “আরোহন্ত জনয়ঃ যোনিং অগ্রে ।” শেষ শব্দটির একটি বিস্ময়কর ইতিহাস আছে । ঋগ্বেদে সতীদাহের উল্লেখ নাই । আধুনিক কালে ঐ কুপ্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত হয় । ঐ কুপ্রথা ঋগ্বেদ সম্ভূত ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বঙ্গদেশের কোন কোন গণ্ডিত “অগ্রে “শব্দ পরিবর্তন করিয়া অগ্নেঃ” করিয়া সতীদাহ বিষয়ক একটি অদ্ভুত অর্থ করিয়াছিলেন । আধুনিক কুপ্রথাগুলি সংরক্ষণার্থ কপট শাস্ত্র ব্যবসায়ীগণ প্রাচীন শাস্ত্রের যে ভূরি ভূরি অযথা ও মিথ্যা অর্থ করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই কার্যটি সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও জঘন্য ।”

(২) । দিধিসু অর্থে নারীর দ্বিতীয়পতি । ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র এই ঋকের যে অর্থ করিয়াছেন আমি তাহাই গ্রহণ করিলাম ।

সুশেবা পৃথিবী এই সর্বত্র ব্যাপিনী যেই

মাতৃবৎ ভূমি, - তাঁর হও সন্নিহিত ।

যুবতী রমণী যথা মেঘলোমকমা তথা,

হইবে নিখাতি হতে করুন রক্ষিত ॥ ১০

ইঁহাকে উন্নত রাখ, পীড়া এঁকে দিওনাক

সুন্দর সামগ্রী দাও, দাও প্রলোভন।

মাতা যথা পুত্রবরে অঞ্চল দ্বারা আবরে,

ভূমে ! তথা ইহাকে করহ আচ্ছাদন ॥ ১১

পৃথিবী ইহার 'পরে হয়ে স্থিত শু,পাকারে

থাকুন, সহস্রধূলি থাকুক উপরে ।

দ্বিতীয়া গৃহ যথা তাহারাই হইয়ে তথা

দ্বিউক আশ্রয় যুতে দিন দিনান্তার (১) ॥ ১২

পৃথিবীকে উত্তম্ভিত, 'তব' পরে লোষ্ট্র স্থিত

করিতেছি যাতে তব বিনাশ না হয়।

এই স্ক্রীণ (২) পিতৃগণ রাখুন করি ধারণ

স্থাপুন এখানে যম তোমার আশ্রয় ॥ ১৩

(১) সাধারণের মতে ১০, ১১, ১২ এই তিন ঋকের তাৎপর্য্য এই যে যখন মৃত ব্যক্তিকে দাহ করিয়া অস্থি সঞ্চয় করা হয় তখন ঐ কয়েকটি ঋক পাঠ করা হয়। কিন্তু মূলে অস্থি শব্দের উল্লেখ নাই। ঋক কয়েকটি পাঠে বোধ হয় মৃতকে সুস্তিকার নীচে রাখা হইত।

(২) । 'সুগা-খুটি' ।

পৰ্ণ যথা শর'পরে বক্রে অবস্থিতি করে,
 তথা বক্র দিনে আমি আজ পড়িলাম ।
 রশ্মি যথা অশ্ববরে রাখে কষ্টে রুদ্ধ করে,
 তেমনি দুঃখের বাক্য রুদ্ধ করিলাম ॥ ১৪ ॥

৭৫ সূক্ত ।

নদীগণ দেবতা । • সিন্ধুক্ষিৎ ঋষি ।

জলগণ ! তোমাদের অত্যাশ্রয় মহিমান ।
 যজ্ঞমান সদনেতে কবি করেন ব্যাখ্যান ॥
 সাত সাত করি তারা তিন শ্রেণীতে চলিল ।
 সকল নদীর'পরে তেজ সিন্ধুর বাড়িল ॥ ১ ॥
 যখন ধাবিত সিন্ধু ! হলে দেশে অন্নবান্ ।
 কাটিয়া তোমার পথ বরুণ করিলা দান ॥
 ভূমি'পক্ষে তুমি কর উন্নত পথে গমন ।
 সকলের শ্রেষ্ঠ তুমি, আছে যত নদীগণ ॥ ২ ॥
 ভূমি হ'তে উঠি শব্দ করে আকাশ ছাদন ।
 উজ্জল মূর্তিতে সিন্ধু বেগে করিছে গমন ॥
 অন্ন হ'তে ঘোররবে যেন হতেছে বর্ষণ ।
 আসিতেছে সিন্ধু করি বৃষভ সম গর্জ্জন ॥ ৩ ॥
 ধেনুমাতা লয়ে পয় ধায় যথা বৎসপ্রতি ।
 জল লয়ে নদী সব তব প্রীতি করে গতি ॥

সমরে চলেন রাজা লইয়া সঙ্গে বাহিনী !
এই দুই নদীশ্রেণী তথা তোমার সঙ্গিনী ॥ ৪

হে গঙ্গে যমুনে শুন স্তব মম স্বরস্বতি !
শুভুদ্ৰি পরুষি শুন করি আমি এ মিনতি ॥
অসিক্রী সঙ্গতা নদী মরুৎধা ও বিতস্তা !
শুনহ সুর্যোমাগতা আজীকিয়ে মম কথা (১) ॥ ৫

মিলিত হইলে সিন্ধু তৃষ্টমা সহ প্রথমে ।
পরেতে সসত্ব এবং রসা শ্বেতীর সঙ্গমে ॥
ক্রম্ গোমতীকে তুমি কুভা ও মেহেত্নু সহ ।
মিলাইয়া, একরথে চলিতেছ অহরহ (২) ॥ ৬

শুভ্রবর্ণ সমুজ্জ্বল সরল গমনে চলে ।
মহতী দুর্দ্ধবা সিন্ধু—সর্বত্র প্রাবিত জলে ॥

(১) শুভুদ্ৰি অর্থে শতদ্রু নদী । পরুষী অর্থে ইরাবতী বা রাবী নদী । অসিক্রী অর্থে চিনাব নদী । অসিক্রী, বিতস্তা বা ঝীলম নদীর সহিত মিলিত হইলে মরুৎধা নাম ধরে । বিতস্তা অর্থে ঝীলম । আজীকিয়া অর্থে বিপাসা বা বেয়াস নদী । সুর্যোমা অর্থে সিন্ধু । ঋগ্বেদের অনেকস্থলে সিন্ধু নদী ও তাহার শাখাগুলির উল্লেখ আছে, গঙ্গার প্রায় উল্লেখ নাই । হিন্দুগণ তখন পাঞ্জাব প্রদেশেই বাস করিতেন ।

(২) যে ঋকে সিন্ধুনদীর পূর্বদিকের (পাঞ্জাব প্রদেশের) শাখাগুলির নাম পাওয়া যায় । ৬ষ্ঠ ঋকে পশ্চিমদিকের (কাবুল প্রদেশের) শাখাগুলির নাম পাওয়া যায় । কুভা অর্থে কাবুল নদী গোমতী অর্থে গোমালনদী ইত্যাদি ।

গতিশালী যত আছে, তাঁর সম নাই কেহ ।

ঘোটকীর মত চিত্রা, বপুষীর মত দেহ ॥ ৭

কত অশ্ব, কত রথ, হিরণ্যের অলঙ্কার ।

কত বস্ত্র, কিবা সজ্জা, কত অন্ন আছে তাঁর ॥

সীলমাবতী যুবতী সিন্ধু নদী উর্গাবতী ।

মধুপ্রসূ পুষ্পাবতা অহো কি সৌভাগ্যবতী ॥ ৮

অশ্বযুক্ত স্তম্ভকর রথ করি সংযোজন ।

তাহাতে দিলেন যজ্ঞে আনি সিন্ধু অন্নধন ॥

অদক, স্বয়শোযুক্ত, মহতী মহিমা তাঁর ।

বলিয়া সকলে স্তব করে তাঁর অনিবারি ॥ ৯

৮.২ সূক্ত । (১)

বিশ্বকর্মা দেবতা । বিশ্বকর্মা ঋষি ।

চক্ষুমান্, মনস্বান্, ধীর, পিতা মতিমান্,

স্বতবৎ সৃজিলেন পৃথিবী দ্যাবায় ।

তাহাদের অন্ত যদা ক্রমে দূর হল তদা,

দ্যালোক ভুলোক ভিন্ন হইল তাহায় ॥ ১

বিশ্বকর্মা বৃহন্নান্, সৃজিলেন সৃষ্টি নানান্,

তিনিই বৃহৎ, তিনি পালেন সকলে ।

(১) এই সূক্তে পরমেশ্বরের সৃষ্টিকার্য্য বর্ণিত হইয়াছে ।

সৰ্ব্বদ্রষ্টা সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ পূৰ্ণ করি বিহ্বদিষ্ট

সপ্তর্ষি উপরে স্থিত, এক মাত্র বলে ॥ ২

তিনি আমাদের পিতা, জনিতা, তিনি বিধাতা,

বিশ্বভুবনের যত ধাম অবগত ।

সব দেবতাই (১) তিনি এক অদ্বিতীয় যিনি

তাঁহাকে জানিতে চাহে সমস্ত জগত ॥ ৩

সৃষ্ট হলে সৃষ্টাপ্ত (২) যাহারা এ সৰ্ব্বভূত

সুশোভিত করিলেন সেই স্বাধিগণ ।

প্রাচীন স স্বাধিগণ প্রভূত করি স্তবন

তাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞ করেন হবন ॥ ৪

ছাটোক ভুলোক যাহা অতিক্রমি আছে তাহা

অমর দেবতাগণে যাতে অতিক্রমে ।

কোন্ গর্ত্তে জলগণ করিলা তাহা ধারণ

যে গর্ত্তেতে দেব সব সঙ্গত প্রথমে (৩) ॥ ৫

অজের নাভির মূলে যে এক পদার্থ স্থলে

এ বিশ্ব ভুবন সব অন্তর্লীন ছিল ।

যাহাতে দেবতা সবে সঙ্গত ছিলেন ভবে

সেই গর্ত্ত জলগণ প্রথম ধরিল ॥ ৬

(১) ভিন্ন ভিন্ন দেবগণ কেবল ঈশ্বরেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র । (২)

সৃষ্টাপ্ত—স্বাবরজঙ্গম । (৩) সমস্ত দেবকাণ্ডের ও দৈব ক্ষমতার একই

উন্নত স্থান আছে, স্বর্ষি তাহাই বর্ণনা করিতেছেন ।

সৃষ্টি করিলেন যিনি অজ্ঞেয় জানহ তিনি

‘ তোমাদের অন্ধ ভাব রয়েছে অন্তরে ।

নীহারে হয়ে আবৃত লোক জন্মনায় রত (১)

প্রাণের তৃপ্তির জন্য স্তবস্তুতি করে ॥ ৭

৮৫ সূক্ত । •

১—৫ সোম । ৬—১৬ সূর্য্যাবিবাহ । ১৭ দেবগণ ।

১৮ সোমার্ক । ১৯ চন্দ্রমা । ২০—২৮ নরের বিবাহ-
মন্ত্র আশীঃপ্রায় । ২৯. ৩০ বধুবাস সংস্পর্শ নিন্দা ।

৩১ যক্ষনাশিনী দম্পতী । ৩২—৪৭ সূর্য্য ।

সূর্য্য ঋষি ।

পৃথিবীকে উদ্ভাসিতা করিয়াছে সত্য ;

সূর্য্যের প্রভাবে তথা স্বর্গ উদ্ভাসিত ।

ঋতেতে আকাশে স্থিত যতেক আদিত্য,

উহার প্রভাবে সোম তথা অধিশ্রিত । ১

সোম হ’তে বল প্রাপ্ত আদিত্য সকল,

সোমের প্রভাবে পৃথ্বী মহতী কেমন !

অথচ এই যে সব নক্ষত্র মণ্ডল,

তাদের নিকটে তাঁর হয়েছে ঘটন । ২

(১) সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার কথা আলোচনা করিয়া ঋগ্বেদের ঋষি বহু পুন্নে
যাহা বলিয়াছেন অদ্য সভ্য জগতের ধীশক্তি সম্পন্ন পণ্ডিতগণ তাহাই
বলিতেছেন—মনুষ্যেরা তাঁহাকে বুঝিতে পারে না । কুজ্বটিকাতে আবৃত
হইয়া লোকে নানাপ্রকার জল্পনা করে মাত্র ।

ওষধি স্বরূপ সোমে করি নিস্পীড়ন ।
 ভাবে লোক করিলাম পান সোমরস ;
 কিন্তু যে প্রকৃত সোম জ্ঞাত স্তোত্রগণ ।
 কেহই না জানে তার স্তম্ভুর রস । ৩

ওহে সোম ! স্তোত্রা যত বিহিত বিধানে
 রাখেন গোপনে তোমা করি আচ্ছাদন ;
 পাষণের শব্দ পশে তোমার শ্রবণে ।
 পিয়িতে না পারে তোমা পাখিব কখন । ৪

দেব ! তব পানে তব নাহি অপচয়,
 বরঞ্চ তাহাতে করি বৃদ্ধির দর্শন ।
 মাস যথা রক্ষা করে বর্ষ সমুদ্গম,
 সোমের রক্ষক বায়ু আছেন তেমন । ৫

রৈভী নাম্নী ঋক্গুলি হ'ল সহচরী,
 দ্বাসী হল নারাশংসী তখন সূর্য্যার ;
 গাথায় সুন্দর বস্ত্র পরিকৃত করি
 আনীত হইল সেই বিবাহে তাঁহার (১) । ৬

(১) এইঋক্ হইতে ১০ টি ঋকে সন্নিহিত দুহিতা সূর্য্যার বিবাহের কথা আছে ।

বধন চলিলা সূর্য্যা পতির ভবন,
চৈতন্ত হইল উপবর্হণ তাঁহার;;
অভ্যঞ্জন (১) হইলেক তাঁহার নয়ন,
ভুলোক দ্যলোক কৈ'ল কোশব্যবহার (২) । ৭

স্তব সব হইল রথের চক্রাশয়,
কুরীর নামক ছন্দ রথ-অভ্যস্তর ;
হইলেন সে সূর্য্যার বর অশ্বিদয়,
দূতরূপে অগ্নিদেব হ'লা অগ্রসর । ৮

মনে মনে পতি সূর্য্যা করিলে কামনা,
সম্প্রদান করিলেন তাঁহাকে সবিতা ;
করিয়াছিলেন সোম বিবাহ বাসনা ।
কিন্তু অশ্বিদয় তাঁর হইলা গৃহীতা । ৯

মানস হইল তদা শকট সূর্য্যার,
আকাশ হইল তাঁর উর্দ্ধ আচ্ছাদন ;
ছই শুক্র তারা হ'ল বাহক তাঁহার,
বধন করিলা সূর্য্যা গৃহে আগমন । ১০

(১) অভ্যঞ্জন—তৈল হরিদ্রা ইত্যাদি দ্বারা শরীরের বিশলীকরণ ক্রিয়া।

(২) কোশ—অনাদি ক্রিয়া।

ঋক্ সাম অভিহিত যুগ্ম বৃষবর
 হেথা হ'তে কৌহার শকট বহে নিল ;
 সূর্য্যো ! দুই কর্ণ তব রথের চকর ;
 দিবি-পথ চরাচর তাহার হইল । ১১

শুচি (১) হ'ল চক্রদ্বয় চলিতে চলিতে,
 বিস্তারিত অক্ষ রথে স্থাপিত হইল ;
 উত্ততা হইয়া পতি গৃহেতে যাইতে
 মনোরূপ শকটেতে সূর্য্য আৰোহিল । ১২

যে উপটোকন দিলা সূর্য্যাকে সবিভা,
 অগ্রে অগ্রে সে যৌতুক যাইতে লাগিল ;
 অঘাতে (২) সে গাভী সব হইল তাড়িতা,
 অর্জুনীতে (৩) সে যৌতুক উহমান্ হ'ল । ১৩

ত্রিচক্র রথেতে চড়ি হে অশ্বিগুগল !
 " করিয়া প্রার্থনা বহু গহিলে সূর্য্যাকে ;
 আল্লাদিত হইলেন দেবতা সকল,
 পিতৃরূপে বরিলেন পুত্রা তোমাদিগে । ১৪

(১) শুচি—উজ্জ্বল । (২) অঘা—মঘা নক্ষত্রের উদয় কাল ।

(৩) অর্জুনী—কাস্তুরী নামক দুই নক্ষত্রের উদয় কাল ।

যখন হইয়া বর পরিতে আসিলে
 সূর্য্যাকে, কোথায় ছিল রথচক্র এক ?
 কোথায় বা উভয়েতে বল দাঁড়াইলে,
 কোথা আছে পথ তাহা জানিতে বারেক ? ১৫

কালে কালে চলে হেন তব চক্রবর
 হে সূর্য্যো ! স্তোত্ররা সবে অবগত তাহা ;
 আর এক চক্র তব আছে গোপনীয়
 বিদ্বান্ ব্যক্তির মাত্র অবগত বাহা (১) । ১৬

সূর্য্য দেবতাকে আর অগ্নি দেবগণে,
 মিত্রদেবে, বরুণ দেবকে সে প্রকার ;
 গাহারা আছেন প্রাণি হিতের চিন্তনে,
 সকল দেবতাগণে এই নমস্কার । ১৭

এই দুই শিশু(২) করে বিচরণ পূর্ব্বাপরে
 খেলিতে খেলিতে তারা আসয়ে অধ্বরে ;
 বিশ্ব ভুবনেতে একে নেত্র মেলি চেয়ে থাকে
 ঋতু সৃষ্টি পুনঃ পুনঃ জন্মায় অপরে । ১৮

(১) দুই চক্র—চন্দ্র সূর্য্য ; একচক্র—মহঃসর ।

(২) দুই শিশু—চন্দ্র ও সূর্য্য ।

দিবস-কেতু-স্বরূপ ধরি নিত্য নবরূপ
করেন উষার অগ্রে সূর্য্য আগমন ;
তিনি, যত হয় বাণ, দেবতারে দেন ভাগ,
করেন চন্দ্রমা দীর্ঘ আয়ু বিতরণ । ১৯

যে রথে শাল্মলী শোভা কিংকর হিরণ্য প্রভা
সুবৃত্ত, অমৃতালয় যে রথ সুন্দর ;
করি সূর্য্যো ! আরোহণ সে রথে পতি-ভবন
ষাও, সঙ্গে বা'ক উপঢৌকন বিস্তর । ২০

এই কন্যা পতিবতী, বিশ্বাবসো ! নমঃস্তুতি
করি তোমা, তোমা হ'তে কর গাত্রোথান ;
পিতৃগৃহে আছে যথা অত্না যে বপুর্বিভক্তা,
সেই তব ভাগ, কর তথায় প্রস্থান । ২১

অত্ন হ'তে বিশ্বাবসো ! কর গাত্রোথান,
পূজা করিতেছি তোমা নমঃ সহকারে ;
ষাও, ব্যক্তা অত্না যথা আছে বিদ্যমান
'পতির সংযোগে জায়া করহ তাহারে (১) । ২২

(১) বিশ্বাবসু বিবাহের অধিষ্ঠাতা । কন্যা বিবাহ সন্ধন প্রাপ্ত হইলে
বিন্দু দেওয়া বিধেয় এই মত ২১, ২২ ঋক্ হইতে প্রতীয়মান হয় । এই
জ্ঞান হইতে সূক্তের শেষ পর্য্যন্ত বিবাহের বিবরণ ও মন্ত্র পাওয়া যায় ।
কন্তাদিগের বিবাহ বিবরণ দিব্যর আগে সূর্য্যার বিবাহ যেন ভূমিকা স্বরূপ
প্রয়োগ হইয়াছে ।

বরবাতি সমাগমে যান কত্না অদ্বৈষণে
 যে পথে সে পথ হ'ক সুগুম সরল ।
 অর্থাৎ ভগদেবতা নিরাপদে নি'ন তথা
 দাম্পত্য সুযত হ'ক, দেবতা সকল !! ২৩
 করিতেছি বিমোচন বরুণ পাশ-বন্ধন
 সুশেব সবিতা তোমা বাঁধিল বাহায় ।
 স্কৃত-ঋত-আধার অরিষ্ট নাহিক বার
 হেন স্থানে পতি সহ স্থাপিব তোমায় (১) ॥ ২৪
 হ'হাকে এস্তান হতে মুক্ত করিলাম ।
 অপর স্থানের সহ বাঁধিয়া দিলাম ॥
 হে বর্ষণকারী ইন্দ্র ! হয়ে ভাগ্যবতী ।
 সুপুত্রা হইয়া ইনি করুন বসতি ॥ ২৫
 তোমাকে হস্তে ধরিয়া যাউন পুষা লইয়া
 অশ্বিদ্বয় রথে তোমা করুন বহন ।
 কন্যী হও গৃহে যেয়ে সবার উপরে গিয়ে
 আপন প্রভুত্ব কেনো ! করহ স্থাপন ॥ ২৬

(১) কত্না দেখিয়া শুনিয়া পতি বরণ করিতেন, তাহা এই মণ্ডলের ২৭
 স্তক, ৭ ঋক হইতে কতকটা দেখা যায় । “কত রমণী অর্থে প্রীত হইয়া নারী-
 প্রিয় পুরুষের অমুরক্ত হয় । কিন্তু সুগঠনা ও ভদ্রকত্না অনেক পুরুষের
 মধ্যে আপনি প্রিয় পাত্রকে পতিত্ব বরণ করেন ।”

জন্মিয়া অত্র সন্ততি হ'ক তব লাভ প্রীতি,

এই গৃহে সাবধানে কর গৃহ-কাজ ।

তনু এই পতি সহ, সংযুক্ত কন্তে করহ

কর্ত্রীভাবে বার্ক্ককোও করিঙ বিরাজ ॥ ২৭

হইতেছে দেহ তাঁর নীল ও লোহিত ।

কৃত্যার (১) প্রভাব তাঁর হতেছে ব্যঞ্জিত ॥

বাড়িতেছে তাঁহার যতক জ্ঞাতিগণ ।

নানারূপে হইতেছে পতির বন্ধন ॥ ২৮

পরিভ্যাগ কর এই মলিন বসন ।

স্তোতাগণে প্রদান করহ বহুধনু ॥

পত্নী হইয়া কৃত্য গেলেন চলিয়া

জায়া ও গেলেন স্বীয় পতিতে পশিয়া ॥ ২৯

পতি বধুবস্ত্রে স্বীয় অঙ্গ আচ্ছাদন ।

করিবার চেষ্টা যদি করেন কখন ॥

তাঁহার উজ্জল তনু হইবে মলিন ।

কৃত্যার পাপের স্পর্শে হইবে শ্রীহীন ॥ ৩০

(১) কৃত্য কি বুঝা যাইতেছে না । সাধারণ বলেন পাপদেবতা ।

যে যে যক্ষ (১) আসে লোকপশ্চাদ্ হইতে ।

হরিয়া বধুর চক্ৰ লইয়া যাইতে ॥

তাহাদিগে করুন যজ্ঞীয় দেব যত ।

তথাগত যথা হতে তাহারা আগত ॥ ৩১

দম্পতীর পরিপত্নী হ'উক বিনষ্ট ।

সুবিধা সংযোগে দূর হ'ক যত কষ্ট ॥

অবাতিরা দ্রুত বেগে করিয়া গমন ।

ককক দম্পতী হ'তে দূরে পলায়ন ॥ ৩২

এই বধু দেখিতে অত্যন্ত সুলক্ষণ ।

তোমরা সকলে ওগো করহ দর্শন ॥

সৌভাগ্য আশীষ বাক্য করিয়া প্রদান ।

নিজ নিজ গৃহ পরে করহ প্রস্থান ॥ ৩৩

এই বস্ত্র তুষ্ট কটু অপাষ্ট বিযাক্ত । (২)

ব্যবহার যোগ্য নহে, ইহা পরিত্যক্ত ॥

ব্রহ্মা নামে যে ঋত্বিক্ জানেন সূর্যায় ।

তাহাকে এ বধুবস্ত্র দিতে পারা যায় (৩) ॥ ৩৪

(১) রোগ শোকাদি । *

(২) তুষ্ট—দাহযুক্ত ; কটু—মলিন ; অপাষ্ট—অগ্রাহ ।

(৩) এই ঋক্গুলি বিবাহের আচার সম্বন্ধে । এক্ষণে যেমন নাপিত
বিবাহের বস্ত্র লাভ করে, তৎকালে সে বস্ত্র ঋত্বিকের প্রাপ্য ছিল ।

সূর্য্যার সুন্দর রূপ করহ দর্শন ।
 আশসন, বিশসন, অধিবিকর্তন ॥
 তাঁহার যে বর্জ্জ আছে, করিয়া শোধন ।
 পারেন ঋত্বিক ব্রহ্মা করিতে গ্রহণ ॥ ৩৫

সৌভাগ্যের জন্ত তব ধরিতেছি হস্ত, ধব
 করিয়া আশায়, পৌছ বার্কক্য সীমায় ।
 পুরন্ধি দেব সবিভা অর্য্যমা ভগদেবতা
 গার্হপত্য জন্ত তোমা দিলেন আশায় (১) ॥ ৩৬

পুষ্ট! শিবতমা তাঁকে প্রেরণ কর আমাকে
 বীজ যাতে মনুষ্যেরা করেন বপন ।
 যিনি হয়ে কামবতী আমরাও কামী অতি
 করিবেন আমাদিকে প্রেম আলিঙ্গন ॥ ৩৭

উপচোকনের সহ অগ্রেতে সূর্য্যায় ।
 গোমার নিকটে অগ্নে আনিলে তাঁহার ॥
 পতিকে বনিতা পুনঃ কর সমুর্পণ ।
 তুমিই তাঁহাকে কর প্রজা বিতরণ ॥ ৩৮

দিয়াছেন পত্নীকে অগ্নিই পুনর্বার ।
 পরমাষু আর যত লাবণ্য তাঁহার ॥
 ইহার যে পতি তিনি শতেক শরৎ ।
 দীর্ঘাষু করিয়া লাভ থাকুন জীবৎ ॥ ৩৯

প্রথমেভে সোম তোমা করেন বিবাহ ।
 গন্ধর্ব্বের সহ তব দ্বিতীয় উদ্বাহ ॥
 তৃতীয় অগ্নিই তব পতির স্থানীয় ।
 পরিশেষে পতি তব মনুষ্য তুরীয়(১) ॥ ৪০

সোম তাঁকে গন্ধর্ব্বকে করিলেন দান ।
 গন্ধর্ব্ব করিলা তাঁকে অগ্নিকে প্রদান ॥
 অগ্নিই দিলেন সেই বনিতা আমায় ।
 ধন পুত্র পাইলাম যাহার কৃপায় ॥ ৪১

তোমরা উভয়ে সুখে বাস কর অত্র ।
 বিযুক্ত না হও, চির থাকহ একত্র ॥
 পুত্রনপ্ত্ৰ সহ করি জীড়া নিরন্তর ।
 আপন গৃহেতে থাক মুদিত অন্তর ॥ ৪২

করুন প্রদান প্রজা আমাদিগে প্রজাপতি ।

অর্য্যমা জরাপর্য্যন্ত রাখুন মিলিত অতি ॥

হে বধূ কল্যাণী হয়ে পশহ পতি আলয়ে ।

মঙ্গল করহ পশু দাসদাসী সমুদয়ে ॥ ৪৩

ক্রোধশূন্য হ'ক নেত্র, হও পতি হিতৈষিণী ।

প্রফুল্লমানসা হও, লাবণ্যে মনোহারিণী ॥

বীর প্রসবিনী হও, থাক দেবকামা হয়ে ।

মঙ্গল করহ পশু দাসদাসী সমুদয়ে ॥ ৪৫

হে বর্ষণকারী ইন্দ্র ! ইহাঁকে সুপুত্রবতী ।

করহ, 'হউন ইনি অতিশয় ভাগ্যবতী ॥

ইহার গন্তেতে হ'ক উৎপাদিত পুত্র দশ ।

পতির সহিত তারা হ'ক সখে একাদশ ॥ ৪৫

সম্রাজ্ঞী স্বরূপা হও স্বশুর উপরে ।

স্বাশুড়ীকে রাখ তথা বশীভূত করে ॥

ননদের পরে হও সম্রাজ্ঞী তেমন ।

হৃদবরেরা তব আজ্ঞা করুক পালন ॥ ৪৬

আমাদের উভয়কে মিলিত হৃদয় ।

করুন আছেন যত দেব সমুদয় ॥

জলগণ, মাতরিশ্বা, বাগ্‌দেবী ও ধাতা ।

আমাদের সংযোগের হউন বিধাতা ॥ ৪৭

১২১ সূক্ত । (১)

প্রজাপতি দেবতা । হিরণ্যগর্ভ ঋষি ।

ছিলেন হিরণ্যগর্ভ অগ্রে বিত্তমান,
জাতমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর মহান;
ধরিলেন এই পৃথ্বী, আকাশ আবার,
করিব অর্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ১

জীবাত্মা দিলেন যিনি, যিনি বলদাতা,
পালেন আদেশ যার সকল দেবতা ;
অমৃত যাহার ছায়া, মৃত্যু বশে যার ;
করিব অর্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ২

জগতে যা আছে প্রাণবান্ চক্ষুমান্,
সকলের রাজা তিনি একই মহান ;
দ্বিপদ কি চতুষ্পদ,—প্রভু সবাংকার,
করিব অর্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ৩

এই হিমবান্ গিরি মহিমা যাহার,
যার সৃষ্ট রমা সহ এই পারাবার ;
এই সব দিক যার বাহর আকার,
করিব অর্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ৪

(১) এই সূক্তের ও সারগর্ভ সূক্তে এক ঈশ্বরের মহিমা কান্ধিত হইয়াছে ।

সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক ।

এই সমুদ্রত জ্যো যাহার স্থাপিত,
 দৃঢ়ীভূত, পৃথ্বী, স্বর্গ নাক (১) সংস্কৃতিত ;
 পরিমিত অন্তরীক্ষ কর্তৃক যাহার,
 করিব অর্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ৫

সশক্কে জ্বালা পৃথিবী স্তম্ভিতোন্মাসিত,
 মনে মনে জ্ঞান ধারে মহিমা-পূরিত ;
 সূর্য্যের উদয় হয় আশ্রয়ে যাহার,
 করিব অর্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ৬

ঐ বিশ্ব যে জলগণ প্লাবন করিল,
 তাদের গর্ত্তেতে অগ্নি উৎপন্ন হইল ;
 দেবপ্রাণরূপে পরে আবির্ভাব যার,
 করিব অর্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ৭

দক্ষের (২) ধারণে জল উৎপাদিলে বল,
 দেখিলেন যিনি সেই সর্ব্বময় জল ;
 দেব'পরে অদ্বিতীয় দেবত্ব যাহার,
 করিব অর্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ৮

(১) নাক—স্বর্গের উপরিস্থ লোক ।

(২) , দক্ষ—বল ।

না করেন হিংসা যেন আমাদিগে তিনি,
পৃথিবীর জনয়িতা সত্যধর্ম্য যিনি ;
বাহার স্বজন ছৌ সলিল অপার,
করিব অর্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ৯

প্রজাপতে ! তুমি ভিন্ন অত্ৰ কেহ আর,
স্বভে নাই এই সব বস্তু সমাহার ;
সফল হ'উক হোম করি যে আশার,
ইষ্ট লাভ করি যেন আমরা সবার । ১০

১২৯ সূক্ত ।*

পরমাত্মা দেবতা । প্রজাপতি ঋষি ।

সদস্যং রজ্জ্বং যোমং ছিল না তখন ।
ব্যোমের উপরে কোন ছিল না ভুবন ।
কে ছিল কোথায় ? কিছু ছিল আবরণ ?
ছিল কি তখন অস্ত্র, গভীর গহন ? ১

* এহ সূক্তটি অতীব জ্ঞাতব্য । ইহাতে সৃষ্টির আদি কারণ বর্ণিত
হইয়াছে ।

ছিল না তখন মৃত্যু ছিল না অমৃত ।
 রাত্র হ'তে দিবসের ছিল না প্রকেত^(১) ।
 সেই এক ছিলেন স্বধায় (২) প্রাণবান্ ;
 ছিল না তা হ'তে কেহ পর বিद्यমান্ । ২

তম দ্বারা তম ছিল অগ্রেতে আবৃত,
 এ সব সলিল ছিল সব অপ্রকেত (৩) ।
 তুচ্ছেতে^(৪) আচ্ছন্ন বাহা ছিলেন তখন ।
 তাহা এক হইলেন তপে (৫) উৎপাদন ॥ ৩

প্রথমেই সমুদ্ভূত কামনা হইল ;
 মনের সৃষ্টির হেতু তাহাতে জন্মিল ।
 বিচারিয়া মনোবার হৃদে লবণগণ,
 অসর্থে সতের বেগে করিলা দর্শন । ৪

তই পার্শ্বে চন্দ্রদের রশ্মি উল্লা অধা, '
 বিস্তৃত হ'লে কি, ভূত হইল রেতোধা ? (৬)
 মহিমা (৭) সকল ক্রমে লভিল জনম ।
 অবাস্তিত (৮) হল স্বধা-প্রযতি (৯) পরম ॥ ৫

(১) প্রভেদ জ্ঞান । (২) আত্মধারণ শক্তিধারা । (৩) প্রভেদ জ্ঞান
 বহিত । (৪) অবিদ্যমান সন্ধ্যায় । (৫) সৃষ্টি পর্যালোচনারূপ তপস্তায় । (৬)
 বীজরূপীকর্তা । (৭) ভূত প্রপঞ্চ । (৮) নিস্তেহিত । (৯) ভোক্তাজীব ।

কে ইহা প্রকৃত জানে কে পারে বর্ণিতে
কোথা হ'তে হল ? এই সৃষ্টি কোথা হতে ?
সৃষ্টির পরেতে সৃষ্ট যত দেবগণ ;
কোথা হতে হল তাহা জানে কোন্ জন ? ৬
কোথা হতে সৃষ্টি কেহ করিলেন কি না ;
ইহার অধ্যক্ষ যিনি কেবা তিনি বিনা
জানে ইহা ? পরস্থানে(১) ব্যোমরূপে যিনি
অঙ্গরূপে আছেন, জানেন মাত্র তিনি । ৭

১৯১ সূক্ত । (২)

১। অগ্নি ; ২—৪ সংজ্ঞান অর্থাৎ ঐক্যমত ।

সংবনন ঋষি ।

হে অগ্নে ! তুমিই প্রভু দেও কাম্যফল ।
তোমাতে মিশ্রিত আছে বিশ্বের সকল ॥
জ্বলিতেছ তুমি দেব যজ্ঞের বোধিতে ।
আশা করি আমাদিকে ধন প্রদানিতে ॥ ১

(১) পরস্থানে স্থিত ।

(২) এই সূক্তটি ঋক্বেদের সর্বশেষ সূক্ত । ঋক্বেদের অনুবাদ শেষ-
কালে মহানুভব রমেশবাবু বলিতেছেন,—“ঋক্বেদ সংহিতার সমাপ্তি উপলক্ষে
অনুবাদক ঋক্বেদের অলস্ত ভাষায় প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট নিবেদন

তোমরা একত্র হও বল এক কথা ।

একমন কর সবে ভজ্জহ একতা ॥

প্রাচীন দেবতাগণ সবে এক হয়ে ।

পরিভূষ্ট হন এই যজ্ঞভাগ লয়ে ॥ ২

এক হ'ক মন্ত্র, আর একই সমিতি ।

এক হ'ক মন, আর একরূপ চিন্তি ॥

আমি তোমাদিগে এক মন্ত্ৰেতে মন্ত্রিত ।

করিতেছি, করি যজ্ঞ হবিতে সাধিত ॥ ৩

এক হ'ক তোমাদের যত অভিপ্রায় ।

এক হ'ক মন আর একই হৃদয় ॥

সৰ্বাংশে তোমরা সবে ভজ্জহ সমতা ।

লাভ কর তোমরা সে পরম একতা ॥ ৪

করিতে সাহস করিতেছেন আমাদের অভিপ্রায় এক হউক, হৃদয় এক হউক, আমাদিগের মন এক হউক, আমরা যেন সৰ্বাংশে সম্পূর্ণরূপে ঐক্য লাভ করি।। একা ভিন্ন আমাদের উন্নতির উপায়ান্তর নাই।” আর—

এই গদ্যানুবাদক পুৰে যে একদা বলিয়াছিলেন, “ধৰ্ম্মই মেকত্বমেব,” ঐক্যবেদে তাহার সমর্থন দেখিয়া পুলকিত চিত্তে প্রত্যেক ভারতবাসীকে মহাশুভব বাবু রবেশচন্দ্র দত্তের বাক্য ও গদ্যানুসরণ করিতে নিবেদন করিতেছেন।

শুল্ক যজুর্বেদ সংহিতা ।

— — — — —
পিণ্ড পিতৃযজ্ঞ ।

২৯ কণ্ডিকা । ॥

(১ম ও ২য় মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে)

হে অগ্নে ! তুমিই কর কব্যের বহন ।

অতএব তোমাতে কব্যা করি সমর্পণ ॥

স্বাহতি হউক এই আহুতি আমার । ১

হে সোম ! তুমিই পিতৃগণ-অধিষ্ঠান । , ,

, অগ্নিতে তোমার জন্ত কব্যা করি দান ॥ ' ,

স্বাহতি হউক এই আহুতি আমার ॥ ২

(৩য় মন্ত্রে উল্লিখন)

দূরে গেল বেদিস্থ রাক্ষস বলাধার । ৩ ॥

৩০ কণ্ডিকা ।

(এই মন্ত্রে একখানি অঙ্গার উৎক্ষেপন করিবে)

যে সব অশুর করি রূপ পরিহার ।

পিতৃ অন্ন লোভে ধরে পিতার আকার ॥

শরীর হৃদয় বা স্থূল করয়ে ধারণ ।

অগ্নি এই যজ্ঞ হ'তে করুন ভাড়ন ॥ ১

৩১ কণ্ডিকা ।

(১ম মন্ত্রে শ্বাস রোধ করিবে)

হউন সন্তুষ্ট এই যজ্ঞে পিতৃগণ ।

গ্রহণ করুন ভাগ আপন আপন ॥ ১

(২য় মন্ত্রে শ্বাস ত্যাগ করিবে)

হইলা যথেষ্ট তুষ্ট যত পিতৃগণ ।

গ্রহণ করিলা ভাগ আপন আপন ॥ ২

৩২ কণ্ডিকা ।

(প্রথম ছয় মন্ত্রে পিতৃ নমস্কার)

পিতৃগণ, নমস্কার ; বসন্ত সময় ।

রসবান্ হয় যেন পদার্থ নিচয় ॥ ১

পিতৃগণ, নমস্কার ; গ্রীষ্মের উদয়ে ।

থাকে যেন বস্তু সব শুষ্কতম হয়ে ॥ ২

পিতৃগণ ! নমস্কার ; আরন্তে বর্ষার ।

সজীব হউক এই জগত সংসার ॥ ৩

পিতৃগণ ! নমস্কার ; আসিলে শরৎ ।

অন্নবান্ হয় যেন সমস্ত জগৎ ॥ ৪

পিতৃগণ ! নমস্কার ; হেমন্ত সময় ।

হয় যেন জীব সব প্রমত্ত হৃদয় ॥

পিতৃগণ ! নমস্কার ; নম বারম্বার ।

শীতে যেন স্বাস্থ্যলাভ হয় সবাকার ॥ ৬

(৭ম মন্ত্রে গৃহিণীকে ঈক্ষণ করিবে)

পিতৃগণ ! আমাদিগে করহ গৃহস্থ ।

করেছি স্থাপিত হেথা প্রদেয় সমস্ত ॥ ৭

(৮ম মন্ত্রে পিতৃপিণ্ডে দশটি সূত্র, লোম, বা উর্গা প্রদান
করিবে)

পরিধেয় তোমাদের এই পিতৃগণ ।

পরিধান করহ স্বেদমরা এ বসন ॥ ৮

৩৩ কণ্ডিকা ।

(এই মন্ত্রে পুত্রকামাপত্তী মধ্যম পিণ্ড ভক্ষণ করিবে)

এই ঋতুতেই হ'ক পুরুষ সঞ্চার ।

পাল, পিতৃগণ ! গর্ভে নীরোগ কুমার ॥ ১

৩৪ কণ্ডিকা ।

(এই মন্ত্রে পিণ্ড সিঞ্চন করিবে)

অন্ন, হৃক্ষ, ঘৃত বাহি উদকের ধারা-

স্বরূপে পিণ্ডার্থে দত্ত হতেছ তোমরা ।

জলদেব ! পরিতৃপ্ত ইহাতে এখন
হউন আছেন যত মম পিতৃগণ ১ ।

শতরুদ্রিয় অথবা রুদ্রাধ্যায় ।

নমস্কার করি রুদ্র ! ক্রোধকে তোমার ।
ইষুকে তোমার তথা করি নমস্কার ।
নমস্কার তব যুগ্ম বাহুকে আমার । ১

তোমার যে শিবতম কল্যাণ দায়িনী ।
পূণ্য স্বরূপিনী যাহা শান্তি প্রদায়িনী ।
গিরিশস্ত ! করহ তাহাতে নিরীক্ষণ ।
ক'র না তোমার উগ্র মূর্তি প্রদর্শন । ২

অস্ত করিবার জন্ত হস্তে যেই শর
ধারণ করেছ গিরিশস্ত ভয়ঙ্কর ।
শিবময় কর তাহা গিরিত্র এখন,
পুরুষ ও জগতের ক'র না হিংসন । ৩

শিব বাক্যে হে গিরিশ করিছি প্রার্থনা ;
হয় যেন এ জগৎ নীরোগ সুমনা । ৪

অতিশয় বক্তা তুমি; আজ্ঞা কর হেন ;—
প্রথম ভীষক্ দৈব্য পাই মোরা যেন ;

আছে যত অহিগণ করহ জম্বিত,
নীচা ষাতুধানী যত, কর বিদুরিত । ৫

এই যে মঙ্গল ময় দেবতা কখন
তাম্র বা অরুণ, বজ্র বরণ ধারণ
করেন, আছেন তাঁর দশদিকে যারা,—
সহস্র দেবতা—সবে ক্ষমা চাই মোরা । ৬

এই দেব যিনি নীল গ্রীব বিলোহিত,
নিরন্তর গতি যার আছে অব্যাহত,
গোপ, উদহারীগণ সদা হেরে যারে ;
করুন সে দেব সুখী আমা সবাকারে । ৭

নম নীলগ্রীব নম সহস্র নয়ন,
নম তোমা, তুমি দেব বৃষ্টির কারণ ;
যে সকল সত্ত্বা আছে তব অনুগত ।
তুমিহাদেরো কাছে এই মন্তক প্রণত । ৮

তব ধনু আর্জীদয় হ'তে ভগবন্ !
জ্যা মোচন কর দেব ! কর জ্যা মোচন ;
হস্তেতে বে ইন্দ্ৰ সব আছয়ে তোমার,
সে সমস্ত সত্ত্বর করহ পরিহার । ৯

জ্যাশূত্র হউক এই ধনু কপর্দীর,
তীর শূত্র হ'ক তুণ, শল্য শূত্র তীর ।

যাহাতে শিষ্য দেব করহ ধারণ
সে নিষঙ্গাধার হ'ক বিশূত্র এক্ষণ । ১০

যে অস্ত্র প্রভাবে তুমি করহ বর্ষণ,
সে অস্ত্রই হস্তে তুমি করহ ধারণ ।
তাহাও না হয় যেন উদ্বেগ কারণ । ১১

ধম্বিন্ ! তোমার 'নু, ত্যজি আমাদিগে;
হুবৃত্ত দমন জন্ত যা'ক অস্ত্রদিকে ।
তোমার ইষুধি যাহা বাণের আধার
দূরেতে করহ দেব ! স্থাপন তাহার । ১২

জ্যাশূত্র করিয়া ধনু, সহস্র নয়ন !
শতাবুধ ! বিশল্য করিয়া বাণগণ ;
শিব ও সুমনা হয়ে দাও দরশন,
তোমার নিকটে এই বিনীত প্রার্থন । ১৩

প্রচণ্ড আয়ুধে তব করি নমস্কার,
তুগস্থ আয়ুধে নমস্কার পুনর্ব্বার ;
ধনুকেও নমস্কার করিছি তোমার,
তব যুগ্ম বাহুকেও করি নমস্কার । ১৪

করিও না বধ আমাদের বৃদ্ধগণে,
বধিও না বালগণে কিম্বা ষত ভ্রুণে ;

পিতামাতা পত্নীপুত্রে ক'রনা সংহার,
হে রুদ্র ! মিনতি এই আমা সবা'কার । ১৫

আমাদের পুত্র পৌত্রে করহ কল্যাণ,
গো, অশ্ব, আয়ুর কর কল্যাণ বিধান,
অভিমানী যেও তার' ক'রনা হিংসন,
সদা করিতেছি রুদ্র ! তোমা আবাহন ॥ ১৬



অথর্ববেদ সংহিতা ।

প্রথম কাণ্ড ।

(১)

ইন্দ্র দেবতা ।

স্বস্তিদাতা, বিশাম্পতি, বৃত্রের নিহস্তা

শত্রুর দমনে যার অপার ক্ষমতা ;

সোমপা সে ইন্দ্র হয়ে আমাদের নেতা,

অগ্রেতে চলুন বৃষ অভয় প্রদাতা । ১

হে ইন্দ্র ! অরাতি গণে করহ দমিত,

দায়িত করহ যারা আসে যুদ্ধ আশে ;

অধম ! তিমিরে তারে করহ পাতিত

আমাদের সঙ্গে যেবা শত্রুতা প্রকাশে । ২

রাক্ষস সংহার কর, বধ শত্রুগণে ;

উপাড়িয়া ফেল বৃত্রদশন সকল ;

হে ইন্দ্র ! নিয়ত রত বৃত্রের নিধনে,

শত্রুর সকল ক্রোধ করহ নিষ্ফল । ৩

শত্রু মনস্কাম, ইন্দ্র ! কর বিদ্রুত,

জিগীষুর শর তথা করহ নিষ্ফল ;

তোমার আশ্রয় দানে কর সমাপ্তিত,

দূরে রাখ অরাতির আয়ুধ সকল । ৪

দ্বিতীয় কাণ্ড ।

(১২)

অগ্নি দেবতা ।

তোমার উত্তাপে'তারে করহ দাহন
হে অগ্নে ! যে ঘৃণা করে, যারে ঘৃণা করি ; ১

তোমার জ্বালায় তারে কর জ্বালাতন,
হে অগ্নে যে ঘৃণা করে যারে ঘৃণা করি । ২

তোমার দীপ্তিতে তারে কর অভিভূত
হে অগ্নে যে ঘৃণা করে যারে ঘৃণা করি ; ৩

তোমার শোচির দ্বারা হ'ক ভস্মীভূত,
হে অগ্নে যে ঘৃণা করে যারে ঘৃণা করি ; ৪

তোমার তেজেতে তারে কর অন্ধীভূত
হে অগ্নে যে ঘৃণা করে যারে ঘৃণা করি । ৫

চতুর্থ কাণ্ড ।

“ (১৬)

বরুণ দেবতা ।

এ সবেৰ অধিষ্ঠাতা বরুণ মহান্
 দেখেন সকলে যেন থাকি সন্নিহিত ;
 গোপনেও তাবে যেবা করে অভিযান,
 বুঝেন দেবতা সবে, থাকেন বিদিত । ১

দাঁড়ায়, বেড়ায়, কিম্বা চলে সঙ্কোপনে,
 শয়নে গমন করে, করে বা উত্থান ;
 বাহা কিছু কাণে কাণে বলে হুইজনে
 শুনেন তৃতীয় হয়ে বরুণ মহান্ । ২

এই যে পৃথিবী তাহা বরুণ রাজার,
 অনন্ত আকাশ যার অন্ত দূরে স্থিত ;
 বরুণের হুই কুক্ষি হুই পারাবার ;
 অন্ন উদকেও তিনি আছেন সংস্থিত । ৩

স্বর্গের পরে ও কেহ করিলে গমন
 আছেন বরুণ রাজা চৌদিকে তাঁহার ।
 তথা হুইতে দূতগণ সহস্র নয়ন
 নিরীক্ষণ করে নিম্নে বসুধা বিস্তার । ৪

এসব বরুণ রাজ করেন শ্লোকন
 দ্বাবাপৃথিবীর মাঝে, উর্দ্ধে তাহাদের ;
 নেত্রের পলক তিনি করেন গণন,
 নিগম করেন, মত পাশ ক্রীড়কের । ৫

ত্রিধা সপ্ত সপ্ত তব পাশ বিস্তারিত,
 এড়াইতে বাহা কেহ নাহে কদাচন ;
 হউক অন্ত বাদী তাহে বিজড়িত,
 না হয় সত্যের ঘেন তাহাতে বন্ধন । ৬

ষষ্ঠ কাণ্ড ।

(৩১)

সূর্য্য-দেবতা ।

বিচিত্র বৃষভ আসি জননী সম্মুখে বসি
 পূর্বাকাশে ক্রমশঃ জনক দিকে ধায় । ১
 ঘেন তার শ্বাস হতে আলো পশে অস্তরেতে
 আকাশে শোভে সে বৃষ উজ্জল প্রভায় । ২
 ত্রিশভুবনের পরে সে বৃষ রাজত্ব করে
 প্রত্যহ প্রভাত হতে সমস্ত অহ্ন ।
 এক পক্ষে, গান সহ, করি আরোহণ ॥ ৩

উনবিংশ কাণ্ড ।

(১২)

ঊষা-দেবতা ।

সহচরী রজনীর , করিয়া দূর তিমির
 ফিরাইয়া দেন তাহা যে পথে আগত,
 ঊষাদেবী আপনার প্রভাব বশত । ১

অমরা কুপায় তাঁর দত্ত ধন দেবতার
 পেয়ে বীর পুত্রগণে হইয়ে পেষ্টিত,
 শতৈকু হেমন্ত যেন থাকি হরষিত । ২

সমাপ্ত ।

